


পৌরাণিক নাটক

শ্রী পঙ্কজ ভূষণ কবিরত্ন

# দেবাসুর

[ পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক ]

শ্রীপঙ্কজভূষণ রায় কবিরত্ন প্রণীত

( রয়েল বীণাপাণি অপেরায় অভিনীত )

১লা মার্চ্চ, ১৯২৯ সাল।

প্রথম অভিনয় রজনী—মহাষ্টমী
"পঞ্চকোট রাজবাড়ী"—মানভূম

প্রথম সংস্করণ ]

[ মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

প্রকাশক

শ্রীভোলানাথ দেবশর্ম্মা

১৪।১ নং গোপীকৃষ্ণ পাল লেন, কলিকাতা।

শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

মায়াচক্র

—সুপ্রসিদ্ধ—

ভাণ্ডারী অপেরায় অভিনীত

হইতেছে

মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

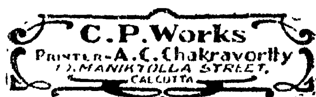
রুদ্রেশ্বর

—সর্ব্বজন প্রিয়—

আর্য্য অপেরায় অভিনীত

হইতেছে

মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।



# উৎসর্গ

সুহৃদ্বর

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র কুমার ঘোষ

সাহিত্যরত্ন পুরাণবিদ।

অভিন্নহৃদয়েষু

পৌরাণিক 'খুটিনাটি' তথ্য সমূহ আবিষ্কার করিতে আপনার তুল্য দ্বিতীয় ব্যক্তি দেখি নাই। আপনি বিভিন্ন পৌরাণিক-উদ্যান সমূহ হইতে নানাবর্ণের কুসুম নিচয় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন আমি একরূপ বিনাশ্রমে সে গুলিকে একত্র গ্রথিত করিয়াছি মাত্র। আমি শুধু নাট্যকার, আপনি একাধারে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও সূক্ষ্ম সমালোচক, সুতরাং 'দেবাসুরের' দোষ গুণ সকলি আপনারই প্রাপ্য আমার নহে। ইতি—

—বিনীত—

নাট্যকার

# নাটকীয় চরিত্র

## পুরুষগণ

বালক-রূপী বিষ্ণু, যজ্ঞ, মদন ও বৃক্ষ, নর-রূপী সত্য, ইন্দ্র ( দেবরাজ ), ত্বষ্টা ( বিশ্বকর্ম্মা ). নহুষ ( নরপতি ), দধীচি ( তাপস ), সারস্বত ( দধীচির পুত্র ), বৃত্র ( অসুর সম্রাট ), নমুচি ও সম্বর ( বৃত্রের সেনাপতি দ্বয় ), চন্দ্রপীড় ( ঐ মন্ত্রী ), অগ্নিহোত্র ( ঐ বয়স্য ), ধূম্রাক্ষ ও ভস্মাক্ষ ( ঐ কোতোয়াল-দ্বয় ), মালী, পারিষদগণ, বন্দিগণ, শিষ্যগণও বালকগণ ইত্যাদি।

## স্ত্রীগণ

বালিকা-রূপিণী বারা, পৃথিবী, দক্ষিণা, নারী, ঐন্দ্রিলা ( অসুর সম্রাজ্ঞী ), দেবহূতি ( বয়স্য পত্নী ), আহুতি ( ঐ কন্যা ) পরিচারিকা, নর্ত্তকীগণ, সখিগণ, পল্লী-বাসিনীগণ, অপ্সরাগণ, বনবালাগণ ও বন্দিনীগণ ইত্যাদি।

# দেবাসুর

## প্রথম অঙ্ক

### —প্রথম গর্ভাঙ্ক—

[ হ্রদ সম্মুখস্থ উপবন দধীচি মুনির শিষ্যদ্বয় ]

১ম শিষ্য। তাহলে ভায়া, তোমার মতে 'ভূত' বলে কোন পদার্থ নাই ?

২য় শিষ্য। 'নাই' এরূপ শব্দ ব্যবহার মুর্খতারই পরিচয়। আমার বলার উদ্দেশ্য ভূত। অর্থাৎ যাহা ছিল, বর্ত্তমানে নাই, ভবিষ্যতেও থাক্‌তে পারে না।

১ম শিষ্য। অতএব যাহা এক সময় 'ছিল' তাহার অস্তিত্বও একদা বর্ত্তমান ছিল।

২য় শিষ্য। ভূত চিরকালই 'ভূত' তাহাতে বর্ত্তমান নাই।

১ম। তাহলে মৃতের পারলৌকিক ক্রিয়া, শ্রাদ্ধাদি, পরলোকে প্রেতাত্মার সদ্গতি প্রভৃতি বাক্য কি শুধু অলীক কল্পনা ?

২য়। না, চির সত্য সনাতন 'শাস্ত্র' তাহাতে অলীক বা কল্পনার স্থান নাই। ইহলোকের কর্ম্মের তারতম্যে গতায়ু আত্মার ভূত হওয়া আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু তাহা অশরীরি ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হবার নহে, ভূতের উপদ্রব বা ভাষা উচ্চারণ ও সম্ভব পর নহে।

১ম। তোমার এ মীমাংসা প্রণিধান করতে পারলেম না। এই যে লোকে ভূত দেখে আতঙ্কগ্রস্থ হয়, ভূতের বাক্য শুনে সংজ্ঞা হারা হয়, এ সকলই বা কি ?

২য়। মনের বিকার মাত্র। শৈশব হতেই একটা আতঙ্ক সংস্কারের পরিণতি, নিদ্রিত অবস্থায় মন ও দেহে যে সম্বন্ধ, গতায়ু আত্মার থবীর সহিত সেই সম্বন্ধ।

[ সহসা হ্রদ মধ্যস্থিত পদ্মবন কম্পিত হইতে লাগিল এবং একটী মৃণাল মধ্য হইতে ভাষা উচ্চারিত হইল ]

নেপথ্যে ইন্দ্র। ওঃ প্রাণ যায়, ক্ষুধানলে প্রাণ জ্বলে যায়।

১ম শিষ্য। ওই ভায়া ওই—ভূত। ছিল বর্ত্তমান নয় বলছিলে না—ঐ শোন।

২য় শিষ্য। তাইত এ জনহীন উপবন মধ্যস্থিত হ্রদবক্ষে কে ক্ষুধার্ত্ত আর্ত্তনাদ করে উঠ্‌লো?

১ম। আজ দুই দিবস যাবত এদিকে এলেই ওই ভূতের উপদ্রব শুনতে পাই। ও দিকে গুরুদেবের আদেশ প্রস্ফুটিত কমল আনয়নে, এদিকে 'ভূত' তাহা পাহারা দিয়ে বসে—আমার উভয় সঙ্কট।

ইন্দ্র। ক্ষুধানলে প্রাণ জ্বলে যায়। শুনি নর কণ্ঠ ধ্বনি তটভূমি পরে। এমন কে নরাধম বসুন্ধরা মাঝে শুনি ক্ষুধার্ত্তের আর্ত্তনাদ নিরুত্তরে বিরাজে হেথায়?

২য়। শুনি বাণী অশরীরি ভাষা সাথে ঘন ঘন কম্পমান পদ্মের মৃণাল এক। সূক্ষ্ম মৃণাল আধারে অবস্থান যার, সে তো নয় পৃথিবীর ভাষাময় জীব! কহ অশরীরি কেবা তুমি কোন কর্ম্মে এ হেন দুর্গতি?

১ম। পৃথিবীতে ছিল নাকি পুত্র কিম্বা অন্য কোন উত্তর সাধক?

নেপথ্যে ইন্দ্র। শোনরে, শরীরি ছিল, এখনও আছে মোর অতুল ঐশ্বর্য্য, মান, সহায়, সম্পদ ভাগ্যচক্রে মৃণালের মাঝে, অথবা পরিচয়ে কিবা

প্রয়োজন। ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, আর্ত্ত করে আর্ত্তনাদ—পরিচয় লয়ে তবে তার করিবি বিধান ? ধিক্ ধিক্‌রে শরীরি তোরে। পৃথিবী হইতে সত্যই কি দয়া, ধর্ম্ম, দান, পুণ্য হইয়াছে লোপ ? তবে কেন এখনও আকাশ ভাঙ্গিয়া নাহি পড়েরে নির্দ্দয়—শরীরি শিরেতে তোর।

১ম শিষ্য। বুঝিলাম, এখনও অনুতপ্ত নহ অশরীরি ! কৃত কর্ম্ম হেতু ভুঞ্জহ যাতনা যথাযোগ্য তবে।

[ প্রস্থান

২য় শিষ্য। ও ভায়া বীরং গচ্ছ। রাম-রাম-রাম।

[ প্রস্থান

[ অভিশপ্ত ইন্দ্রের প্রবেশ ]

ইন্দ্র। ওঃ অনর্থক আর্ত্তনাদ সত্য কি ধরায় ! হায় পৃথ্বি তুমিও কি মম সম দুর্ভাগ্যে পতিত ?

[ নৃত্য গীত সহ কুম্ভকক্ষে কুমারীগণের প্রবেশ ]

## গীত

কলসী কাঁকে ঝাকে ঝাকে আনতে চলি জল।
কালা মুখো কালো কোকিল ডাক্‌ছে অবিরল॥
হ্রদের জলে পড়লে ছায়া,
থর থর থর কাঁপবে কায়া,
দেখিস্ যেন মজিসনিলো দেখে রূপের ছল॥
ওই ডাক্‌লো আবার পাপিয়া
পিউ পিউ পিউ পিয়া,
নিবিড়-বাঁধন শিথিল শরম টল টল টল॥

ইন্দ্র। ওঃ প্রাণ যায় ক্ষুৎ পিপাসায়।

কুমারীগণ। ও বাবাগো-ভূত ভূত—

[ সকলের পলায়ণ

[ দেবহুতি ও অগ্নিহোত্রের প্রবেশ ]

দেবহুতি। ওই গো ওই, ঐ দ্যাখ্ ছুঁড়িগুলো কল্সী ফেলে পালালো।

অগ্নিহোত্র। পালাক্ আমি ছুঁড়ি নই, ছোঁড়ার বয়সও কোন্ যুগে পার হয়েছি। ভূত, আমার কাছে ভূত ? বারো ভূতে অসুর রাজার রাজ্য উড়িয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছিলো, আমি বেটা আবাগের বেটা ভূত, বয়স্য হয়ে ঢুকে, সব ভূত ছাড়িয়েছি। এমন সেরা পেত্নী দেবহুতি তুমি, তুমি হলে আমার ইস্তিরী, আমার কাছে ভূত ! তার বাবার বিয়ে দেখিয়ে দেব। কৈ কোথায় ভূত ?

দেবহুতি। কি জানি, এইখানেইত শব্দ শুনে কাঁকের কলসী কাঁকে নিয়ে এক ছুটে বাড়ী পালিয়ে ছিলুম।

অগ্নিহোত্র। ভূত ? আমার কাছে ফচ্কিমি ! ভূত ? আর যদিই নরককুণ্ডু থেকে যম দূতের হাত থেকে পিছলে ছটকে কেউ এসে থাকে, তাহলে সে তাড়া করবে ঐ ডব্‌কা ছুড়ি গুলোকে। দেড় কুড়ি পারের বুড়ি তুমি, তোমাকে যদি সত্যই তাড়া করে থাকে তাহলে সে বেটা ইহলোকে নিশ্চয়ই শুট্‌কি মাছের পাটা ধুতো, নইলে মরার পরও বেটার এমন রুচি হয়।

দেবহুতি। তাহলে তুমি ঘাটের ধারে দাঁড়াও, আমি তাড়াতাড়ি কলসী ভরে নিই।

অগ্নিহোত্র। আমি সোয়ামী—ইস্তিরীর মান ধর্ম্মের পাকা ঘরামী, নাদনা হাতে পাহারায়, কার ভয়ে তাড়াতাড়ি ভরবে ? দিব্যি গজেন্দ্র গমনে ডিমে ভরা হাঁসের মত নধর গদর করতে করতে জলে নাব। বৃত্রাসুরের বয়স্য, তার রহস্য তুমি, তোমায় দেখা চুলোয় যাক্ কস্তাপেড়ে শাড়ী লাল পাড়টুকুর একটু দেখেত অন্য পরে কা কথা। বুড়ো মার্কণ্ড অবধি হোঁচোট খাবে—তোমার ভয় ত্রিলোকে কাকে ?

ইন্দ্র। ওঃ যায় প্রাণ—ক্ষুধা ক্ষুধা—

দেবহুতি। ওই গো—ও বাবাগো—রাম—রাম—রাম—

অগ্নি। চুপ্ চুপ্! অসুরের অন্ন মেরে ও নাম নয়—ও নাম নয়। কে কোত্থেকে শুনবে আর সর্ব্বনাশ করবে—

ইন্দ্র। ব্রহ্মবংশে জনম আমার।
ক্ষুধানলে যায় যদি প্রাণ,
রে মেদিনী—
অস্তিত্ব কি রবে তোর!
অনাহারে ব্রহ্মপ্রাণ গেলে
ঘন ঘন ভূকম্পন—অবিরত উল্কাপাত
ঝড় ঝঞ্ঝাবাতে অকালেতে সমুদিবে
প্রলয় নিশ্চয়—

অগ্নি। ওরে বাবা, এ বেটা দেখছি পাকা বেহ্মশাপ! তা ভূত বাবা তুমি জলের—আমিও ড্যাঙ্গার বেহ্মশাপ। শাপ মন্যিতে আমার বড় একটা কিছু করতে পারবে ব'লে সুবিধা হচ্ছে না। এখন পরিচয় দাও দেখি কে তুমি—কোথায় তুমি—

ইন্দ্র। আমি ব্রহ্মশাপগ্রস্থ—স্বর্গে মর্ত্তে স্থান নেই—পদ্মের মৃণাল মাঝে অবস্থান করছি।

অগ্নি। তা বেড়ে যায়গায়। দুনিয়ার বার হ'য়ে আরামে তপস্যায় আছ—আবার ঝঞ্ঝাট পোহাতে ডাঙ্গায় ওঠবার সাধ কেন?

ইন্দ্র। ক্ষুধা—ক্ষুধা—

দেবহুতি। ওই শোন গো—ওপারের তালগাছগুলোর একটাও রাখেনি গো—

অগ্নি। আঃ চুপ কর্‌না মাগী। তা, ভূত বাবা,—বিষ্ণু—বিষ্ণু—এ্যাঃ—হ্যাঃ হ্যাঃ—শিব শিব—তপস্বী বাবা, পার একেবারে ক্ষুধাটা মেটাতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা খেয়ে—

ইন্দ্র। আক্ষেপ না করিস মানব,
ক্ষুধার্ত্ত যদি হয় প্রত্যাখ্যাত
এ রাজ্যের চিহ্ন মাত্র না রহিবে কভু!

অগ্নি। দোহাই বাবা, একেবারে চরমে চ'ড়না—একটু সবুর কর; দৈত্যি রাজার কাছে গিয়ে তোমার ক্ষুধার যোগাড় দেখছি—

[ উভয়ের পলায়ন

ইন্দ্র। ধিক্ ধিক্ রে দম্পতী!
এই কি রে ধর্ম্ম গার্হস্থের?
দয়া, দান, আশ্বাস, আশ্রয়
যে গৃহীর নীতি বহির্ভূত
সে ত' হিংস্র পশু শঙ্কাকুল
অরণ্য সমান।
ওঃ—ক্ষুৎপিপাসায় কণ্ঠাগত
প্রাণ,—কে আছ মহান,
বিন্দুমাত্র বারি দানে কর ত্বরা
ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা।

[ নেপথ্যে গীতকণ্ঠে সত্য ]

(ওরে) কেউ নেই এ ভবে।
কার কাছে তুই কাঁদিস রে ভাই,
কে তোর সহায় হবে॥

[ শিষ্যদ্বয়সহ দধীচির প্রবেশ ]

১ম শিষ্য। ওই—ওই করুন শ্রবণ
অশরীরি ভাষা, ভুলি এবে

ক্ষুৎ পিপাসায় আর্ত্তনাদ—
ধরিয়াছে সঙ্গীতের ভাণ।

দধীচি। সত্যই তো নির্জ্জন প্রদেশে
মন প্রাণ হরা গানে—কেবা
করে মুগ্ধ হেথা স্থাবর জঙ্গম ?
কে—কে তুমি গায়ক,
কায়া কিংবা ছায়াধারী যে হও
সে হও, কহ সত্য, কি উদ্দেশ্যে
এই ভীতি উৎপাদন ?

ইন্দ্র। শুন নর—কৃতকর্ম্ম হেতু
এই পরিণাম মোর! বহুদিন
অনাহারে আমি—ক্ষুৎ পিপাসা
তাড়নে বিমথিত প্রাণ, মহাভাগ,
আশ্রয় দানেতে রক্ষ জীবন
আমার।

দধীচি। শুন অশরীরি, জীবে দয়া—
নিরাশ্রয়ে আশ্রয় প্রদান,
আতুরের সেবা—একমাত্র ধর্ম্ম
জানি সদা। সর্ব্ব জাতি, পাপী-
তাপী সবাকার তরে সদা মুক্ত
আশ্রম আমার—কোথা তুমি ?
হ'য়ে মূর্ত্ত এস ত্বরা সাথে মোর।

ইন্দ্র। ধন্যবাদ তপস্বী তোমায়।
শুন পরিচয়—ব্রহ্মশাপে
ভুঞ্জি এ দুর্গতি—তাই জলে স্থিতি ;

স্থলে মোর নাহি অধিকার।
পার যদি শাপ মোর করিতে
গ্রহণ—তবে যাই সান্নিধ্যে তোমার,
নতুবা খাদ্য ও পানীয়
দিয়ে যাও হ্রদ মধ্য বুকে।

দধীচি। উভয় সঙ্কট। একদিকে
ভয়ঙ্কর ব্রহ্মশাপ—কেমনে
তা করিব গ্রহণ, অন্য দিকে
জলমধ্যে দান—তপস্বীর নীতি
বহির্ভূত।

ইন্দ্র। তবে এই ভাবে দয়া ধর্ম্ম বিগর্হিত
মাটীর ধরার বুকে—যাবে প্রাণ মোর!
সত্য কি মেদিনী মাঝে—
স্থাবর জঙ্গমে নাহি হেন কেহ
ব্রহ্মশাপ অংশ মোর করিতে
গ্রহণ?

[ গীতকণ্ঠে বালকরূপী বৃক্ষের প্রবেশ ]

## গীত

দাও গো আমায় তোমার অভিশাপ।
আতুর প্রাণে সহিতে রাজী সর্ব্ববিধ তাপ।
রাজার রাজা দেবের বরণীয়
তোমার জীবন আগে রক্ষণীয়
তাই বৃক্ষ আমি নররূপী বইতে তোমার পাপ।

ইন্দ্র। ধন্য ধন্য বৃক্ষ তুমি—
একপাদ পাপ মোর
করিয়া গ্রহণ, এক পদ
স্থাপিবার অধিকার
দানিলে মেদিনী পরে।
স্বেচ্ছায় লইলে পাপ—
মম বরে, ছেদিত হয়েও
বৃক্ষরাজি জন্মিবে আবার—
গ্রহণীয় এই পাপ হবে
নির্য্যাস তোমার।

[ বৃক্ষের প্রস্থান

দধীচি। যথার্থ রে বৃক্ষ—আদর্শ
মহান তুই অবনী উপরে।

ইন্দ্র। অন্য অংশ কেবা ল'য়ে
ব্রহ্মশাপ ভার মোর,
অর্দ্ধেক লাঘব করি
অনন্ত পুণ্যের
হবে অধিকারী ?

[ গীতকণ্ঠে নারীরূপিণী বারীর প্রবেশ ]

**গীত**

ফেলে দিয়ে আমার বুকে,
হেসে খেলে বেড়াও আবার
আগের মত সর্ব্ব সুখে।

ইন্দ্র। কে—কে তুমি বালিকা ?

[ পূর্ব্ব গীতাংশ ]

বারি রূপে এই ধরাতলে
পড়ে আছি ধাতার ছলে
জলচরের সাথে খেলে
আপনা ভুলে সর্ব্ব দিকে।

ইন্দ্র। ধন্য বারি—শত ধন্যবাদ
এই পরোপকার ব্রতেতে তোমার।
মম বরে—আজি হ'তে ক্ষীরাদি
দ্রব্যের সহ পারিবে মিশিতে—আর
এই পাপ ফেন রূপে হইবে প্রকাশ।

[ বারির প্রস্থান

অবশিষ্ট তুই পাদ—
অন্য কে মহান হেন ধরণী উপরে
লয়ে পাপ মুক্ত করে ব্রহ্মশাপ হতে।

[ গীতকণ্ঠে ধরার প্রবেশ ]

## গীত

আমার জনম শুধু বহিতে
ফেলে দাও যত কিছু জ্বালা আছে চিতে।
সয়েছি সহিতে আছি,
যত কিছু পাপ রাজি,
জনম যে পাপী মধুকৈটভের মেদে।

ইন্দ্র। সর্ব্বংসহা! সহ্যগুণে
বরণীয়া তুমি তিনলোকে।
সাশ্রু চোখে, অভিশাপ এক অংশ

তোমায়ও দানিনু।
এই অযাচিত উপকার হেতু
লহ বর, ভবিষ্যতে—
আপনা হইতে হইবে পূরণ
যত কিছু আছে খাদ, বক্ষে তব।
আরও কহি শুচিস্মিতে !—এই
অভিশাপ কলুষিত না করিবে তোমা।
মরুভূমি রূপে ব্রহ্মশাপ হইয়া প্রকাশ
চির পবিত্রে ! চিরশুদ্ধি রাখিবে সতত।

[ ধরার প্রস্থান

আর মাত্র এক অংশ—
বর্ণশ্রেষ্ঠ দ্বিজ, এখনও
নীরবে ! সম্মুখে তোমার
জড়, জল, মাটী ও উদ্ভিদ
মুর্ত্ত হ'য়ে প্রচারিলা—
পরোপকার ধর্ম্ম সুমহান,
তবু বিচলিত নহে তব প্রাণ ?
অবশিষ্ট অংশমাত্র ত্বরা করি করিয়া গ্রহণ
মনুষ্যত্বে হও মহীয়ান।

[ গীতকণ্ঠে নারীর প্রবেশ ]

## গীত

বৃথা তোমার কাঁদা সখা,
　　বৃথাই তোমার কাঁদা।
সর্ব্ব তেয়াগী ঋষির প্রাণে
　　বাজবে নাক ব্যথা।

বিধান বেড়া দিয়ে ঘেরা
কেমন ক'রে নড়বে তারা
দলি' ন্যায়ের বাধা।
তোমার কাতর আবাহনে
অভিশাপ ও নিতে প্রাণে
নারী জাতি প্রতিনিধি আমি
যেগো হেথা ॥

ইন্দ্র। ধন্য—ধন্য নারী!—
ব্রহ্মশাপ শেষ অংশ
করিয়া গ্রহণ রক্ষিলে আমার
প্রাণ। মম বরে—
আজি হ'তে দুর্ণিবার মন্মথ
মানিবে হার তোমার নিকট।
আর এই ব্রহ্মশাপ—
স্ত্রীধর্ম্মরূপে হইয়া প্রকাশ
নিত্য শুদ্ধ রাখিবে তোমায়।

[ নারীর প্রস্থান

এইবার—রাহুমুক্ত শশধর সম
মুক্ত আমি ব্রহ্ম অভিশাপে।
বর্ষ কতিপয়—
ত্যজি স্থল, সলিলে আশ্রয়।
অন্তরঙ্গ বন্ধু অগ্নি,
নিত্য খাদ্য যোগাত আমার
যদবধি আত্ম গোপনেতে।
অনলের অধিকার সলিলে কোথায়?

—তাই দিন দিন
উপবাসে আমি শীর্ণকায়।
নিত্য খাদ্য লয়ে অগ্নি
কেঁদে ফিরে যায়।
এইবার—এস গৃহী
অথবা সন্ন্যাসী নির্ভয়ে
করি দান রক্ষা কর প্রাণ।

[ আহুতির প্রবেশ ]

আহুতি। এস এস মহীয়ান!—
তোমার রোদন পশি অন্তঃপুরে
কাঁদাইল প্রাণ; তাই যথা সাধ্য
খাদ্য পানীয় ল'য়ে আসিয়াছি
অতিথি সৎকারে।—করিয়া
গ্রহণ কুমারীর ব্রত মোর
কর সম্পূরণ।

দধীচি। সাবধান বালা।—
অনধিকার তোমার
হেথায়। আশ্রম সীমার
মাঝে ক্ষুধার্ত্ত কেঁদেছে
আমি বিনা অন্য কেহ
নহে অধিকারী অতিথি
সৎকারে।

ইন্দ্র। প্রথম এনেছে অর্ঘ্য
বালিকা সাদরে।

বিজ্ঞ তপোধন, ভেবে দেখ—
বালিকারে বঞ্চিত করিতে
কতদুর অধিকার তোমার
আমার ?

আহুতিকে সম্বোধন করিয়া )

কত দূরে গৃহ তব ?
চল দেবী, তব গৃহে
হইব অতিথি।

[ উভয়ের প্রস্থান

দধীচি একি পরমাদ !—
একি দেবতার ছল—
দধীচিরে পরীক্ষা করিতে
তবে কি অবতারণা ব্রহ্ম
অভিশাপ ?
মাটী, জল, বৃক্ষ ও রমণী
শিখাইতে বুঝি মোরে—
পরোপকার ব্রত করিল
প্রচার সম্মুখে আমার।
বুঝিতে না পারি—
কোন মহাজন ওই
পতিত করিয়া গেল
না ল'য়ে সংকার।
না—না—

তাহাতো হবেনা !—যেমনে হউক
ফিরাবো প্রার্থীরে, বালিকারে
করিয়া বঞ্চিত।

[ প্রস্থান

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

—উদ্যান—

সখীগণ। **গীত**

ফোটা ফুল হেলে দুলে ছড়িয়ে দেছে বাস।
কুহরিলা পিক দোয়েলা জানিয়ে মধু মাস॥
জানিয়ে দিয়ে প্রাণের মাঝে
কতই আশে কতই লাজে
এলেন মলয় মধুর সাজে পরে ফুলের রাশ।
বাঁধ নীবিড় বাঁধন ক'সে
নইলে পড়বে সে যে খ'সে
রঙ্গ রসে আপশোষে শেষ পড়বে তপ্তশ্বাস॥

[ প্রস্থান

[ বৃত্র ও ঐন্দ্রিলার প্রবেশ ]

ঐন্দ্রিলা। বসন্তের সদ্য আগমনে
দেখ উপবনে কি সুন্দর
সাজে সজ্জিতা প্রকৃতি।

বিমল আকাশে ওই
একদিকে অস্তমিত ভানুর
ঈষৎ জ্যোতি—অন্যদিকে
মলয়ে মাতল চাঁদ প্রতীক্ষা
না রাখি হয়েছে প্রকাশ
না সাজিতে সন্ধ্যারাণী।
গাছে পাখী নিম্নে সখীদল
প্রাণ মাতোয়ারা গানে
ভরাল ভুবন।
কেন—কেন দেব
নিসূদন! নির্ব্বিকার
বিষণ্ণ এমন?

বৃত্র। দিন যত যায় তত হায়
ধীরে ধীরে ঘনীভূত হয়
চিন্তা ছায়া। কেবা আমি—
কেন আসিয়াছি ভবে,
কোথা পিতা, কোথা মাতা,
কেমনে অতীত হ'লো শৈশব
কৈশোর সনে যৌবনের প্রথম সময়,
সকলই রহস্যময়
বৃত্রের জীবনে।

ঐন্দ্রিলা। অপরিচিত পান্থ সম—
যেই দিন উপনীত হ'লে
তুমি ত্বষ্টা গুরু সাথে
পিত্রালয়ে মোর,—

তার পূর্ব্বে কোথা ছিলে—
কোন্ আকাশের তলে
খেলেছিলে একক জীবনে
সত্যই কি নাহিক স্মরণ ?

বৃত্র। নয়ন উন্মোচি যবে
হেরিলাম প্রথম প্রেয়সী,
আকাশ বাতাস সনে
ধরণীর প্রথম সৌন্দর্য্য
তখনই হেরিনু সম্মুখে
প্রথম মানব মহান্ ত্বষ্টায়—
যাঁর অঙ্ক উপাধানে
রাখি শির লুটাইয়াছিনু
ভূমিপরে ! মনোমাঝে
পরিপূর্ণ জ্ঞান নাহি ছিল
প্রকাশের ভাষা,—তখন
শৈশব কৈশোর গত। কানায়
কানায় যৌবনের প্রথম সৌন্দর্য্যে
উৎফুল্ল হৃদয় মন আকাঙ্ক্ষা
নিচয়—

ঐন্দ্রিলা। সত্যই অদ্ভুত !
তারপর—তারপর—

বৃত্র। তারপর শক্তি চলিবার,
মনোভাব প্রকাশের ভাষা,
ক্রমে ক্রমে আত্মপর ভেদ,
দ্বিজ ত্বষ্টা শিখাল আমায়।

ঐন্দ্রিলা। কেন না শুধালে তাঁহায়
কেবা পিতা, কেবা জননী—
কোথা ছিলে শৈশব কৌমারে,
ত্বষ্টা কোলে কেন বা আশ্রয়।

বৃত্র। কোথা অবসর—
পরিপূর্ণ চেতনার আগে
ত্বষ্টা অন্তর্হিত।

ঐন্দ্রিলা। তারপর—

বৃত্র। তারপর—সম্বর নমুচি আদি
দৈত্যরাজগণ, অনাহুত ভাবে
আসি প্রভুত্বের আভিজাত্ব দিয়ে
স্থাপিল আমায় সম্রাট আসনে;—
সাম্রাজ্ঞী, তুমিও তখন সাথে।

ঐন্দ্রিলা। এত রহস্যেতে ভরা জীবন
তোমার?

[ অগ্নিহোত্রের প্রবেশ ]

অগ্নি। শুধু সম্রাটের কেন সাম্রাজ্ঞী—সারাটা পৃথিবী রহস্যের রসে হাবুডুবু খাচ্ছে।

বৃত্র। কে বয়স্য!—তুমি এখানে?

অগ্নি। বিস্ময়ের কিছুই নাই। একে ব্রাহ্মণ, তায় বয়স্য—গতি তো যমদ্বারেও নিরোধিত হবার নয়।

বৃত্র। সাম্রাজ্য চিন্তায় অবসর দিতে
ধর্ম্ম সহচরী ঐন্দ্রিলা যেমন,—

কর্ম্ম ক্লান্ত জীবনের শ্রান্তি অপহরণে
সদা অনুগামী বান্ধব যে তুমি
আমার তেমনি আদরের।
এখন সংবাদ কি বল?

অগ্নি। সংবাদ-রহস্যের। যেথাকার রাজা রহস্যে ভরা সেথানকার সবাই রহস্যে ওলট পালট খাচ্ছে। "অন্য পরে কা কথা"—এক সিড়িঙ্গে পদ্মের মৃণাল, তার ভেতরে অভিশাপের আগুন—তাতে ভয়ঙ্কর তপস্বী—শত শত বছরের তপের পরে জেগে ক্ষিদের জ্বালায় আ-তালগাছ থেকে ঘাস পর্য্যন্ত খেয়ে, এখন তোমার রাজ্য খেতে চায়।

বৃত্র।           রহস্য রাখ। সত্য করি বল
ঘটনা কি? একে ব্রাহ্মণ
তায় তপস্বী—ক্ষুধার্ত্ত। জান কি
ব্রাহ্মণ! জাগ্রতে বৃত্রের চিন্তা
তার জন্ম রহস্যের!
নিদ্রিত হ'য়েও সে চিন্তার
হাত হ'তে নাহি পায় অবসর।
শান্তি দায়িনী নিদ্রাদেবী যবে
গাঢ় আলিঙ্গনে আমায় তৃপ্তি
চান দিতে—ঠিক সেই সময়ে
বলপূর্ব্বক তাঁর সস্নেহ বন্ধন
হ'তে আমায় ঘুম ভাঙ্গায়
কে জান?—ব্রাহ্মণ তপস্বী।—
যেন বঞ্চিত প্রার্থী ব্রাহ্মণ
স্বরাজ্য ধ্বংস করতে উদ্যত আমায়।
তরবারি, ধনুঃশর

বজ্রমাদি অস্ত্রে নয়—সে যেন
এক অভিনব মারণ অস্ত্র।
মনে হয়, তাও যেন ক্ষুব্ধ
ব্রাহ্মণের হৃদ্ অস্থিতে বিনির্ম্মিত।
তাই ব্রাহ্মণ তপস্বীরে মোর
সদা শঙ্কা।

ঐন্দ্রিলা। কিন্তু দেব, ব্রাহ্মণ অসুরের জাত শত্রু।

বৃত্র। সত্য।—কিন্তু বৃত্রাসুরের নয়। দেব ব্রাহ্মণের স্থান বৃত্রাসুরের শিরে। যাও ব্রাহ্মণ, সসম্মানে ক্ষুধার্ত্ত তপস্বীকে এখানে আবাহন কর।

অগ্নি। যদি ইতিমধ্যে কারও আতিথ্য গ্রহণ ক'রে থাকে তা' হ'লে—?

বৃত্র। তা' হ'লে সে বধ্য বৃত্রাসুরের। তপস্বীর সম্মান রক্ষা—গৃহীর নয়—রাজার। সে নিয়মের ব্যতিক্রম ক'রবে এত সাহস কার?

[ দধীচির প্রবেশ ]

দধী। এক বালিকার।

বৃত্র। আসুন দেব!—ত্বষ্টা দেছেন ভাষা ও জ্ঞান—আপনি দেছেন ভক্তি। আপনার নিকট শিব ভক্তি শিক্ষা ক'রে সংসারের অপদার্থ নন্দী আজ শিবের পার্শ্বচর। আর স্বষ্টির অপদার্থ অসুরকুল—যে কুলে জন্মে বৃত্র অতি অপদার্থ জন্ম রহস্যে অজ্ঞাত থেকে, সেই বৃত্র আপনার কাছে ভক্তি শিক্ষা করে আজ নিজের প্রাসাদে শঙ্করলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করেছে। ইচ্ছা করলে আপনারই দত্ত মন্ত্র গুণে পাথরে দেবত্বের স্পন্দন জাগিয়ে মনোময় মূর্ত্তি মূর্ত্ত ক'রতে পারে। এমন আপনি—আপনার শ্রীমুখে রহস্য প্রকাশ পায় না।

দধী। রহস্য নয় বৎস! সত্যই এক বালিকা তাকে আশ্রয় দিয়ে —অন্নজল দান ক'রে—আমায় বঞ্চিত ক'রে অতিথি সৎকারের পুণ্য সঞ্চয় করেছে।

বৃত্র। কে সে এমন শক্তিধারিণী, যে রাজার ধর্ম্মে আঘাত করতে দ্বিধা বোধ করেনি।

[ দেবহুতির প্রবেশ ]

দেবহুতি। কেন মহারাজ, ধর্ম্ম কি শুধু রাজার একার সেব্য—প্রজার নয়?

অগ্নি। সর্ব্বনাশ!—বাম্‌নী তোর এ দুঃসাহস কেন—

ঐন্দ্রিলা। সে বালিকা কে তপোধন?

দধী। এই ব্রাহ্মণীর কন্যা।

বৃত্র। বয়স্য—

অগ্নি। দোহাই মহারাজ, আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

বৃত্র। যদি রাজার প্রকৃত বান্ধব হও তা হ'লে কন্যার ছিন্ন শির আর সেই ব্রাহ্মণকে এখানে উপস্থিত কর।

[ নমুচির প্রবেশ ]

নমুচি। না—না—ব্রাহ্মণ, তুমি নয়। আমি ছুটে আসছি মহারাজের এ আদেশ পালন করতে।

বৃত্র। তুমি!

নমুচি। আমি পূর্ব্বে সংবাদ পেয়ে তথ্য অন্বেষণে গিয়ে দেখি, আমার বহুকালের প্রতিশোধ গ্রহণের সামগ্রী বিনা আয়াসে আমার করতল গত।

বৃত্র। বুঝলুম না।

নমুচি। বুঝবেন না—আদেশ পালন না করা পর্য্যন্ত বুঝবেন না—এখন আদেশ দিন।

ঐন্দ্রিলা। সেনাপতি তুমি। রাজাদেশ পালনে তোমারই অধিকার সর্ব্বাগ্রে—

নমু। তবে সেই অধিকার নিয়ে চল্লেম সম্রাজ্ঞি। শুধু আমার একার তৃপ্তি সাধনে নয়—ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সম্রাট বৃত্রাসুরের সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ কুসুমাকীর্ণ করতে।

[ প্রস্থান

দেবহুতি। মায়ের বুক থেকে,—এমন শক্তিমান অসুর ছার, দেবতার মধ্যে আছে ?

[ প্রস্থান

বৃত্র। বয়স্য তুমি ?—

অগ্নি। অন্নদাতা প্রভুর মান রাখতে সংঝাড় বংশ-কানন লোপ করতেও প্রস্তুত।

বৃত্র। ব্রাহ্মণ! বল্‌তে পারেন তপস্বীর – ব্রাহ্মণের শাস্তি কি ?

ঐন্দ্রিলা। এমন অপরাধে প্রাণদণ্ড।

বৃত্র। অসুরাণী! আমি অসুর হলেও আমায় ভাষা দিয়েছেন ব্রাহ্মণ ত্বষ্টা। রাজার প্রশ্নের উত্তর দিতে বিলম্ব কেন ব্রাহ্মণ!

দধী। নির্ব্বাসন ও বিত্তহরণ ব্যতীত ব্রাহ্মণের অন্য দণ্ড নাই।

[ মন্ত্রী চন্দ্রপীড়ের প্রবেশ ]

ঐন্দ্রিলা। কে ?—মন্ত্রী! ব্রাহ্মণের বিধান শুনলে ?

চন্দ্র। শুনেছি মহারাণী!

বৃত্র। এই দুই ব্রাহ্মণের প্রতি ঐ বিধানের ব্যবস্থা কর।

[ প্রস্থান

দধী। সে কি বৃত্র ?—

ঐন্দ্রিলা। চুপ্—বল সম্রাট।

দধী। অ্যাঁ—বৃত্রের এই ব্যবহার? তবে কাকে আমি দীক্ষা দিয়েছি!

ঐন্দ্রিলা। ভুল করেছ। অসুর অসুরই থাকবে। সে দেবতা বা মানব কখনো হবে না—

[ প্রস্থান

দধী। অ্যাঁ—একি? এই দীক্ষা-গুরুর দক্ষিণা?

অগ্নি। দোহাই ঋষি, অভিশাপ দিও না। বৃত্র আমার বন্ধু।

দধী। তোমার বন্ধু আর আমার কে তা—জান? শিষ্য, গর্ব্ব—পুত্রাধিক প্রিয়তম। অভিশাপ দেব কাকে?—চল সচিব।

চন্দ্র। কোথা?

দধী। রাজার আদেশ কি?

চন্দ্র। বুঝতে পাচ্ছি না, রাজার সহসা এ মতিভ্রম কেন?

দধী। তুমিও ত' অসুর।

চন্দ্র। সত্য—কিন্তু অন্যত্র। অন্নদাতা, দীক্ষাদাতা আর ভয়ত্রাতার নিকট অসুর অসুরত্ব ভুলে যায়।

দধী। বুঝলুম তুমি মহান।—তবে তোমারই সদ্‌যুক্তির ওপর আমার ভাগ্য নির্ভর করলুম।

## —তৃতীয় গর্ভাঙ্ক—

দৈত্য পরিচারিকা ও মালী

### গীত

মালী — আজকে অতিথি তোর দ্বারে
এমন ক'রে হতাদরে
(ও প্রেয়সী) তাড়াস্‌নি ক' মোরে।

পরি। — তোর ছিষ্টি ছাড়া দিষ্টি
যেন সাতপুরুষের ইষ্টি
করবো ঝাড়ু বৃষ্টি
(আগাগোড়া) না যাস যদি সরে॥

মালী। — ও তোর ভাগ্যে নরক শেষে
অতীব খেদান দোষে
আপশোষে প্রাণ হাবুডুবু
(মাইরী) তোর পরকালের তরে।

পরি। — দেয়লা ক'রে আঁধার রাতে
চাস্‌ শুতে গাছতলাতে
এমন অনামুখো হাতে নাতে
(বাপের জন্মে) ধরিনিক' ওরে॥

## —চতুর্থ গর্ভাঙ্ক—

অরণ্য

### গীত

সারস্বত

তোমার পাখী ঊষায় ডাকি
ঘুম ভাঙ্গিয়ে টানে।
তরুণ অরুণ মণ্ডলেতে
ঐ শ্রীরূপ সন্ধানে।
মায়া মোহে দিনের কাজে
থেকে থেকে প্রাণের মাঝে
ঝঙ্কারিয়া ওঠে বেজে তন্ত্রী তোমার গানে।
জীবের সাথে লুকোচুরি
আর কতকাল খেলবে করি
দাও গো দেখা কৃপা করি মরণ ভীতি দর্শনে।

ভিন্ন পথে, ভিন্ন নামে
বিভিন্ন প্রথায়—মৃত্যুশীল
জীব মাত্রে ডাকে অহরহ
তোমা ভগবান—যুগে যুগে
সৃষ্টির সূচনা হ'তে তবু
পায় নাই তোমা ইন্দ্রিয়
গোচরে কেহ।
ভক্তি শৃঙ্খলেতে ভক্ত—
যত তোমা বাঁধিবারে
যায় সন্নিধানে—তত তুমি
যাও সরি—খণ্ড খণ্ড জ্ঞান-মেঘ বিস্তারিয়া,

ভক্ত ভগবানে পরস্পরে
রাখি দৃষ্টির বাহিরে।
কথা কি কবে না কভু
দেখা কি দেবে না জীবে
ব্যথা বিদূরিতে আসিবে না
হয়ে অবতার ?

[ গীতকণ্ঠে মুনি বালকগণের প্রবেশ ]

## গীত

( একবার ) দাও হে দেখা ভকত সখা হ'য়ে অবতার।
ঘুচিয়ে দিতে সর্ব্বংসহা ধরার গুরু ভার ॥
নররূপে দেখতে আশা
নরেই মোদের ভালবাসা
মানব মোরা বুঝি মানব দেবতা হতেও পবিত্রতার ॥

১ম বালক। এই যে ভাই সারস্বত—আমরা সারা বন তোমায় খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর তুমি এখানে—

সারস্বত। লোকালয়ে হরিগুণ গান গাওয়া নিষেধ হয়েছে, অসুর রাজার আদেশে হরির ধ্যানও যদি নিষিদ্ধ হয়—সেই ভয়ে আমি আগে থাকতে সাবধান হয়ে—নির্জ্জন স্থানে তাঁর চরণে আত্ম নিবেদন করছিলুম।

২য় বালক। দৈত্যরাজ তো তোমার বাবার মন্ত্র শিষ্য।

সারস্বত। রাজা উদার—রাজার মত দয়ালু, প্রজা-অন্তপ্রাণ জগতে কে ?

৩য় বালক। প্রজার ধর্ম্মে যে হাত দেয় সে কেমন দয়ালু, প্রজা-অন্তপ্রাণ বুঝলুম না ভাই।

সারস্বত। সব খবর একা রাজা কি কখনও রাখতে পারেন,—না রাখা সম্ভব? অত্যাচার যা হয় তার নিমিত্ত ঈশ্বরের প্রতিনিধি রাজা নন্—রাজতন্ত্র। যাক্, তৃণ হ'তে নীচ ক্ষুদ্র আমরা। রাজা, রাজতন্ত্র প্রভৃতি গুরু বিষয়ের আন্দোলন করা আমাদের সাজেনা। আয় আমরা নির্জ্জন বনে হরিকে ডেকে আমাদের খেলা শেষ করি।

## গীত

সারস্বত। এস জনগণ হৃদিরঞ্জন
হে নিরঞ্জন সত্য সনাতন
অম্বুজা আকিঞ্চন॥
মুনিবালকগণ। রুণু রুণু ঝুনু নূপুর চরণে
মণি কুণ্ডল দোদুল শ্রবণে
সারস্বত। এস পীতাম্বর নব নটবর
সজ্জন মন মোহন।
মুনিবালকগণ। এস কমল বাস কমলা আশ
সারস্বত। এস ভকত চাতক-নিতি-পিয়াশ
সকলে। এস দুখহারী বৈকুণ্ঠ বিহারী
শ্রীবিলাস নারায়ণ।

[ ধূম্রাক্ষের ও ভস্মাক্ষের প্রবেশ ]

ধূম্রাক্ষ। কেরে—কেরে—কেরে—ভূত নামানো নাম আবার এখানে কারা করেরে!

ভস্মাক্ষ। ভায়া! নগর উদ্বাস্ত ক'রে বনের বাঘ ভাল্লুক গুলোর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে ব্যাটারা এইখানে ঢুকেছে।

ধূম্রাক্ষ। জানিস ব্যাটারা আমরা অসুর—

ভস্মাক্ষ। আমাদের সব সময়ে চড়া সুর—

ধূম্রাক্ষ। চুলের আগা হ'তে পায়ের গোড়া পর্য্যন্ত আমাদের কড়া—

ভস্মাক্ষ। আর তোরা ছোঁড়ারা আমাদের সাড়া পেয়ে জানোয়ার পাড়া ছেড়ে—রড় না দিয়ে এখন' দাঁড়িয়ে—আস্পর্দ্ধা তো কম নয়!

ধূম্রাক্ষ। বল্ কিসে মরবি? বুকে বাঁশ ডল্‌বো—না জিব কেটে ফেলবো—না আছাড় মারবো—

ভস্মাক্ষ। নয় ছুড়বো এক একটাকে ঘুরিয়ে আকাশের দিকে—প্যাঁচে কাটা ঘুঁড়ির মত কর্ণিক খেতে খেতে ঘোঁৎ ক'রে নিজের নিজের বাড়ীর উঠোনে পড়ে—মায়ের সামনে মরবি—

সারস্বত। আমাদের অপরাধ?

ধূম্রাক্ষ। কি ব্যাটা—আবার জিজ্ঞাসা?

ভস্মাক্ষ। এঃ—এ বেটার বাঁচার আশা একেবারে নেই। আমরা রাজার সৈন্য—যা করবো তাই বাপের সুপুত্তুর হ'য়ে সইবি—না, জিজ্ঞাসা?

সারস্বত। মারতে চাচ্ছ,—কেন মারবে, কেনই বা মরবো তা জেনে নেব না?

ধূম্রাক্ষ। যমের ক্ষিদে মেটাতে রে বেটা।

ভস্মাক্ষ। উঃ-বেটার আদিখ্যেতা দেখ—যমকে ডেকে বন্দোবস্ত ক'রে তবে মরতে চায়।

ধূম্রাক্ষ। উঃ—ইচ্ছে করছে বেটাদের এক একটাকে একদম মেরে ফেলি—এই—এমনি করে—গলায় পা—পা—পা—চাপিয়ে—

ভস্মাক্ষ। আহা, থাক্ থাক্ থাক্। এই বেটারা—এই দড়ি গাছটা ফেলছি—এক এক ক'রে নিজেদের কোমরে বাঁধ।

ধূম্রাক্ষ। বেঁধে সুড় সুড় ক'রে আমাদের সঙ্গে আয়।

সারস্বত। কোথায়—

ভস্মাক্ষ। যমের বাড়ীর তে-মাথায়! উঃ—বেটার খালি তক্ক।

ধূম্রাক্ষ। নে নারে বেটারা—এক এক করে কোমরে কাছি জড়াতে সুরু কর্ না।

ভস্মাক্ষ। ধূম্রাক্ষ ভায়া, সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠবে না—একটু ব্যাঁকা পথ ধর—তুমিই বাঁধতে সুরু কর।

ধূম্রাক্ষ। অ্যাঁ—আমি বাঁধবো তুচ্ছ ছোঁড়াদের! রাজার সৈন্য হ'য়ে তুমি একথা কি ক'রে বল্‌লে ভস্মাক্ষ ভায়া! তুমি উন্মাদ না বাতুল হয়েছ! হ্যাঁ, বেটারা যদি বড় বড় বীর হ'তো—আমাদের সঙ্গে ল'ড়ে হারতো—তখন না হয় বাঁধতে লজ্জা বোধ করতুম না।

ভস্মাক্ষ। তবে বেটাদের বাঁধে কে?

ধূম্রাক্ষ। আপনা আপনি বাঁধুক।

ভস্মাক্ষ। তা কখনও কি কেউ করে—এত' আর শ্বশুর বাড়ী নয়।

ধূম্রাক্ষ। আর এ যে যমের বাড়ী চলেছে—কড়্‌কড়ে ক'রে না বাঁধলে উল্টে পড়ে দানো পেতে পারে।

ভস্মাক্ষ। তবে বাঁধ বেটারা আপনা আপনি—দেরী করবি তো এই তলোয়ারের উল্টো দিক দিয়ে পিট্‌তে সুরু ক'রবো—

ধূম্রাক্ষ। এক ফোঁটাও রক্ত পড়বে না, অথচ বেদ্‌না আর টন্‌টনানি কট্‌কটানি-ঝন্‌ঝনানিতে দাপাদাপি ক'রে মরবি।

সারস্বত। আমি কে তা জান?

ভস্মাক্ষ। আজ্ঞে না। কে তুই বেটা আমাদের সাতপুঁরুষের নাউ খোলা!

ধূম্রাক্ষ। ওঃ—বেটার কথা বলার ভঙ্গিমে দেখ—যেন বরের বাড়ুয্যে মশাই ডাবা হুঁকো হাতে কোমরে হাত দিয়ে বিয়ে বাড়ীতে প্রশ্ন করছে।

সারস্বত। আমি তোমাদের সম্রাটের গুরুপুত্র।

ধূম্রাক্ষ। ওরে বাবা! ভায়া—বেটা বলে কি?

ভস্মাক্ষ। ঠ্যাঙানি খাবার ভয়ে যা' তা' বল্‌ছে। 'গুরুপুত্তুরই হোক্—আর যমের দোহত্তুরই হোক—যে নাম করলে, অসুর—আমরা কাণে আঙ্গুল দেব—সেই নাম কীর্ত্তন যখন চীৎকার ক'রে সুর লয় তালে করেছে—তখন রেহাই নেই।

ধূম্রাক্ষ। ঠিক কথা! যাবি কি না যাবি বেটারা অসুর কারাগারে?

সারস্বত। তোমাদের বিরুদ্ধতা করি এমন ক্ষমতা আমাদের—

ভস্মাক্ষ। কি বেটা ক্ষ্যামতা দেখাবি—ভায়া বাঁধ।

ধূম্রাক্ষ। ও কাজটা তুমি কর, আমি তদারগ করি।

ভস্মাক্ষ। কি ধূম্রাক্ষ বাধবে না?

ধূম্রাক্ষ। উন্মাদ না পাগল—ছোঁড়ার পাল আর ভীমরুলের চাক্ দুই-ই সমান। ওদের ঘাঁটিয়ে সুস্থ শরীর ব্যস্ত করি আর কি!

ভস্মাক্ষ। আচ্ছা খোঁচাখুচিতে বাধা বাঁধিতে কাজ নেই—এখন চ'।

সারস্বত। চল যাচ্ছি। যাবনা কেন, আমরা তো বিদ্রোহী নই—রাজার নামাঙ্কিত একটা পতাকারও কাছে যখন মাথা নত করতে বাধ্য, তখন তোমরা ত' তাঁর সৈনিক—সজীব শাসক। তোমাদের আদেশ মাথা পেতে নেব' না?—তবে একটা অনুরোধ।

ধূম্রাক্ষ। কি?—

ভস্মাক্ষ। ভায়া কিছুতেই নয়। এইবার উপরোধ করবে—তোমাকে ঢেঁকি গিল্‌তে হবে।

ধূম্রাক্ষ। উপরোধ না অনুধোধ?

সারস্বত। অনুরোধ।

ধূম্রাক্ষ। কি?

সারস্বত। আমরা যেতে যেতে নাম গাইব

ধূম্রাক্ষ। কি বল ভায়া?

ভষ্মাক্ষ। নাছোড়বান্দা ছোঁড়ারা—কি করবে—স্বীকার করে নাও।

ধুম্রাক্ষ। আচ্ছা, আস্তে আস্তে কর। রাজবাড়ীর চুড়ো দেখতে পেলেই থাম্‌বি।

## গীত

সারস্বত। কোথা হরি বিপদ হারী শ্রীমধুসূদন
বিনা দোষে রাজরোষে যায় যে জীবন॥

বালকগণ। শঙ্খ চক্র গদাধারী
অবতরী হে মুরারী
করুণারী বারিদানে শান্ত কর মন।

সারস্বত। এরা যে কাঙাল জ্ঞানে
নীতি বাণী নাহি মানে
কৃপা দানে এ দুজনে উজল নয়ন॥

বালকগণ। নামেতে বিকার নামী
কেমনে ভুবনে ভ্রমি
হরি নামে মোক্ষ দানে দেহ গো চেতন॥

[ সকলের প্রস্থান

## —পঞ্চম গর্ভাঙ্ক—

অগ্নিহোত্রের অন্তঃপুর

[ ইন্দ্র ও আহুতি ]

ইন্দ্র। অতি তুষ্ট আমি তব
আতিথ্যতা লভি।
রূপে গুণে অসামান্যা
তুমি লো কুমারী।
মনে হয় দৈত্যলক্ষ্মী
পুনঃ বুঝি দৈত্য নগরীতে।

আহুতি। দৈত্যলক্ষ্মী!—কে তিনি?
কেমন সে দেবী—পূজা মন্ত্র
ধ্যান কি রূপ তাঁহার?

ইন্দ্র। শুন সুলোচনে! পুরাকালে
দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য বিদ্যাবলে
ত্রিদিব করিয়া শূন্য লক্ষ্মীরে
করিলা বন্দী দৈত্যের আশ্রয়ে।
ত্বষ্টৃ পুত্র বিশ্বরূপ করিয়া হরণ
বৈষ্ণব বিদ্যায় তারে দানিলা
ইন্দ্রেরে। অনিন্দ্য প্রতিমা,
স্বর্গলক্ষ্মী—পুলোমজা শচী—
বহুনামে সুবিদিতা তিনি
সুরধামে।

আহুতি। দেবরাজ ইন্দ্র—
অঙ্কলক্ষ্মী তাঁর?

আমরা মানব, ধ্যানাতীত
তিনি আমাদের। কি হবে
পূজিয়া তাঁরে, কভু যাঁরে
নাহি পা'ব কল্পনা মন্দিরে।

ইন্দ্র। ধন্য চারুশীলে? শত ধন্য
এই জ্ঞানার্জ্জনে এ অল্প
বয়সে। অদৃষ্টের দোষে
রাজ্যহারা ইন্দ্র পলাতক;—
তাই তাঁর অঙ্কলক্ষ্মী কথা
সহসা উদিত মনে, উপাখ্যান
এনেছিনু তাঁর।
অতি প্রীত আমি,
তব সঙ্গ লভি' ক্ষণকাল।
করি আশীর্ব্বাদ—
মম বরে আজি হ'তে
অভিসার মন্ত্র তব হইবে
আয়ত্ত। সেই মন্ত্রে যারে
সাধ, তারে আকর্ষিবে বালা!

[ দেবহূতির প্রবেশ ]

দেবহূতি। কেরে হাড়হাবাতে—এমন অলুক্ষণে মন্ত্র আইবুড় মেয়েকে শিখুচ্ছিস্? একি,—এ যে ভুস্ব মিনষে! বলি হ্যাঁলা—তোরই বা কি আক্কেল? কর্ত্তা নেই—আমি নেই, আর একটা পর পুরুষের সামনে একা কথা কইতে সাহস পেইছিস্?

ইন্দ্র। রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী
সমা তনয়া তোমার।
কেন হেন সন্দেহ আশঙ্কা?
চেয়ে দেখ’ আতিথ্যতা ব্রত
সাধি মহাপুণ্য করিয়া সঞ্চয়
কি মহিমময়ী জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি
ধরি তনয়া তোমার।

[ অগ্নিহোত্রের প্রবেশ ]

অগ্নি। হ্যাঁ, আর এদিকে যে যমের বাড়ীর যাত্রী করবার জন্যে ভীমমূর্ত্তি ধরে স-সৈন্যে বৃত্রাসুর আসছেন। আরে বেটী, তোর এমন বুকের পাটা—চিরদিন অসুর রাজার আদেশ শুনে আসছিস, ঋষি, বামুন, অতিথদের—রাজগুষ্টি ছাড়া কেউ সেবা দিতে পারবে না—আর সেই রাজার হুকুম অমান্য ক’রে আমায় ভাতে মারবার যোগাড় করছিস্?—এর চেয়ে ঘুমন্ত আমার বুকে ছুরি মারলিনি কেন?

আহুতি। যেই জন ধর্ম্মে
করে হস্তক্ষেপ—তার
অর্থ—তার অন্ন—তার
সেবা পরিত্যজ্য সবাকার
সদা। জন্মিয়া ব্রাহ্মণকুলে
উদরের দায়ে দাসবৃত্তি
ধরি হইয়া সমাজচ্যুত
সব দেছ’ জলাঞ্জলি—
যত কিছু জাতির আদর্শ।

আছে ক্ষীণ পুণ্যটুকু
তাহাও নাশিতে চাহ
হেন পাপ অন্ন করিয়া
গ্রহণ।

অগ্নি। ও গিন্নী, এ ব'লে কি? এত' মেয়ে নয়—এযে কাল-নাগিনী, ঝাড়ে বংশে লোপ কর্‌তে জন্মেছে!

দেবহুতি। ওরে কালামুখী—অসুর, যার ভয়ে দেবতারা কাঁপে তার রাজার কোপ থেকে বাঁচাবে কে?

ইন্দ্র। আমি। ক্ষুৎ পিপাসার্ত্ত
আমি পদ্মের মৃণাল মাঝে
তার স্বরে যাচিয়াছি আপামরে
আশ্রয়, পানীয়, খাদ্য।
সে রোদনে—
নদী কেঁদে হ'ল মূর্ত্তিমতী,
সহানুভূতি জানালো মেদিনী,
বৃক্ষে এল প্রাণ, ভাষা মানবের;
ধরণীর নারীকুল প্রতিনিধি রূপে
প্রকৃতি সাদরে লইল পাপের
ভার: মহান্ ঋষি নিশ্চল
নির্ব্বাক। প্রকৃতি পুঞ্জের সাথে
রাজা ছিল মুক ও বধির।
মহাশক্তির অংশোদ্ভূতা
যে কুমারী আতিথ্যতা দানে
মানবীয় দানবীয় মান ধর্ম্ম
রক্ষিল এ ভাবে,—

নির্য্যাতীতে নিষ্ঠুর অসুর
ছায়া মাঝে পশিবে তাহার—
আর ভেবেছ কি—
আমি রব' এই ভাবে
ভিক্ষাপাত্র করেও সেথায় ?

অগ্নি। ভূত বাবা, যে দেখালে' ভূ—তারেই দেখাও ভুঁ। আমি তোমায় নেমন্তন্ন ক'রে দৈত্যরাজাকে ব'লে তোমার ষোড়শোপচারের ব্যবস্থা কচ্ছিলুম—আর আমার বুকেই চুলো কাটলে ?

[ নমুচিসহ সৈন্যগণের প্রবেশ ]

নমুচি। বন্দী কর—বন্দী কর—ঐ ছদ্মবেশী ইন্দ্র—বন্দী কর—

আহুতি। সাবধান—

অগ্নি। ইন্দ্র—ওরে বাপরে, বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা হয় জানি, কিন্তু এযে ঘোঘের ঘরে বাঘের বাসা—

নমুচি। আহুতি, সরে যাও। রাজকার্য্যে বাধা দিয়ো না।

আহুতি। তুমিও প্রজার ধর্ম্মে বাধা দিয়ো না, সেনাপতি।

নমুচি। প্রজার ধর্ম্ম ?

আহুতি। দেবরাজ আমার অতিথি। আমাদের সীমানায় যতক্ষণ থাকবেন ততক্ষণ রাজার রাজারও কোন অধিকার নেই।

নমুচি। একি—তুমি কি সেহ আহুতি ;—চির সরলা—এমন মুখরা সহসা কেমনে হ'লে ? রাজার আদেশ কি জান ? আশ্রয় প্রার্থীকে বন্দী ও আশ্রয়দায়িনীর ছিন্ন মুণ্ড—

আহুতি। তাহ'লে রক্ষীহীন শির তোমার সম্মুখে ! রাজাজ্ঞা পালনে বিলম্ব কেন ?

নমুচি। এইখানে আমি বিদ্রোহী।

আহুতি। কি ?—

নমুচি। সে কথা এখন নয়। রক্ষী, যাও বন্দী কর।

দেবহুতি। খবরদার—মড়ারা। এটা অন্তঃপুর—এটার ভার সেনাপতি! রাজা ত' দূরের কথা তোদের রাজ বয়স্যেরও নয়। আমি গৃহিনী—গৃহের ভার আমার। যদি ভাল চাস, আগে আমার অন্তঃপুরের মর্য্যাদা রেখে বাইরে গিয়ে দাঁড়া।

[ বৃত্রের প্রবেশ ]

বৃত্র। সে মর্য্যাদার বাঁধ আমাকেও যে ভাঙ্গতে হ'ল অন্তঃপুর রক্ষয়িত্রী। যে বিশ্বজ্বলন অগ্নি তোমার গৃহে বিধাতা জ্বালিয়েছে, যতই কেন কাচাধারে তার আলোক রুদ্ধ ক'রবার প্রয়াস পাওনা— মরণ-ধর্ম্ম-শীল পতঙ্গেরা উন্মত্ত হ'য়ে ছুটে আসবেই।

ইন্দ্র। অ্যাঁ—এই বৃত্র—

বৃত্র। হ্যাঁ দেবরাজ—আমি বৃত্র—দেবতার জাত শত্রু। অসুর-কুলের কর্ণধার হ'য়ে দেবতার রাজাকে সম্মুখে পেয়েও হাত উঠছে না। কেন না, আজও পর্য্যন্ত দেবতার সঙ্গে বৃত্রের সংঘর্ষ হয়নি। যাও দেবরাজ—তুমি মুক্ত। জেনে রেখো, বৃত্রের কৃপায় নয় এক ব্রাহ্মণের অনুরোধে।

ইন্দ্র। বৃত্র, তুমি মহীয়ান

[ ইন্দ্রের প্রস্থান

আহুতি। আমার অতিথি—

বৃত্র। অন্তরালে দাঁড়িয়ে সব শুনেছি। আকর্ষণী বিদ্যার অধিকারিণী, তোমার এ আক্ষেপ কেন? নমুচি, এই কুমারীকে বন্দী করে আমার প্রাসাদে নিয়ে চল।

অগ্নি। দোহাই মহারাজ—দোহাই মহারাজ, প্রজার মান ধর্ম্মে আঘাত করবেন না।

দেবহুতি। এমন ভাবে অনূঢ়া কুমারীর মর্য্যাদা নষ্ট করলে দৈত্যধর্ম্মও সইবে না।

বৃত্র। অনূঢ়া কুমারীর দ্বারা রাজার মর্য্যাদা নষ্ট দেখে যদি সইতে পারে আর এটা সইবে না!

দেবহুতি। হা ভগবান!

অগ্নি। নেই—নেই, ডাকিসনি। থাকলে, শিরোমণি বংশের ধুরন্ধর আমি আজ এই ভাবে। ভগবান নেই—ভগবানের ঈশ্বর প্রাপ্তি হয়েছে। যমের হাত ফস্‌কে—ছিট্‌কে ছাট্‌কে যদি তাঁর বংশধরদের কেউ থাকেন তাহ'লে তাকে দধীচি দখল ক'রে রেখেছে—আর কোথাও নেই।

আহুতি। তাই বল বাবা—ভগবান নেই। শুধু তুমি নয়; কথায় কথায় ভগবান নির্ভরকারী নিষ্ক্রিয় অলস অপদার্থ গুলো ভগবান নেই ব'লে নিজেদের শক্তি বলে দাঁড়িয়ে উঠুক। তাহ'লে জাতি, সমাজ ও ধর্ম্মে যে পরিবর্ত্তন ঘটবে তারই কল্পনার একটু আভাস ধরে' আমি চল্লুম দৈত্য প্রাসাদে—বন্দী হ'য়ে। জেনে রেখো, সম্মুখে বিভাবরী—পরিবর্ত্তন না দেখে এও আজ গতানুগতিক পন্থায় পোহাবে না।

বৃত্র। হা—হা—হা-চমৎকার! ত্বষ্টা কে তুমি—কি তুমি তা জানি না। অসাধারণ পাণ্ডিত্য তোমাতে থাকলেও মুক্ত কণ্ঠে বলবো ভাল মন্দ বিচারের শক্তি তোমাতে অভাব। এ পরেশপাথর না দিয়ে—দিয়েছ এক কৌস্তুভ—ঐন্দ্রিলা। চলে এস বালা।

[ বৃত্র ও আহুতির প্রস্থান

দেবহূতি। ওরে কে কোথায় রে—ডাকাতে আমার মেয়েকে জোর ক'রে নিয়ে যায়—

অগ্নি। শুধু হায় হায় মাগী—আর কোন উপায় নেই। চোখের জল চোখে চাপ্। ফেলেছিস্ কি মরেছিস্। এক ব্যাটা—তাও হারিয়ে বাপ মা বাঁচে। আমাদেরও বাঁচতে হ'বে।

নমুচি। নিশ্চয় হবে। মরবে কেন—বাঁচবে। আমি বাঁচাব ;—এমন ভাবে মৃত্যুর ভিত্তিতে নয়—নবজীবনী সঞ্চারে। আমাকে তোমাদের বাঁচাতে-ই হবে।

অগ্নি। মাগী মেয়ের জন্য আর কাঁদিস্নি। চোখের জল ফেল্ এই সেনাপতির জন্য। ব্যাপার দেখে এও পাগল হ'ল।

নমুচি। পাগল হইনি—এইবার হব। সজ্ঞানে—উন্মত্ততা না এলে কি বিদ্রোহী হওয়া যায় ?

অগ্নি। বিদ্রোহী—ওরে বাবা, বলে কি ? সেনাপতি কিসে তোমার মতিভ্রম হ'ল ?

নমুচি। চেয়ে দেখ—দেখতে পাচ্ছ ?—কি দেখছ ?

অগ্নি। লম্বা চওড়ায় চৌদ্দপো' মানুষ।

নমুচি। তা নয়—বুকে ?

দেবহূতি। চোখের জল ভাসছে বাবা।

নমুচি। চোখের জল নয়—রক্ত—রক্ত। দৈত্যরাজ শেল হেনে গেল' দেখলে না ? নাও চলে' এস। নির্য্যাতীত লাঞ্ছিত তোমরা—আমার প্রধান অস্ত্র।

অগ্নি। ওরে বাবা, বলে কি ?

দেবহূতি। খবরদার মিন্সে, যা হবার হয়েছে ; বাড়ী ছেড়ে যাস্নি।

নমুচি। যেতেই হবে। স-মানে না যাও, যেতে বাধ্য করাবো।

দেখ, সম্মুখে কালান্তক উলঙ্গ কৃপাণ। বল, মান চাও—না প্রাণ চাও।

দেবহুতি। আইবুড় মেয়েকে ধরে' মানের গোড়ায় ত' ছাই দিয়ে গেল' বাবা!

অগ্নি। ঠিক বলেছিস্। যা যাবার গেছে। পৈতৃক প্রাণটা কেন যায়!

নমুচি। অগ্রগামী হও।

অগ্নি ও দেবহুতি। অ্যাঁ—অ্যাঁ—

নমুচি। কথা নেই। চল—চল, এগিয়ে' চল। তোমার কন্যার সুর ধ'রে আমিও বলছি আজিকার এ বিভাবরী গতানুগতিক ভাবে পোহাবে না।

[ গীতকণ্ঠে সত্যের প্রবেশ ]

সত্য—

গীত

পোহাবে না বিভাবরী
পুরাতন রীতিমত
মায়া মোহ আশা ধরি।
দিনে দিনে দিন যাবে
ক্রমে অপহৃত হবে
বিভব বৈভব সনে বিধি দত্ত দেহ-তরী॥
উঠিবে কি দিনমণি
নবীন কিরণ দানি
প্রথমে যে ভাবে আঁধার বিনাশ করি॥

[ সকলের প্রস্থান

—

# দ্বিতীয় অঙ্ক

## —প্রথম গর্ভাঙ্ক—

উপবন সম্মুখস্থ পথ।

নহুষ। ( অন্তরীক্ষে ) রক্ষা কর—রক্ষা কর—
কে আছ কোথায় ?
ধরাধামে থাক যদি
পরোপকার ব্রতধারী সাধু
সদাশয়, রক্ষা কর—আর্ত্তেরে হেথায়।

[ বৃত্রের প্রবেশ ]

বৃত্র। কে—কে—কেবা তুমি ?
কোথা হ'তে কর আর্ত্তনাদ ?

নহুষ। ( অন্তরীক্ষে ) ধরামাঝে ধর্ম্ম কি বিলোপ ?
নাহি ধার্ম্মিক ভূপতি—
নহে কেন আর্ত্তে অভয় দিতে
আশ্বাস বাণী না করে প্রচার।

বৃত্র। ভয় নাই। কহ কেবা তুমি
কি তাপে তাপিত—
কোথা হ'তে কর আর্ত্তনাদ ?

নহুষ। ( অন্তরীক্ষে ) ছিনু উন্নতির চরম শিখরে
কর্ম্ম দোষে চলিতেছি—
পতনের অনন্ত গহ্বরে।

বৃত্র। যে হও, সে হও—
দিয়াছি অভয় যবে,

হও মুর্ত্তিমান। আমি
তব কর্ম্মদোষ করিব
খণ্ডন।

[ নহুষের প্রবেশ ]

নহুষ। রক্ষা কর—রক্ষা কর—
আর্ত্তত্রাতা সদাশয়।
ঐ হের তীক্ষ্ণ ফণা তুলি
ভয়ঙ্কর অজগর—
রোষে আসে গ্রাসিতে
আমায়।

বৃত্র। নাহি ভয়।
দিয়েছি অভয় যবে
কেন কর ভয়।
তিষ্ঠ হোথা ভীম অজগর।
হের—
সংযোজিত শর,
ধনুর্দ্ধারী বৃত্রাসুর
সম্মুখেতে তব।
এক পিতা—ভিন্ন মাতা
অসুর সর্পের।
কেন বৃথা
জ্ঞাতি ভ্রাতৃহত্যা পাপে
লিপ্ত করিবে অসুরে।

কহ সদাশয়,
কোথা ছিলে, কেন এলে হেথা,
কি তাপে তাপিত তুমি ?

নহুষ। ছিনু স্বর্গসিংহাসনে।
অদৃষ্টের দোষে, চলিতেছি
সর্প জন্ম করিতে গ্রহণ।

বৃত্র। কি সর্ব্বনাশ !
কি কর্ম্মে এ হেন গতি ?

নহুষ। নিরপরাধে বিশ্বরূপ
ব্রাহ্মণেরে বধিল বাসব।
পুত্রনাশে অভিশাপে সমুদ্যত
ত্বষ্টা দ্বিজবর—

বৃত্র। ত্বষ্টা—ত্বষ্টা—
তুমিও কি পালিত ত্বষ্টা'র ?
কোথা তিনি—
জান কিছু সংবাদ তাঁহার ?
না—না—একি মতিভ্রম !
কহ মহাশয়,
কি হইল অতঃপর।

নহুষ। ব্রহ্মশাপে পেতে পরিত্রাণ
পলাইল দেবরাজ
ত্যজি সুরধাম—
শূন্য সিংহাসন,
রাজা বিনা রাজ্য কিসে চলে ?

বৃত্র। সত্য—অতঃপর—

নহুষ। পুণ্য কর্ম্মে চরিত্র বিভায়—
অসামান্য হেরিয়া আমায়
নর আমি—সশরীরে
আমারে লইয়ে দেবতার দল
বসাইল স্বর্গ সিংহাসনে।
স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে মাদকতা
উপজিল মানবীয় প্রাণে,
লালসায় শচী সন্নিধানে যেতে
শিবিকার বাহক কবিনু যত
শ্রেষ্ঠ ঋষি দলে।
বার্দ্ধক্যের শ্লথ গতি হেরিয়া
অগস্ত্যে করেছিনু পদাঘাত।
তাই রোষে ঋষি দিলা শাপ—
"আরে মদগর্ব্বী, এই ক্রূর কর্ম্মে
ধরাধামে ক্রূর সর্প যোনি লভি
চিরদিন কর বিচরণ"।
কাঁদিয়া অনুতাপ মনস্তাপে
পড়িনু ঋষির পায়।
স্তবে তুষ্ট দ্বিজবর
দানিলা বিধান—"দ্বাপরের
শেষে, বায়ু অংশে ভীমসেন
লভিবে জনম। গ্রহ ফেরে
আসিবে কাম্যকবনে।
তারই করে লভি মুক্তি
লভিবে ত্রিদিব।"

বৃত্র।　　সর্পযোনি জন্ম হ'তে
স্থনিশ্চয় রাখিব তোমা।
বহু বরষের কৃচ্ছ্র তপে
মুনি, ঋষি, তপস্বী, সাধকদল
যে সৌভাগ্য করেনা অর্জ্জন,-
দান, ধ্যান, ব্রত, পূজা
শত অশ্বমেধে—
সংসারীরা অধিকারী
নাহি হয় যে পুণ্য গতির,
তুমি লভেছিলে সে সৌভাগ্য
সেই দিব্য গতি—
অবশ্যম্ভাবী-মরণে দলিয়া পদে
জীবন্ত শরীরে।
মহান্ মানব তুমি।
সশরীরে স্বর্গে গতি,
অযাচিত
স্থর সিংহাসন প্রাপ্তি,
কবে—কার ভাগ্যে
ঘটিয়াছে—ঘটিবে ভবিষ্যে ?
নহুষ।　　কিন্তু নিদারুণ ব্রহ্মশাপ—
বৃত্র।　　ততোধিক শক্তিশালী
বৃত্রের প্রতাপ।
জান কি রাজন!
কিছু পূর্ব্বে শাসিয়াছি
এক আদর্শ ব্রাহ্মণ তপস্বী

প্রবরে ?— বিমর্দ্দিত দ্বিজ দেহে
হয়ত বা জ্বলেছিল,
অভিশাপ দারুণ অনল।
বৃত্র ভয়ে স-যোনি ভক্ষণে হয়েছে নির্ব্বাণ।
ধরার অতীত রাজা !
নির্ভয়েতে এস সাথে।
আজি হ'তে দুইজনে
ধরণীরে নবভাবে করিব
সজ্জিত, অমরার সৌন্দর্য্য নিচয়ে।

নহুষ। অগস্ত্য প্রত্যক্ষে
পরোক্ষেতে—আরও ভয়ঙ্কর।

বৃত্র। আরও ভয়ঙ্কর ?
ব্রহ্মশাপ হ'তে ভয়ঙ্কর
আছে কিছু ধাতার সৃজনে ?

নহুষ। আছে—সতী অভিশাপ।
শচী প্রতি কামনা উদিতে,
সতীরে বেষ্টিয়া—
ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলিল অনল।
দহনের ভয়ে—বিকম্পিত তনু
স্খলিত চরণে স্বর্গচ্যুত
হ'য়ে পড়িলাম ধরা অভিমুখে।

বৃত্র। তাহাও দলিব পদে।
সতী কি ব্রাহ্মণ, অথবা
তোমার কল্পনার ভগবান
কেহ নহে রাজার সমান।

ঐশ্বর্য্যবান নৃপতি—
সাকার ঈশ্বর—জেন' মতিমান।
শঙ্করে করেছি বন্দী—
বন্দীদের মাঝে প্রাসাদে আপন।
হ'লে প্রয়োজন—
বিষ্ণুরে আনিব,
অনুগত করিব নিয়ত—
যদি পাই ব্রহ্ম দরশন

নহুষ। বাতুল বাসনা তব।
কল্পনায় আকাশে প্রাসাদ—
স্বপ্নে উপভোগ্য বীর,
নহেক জাগ্রতে।
ওই—ওই হের পুনঃ
ব্যোমস্পর্শী ফণা তুলি
গর্জ্জিছে ভুজঙ্গ।
বিষাক্ত নিশ্বাসে তাহার
বাতাসের কণ্ঠ রুদ্ধ প্রায়।
বৃথা যাজ্ঞা, বৃথা মোর
অভয় প্রার্থনা ;—
দ্বিজ,—সতীর শাপ
হয় নাই—হইবে না
প্রতিরোধ কভু।
যদি হয় হেথা,
তোমার প্রতাপে
আমি তাহা কেন বা সহিব

চিরন্তন সনাতন রীতি নীতি
করি অবহেলা।
রক্ষা কর—
রক্ষা কর ভুজঙ্গম!
তুলে লও—
উদ্গারিত হলাহল
নিজ দন্তে পুনঃ।
এক পাপে সকলেরে
তীক্ষ্ণ বিষে করোনা দহন।
বিস্ফারিত বদন গহ্বরে
এই আমি করিনু প্রবেশ—
প্রায়শ্চিত্ত করিতে সাধন।

[ প্রস্থান

বৃত্র। আরে প্রার্থী! বৃত্রের আতিথ্য ধর্ম্মে
করি পদাঘাত, কোথা হও তিরোধান?
আরে হীন ভুজঙ্গম! এত স্পর্দ্ধা তোর—
নাহি মান রাজার শাসন?
তবে রক্ষা কর—
বৃত্র হস্তচ্যুত তীক্ষ্ণ বাণে—
আশ্রিতের প্রাণ সনে নিজের জীবন।

[ প্রস্থান

## —দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক—

দৈত্য প্রাসাদ মধ্যস্থিত উদ্যান

[ নর্ত্তকাগণ ]

নর্ত্তকীগণ। গীত

রক্ষা কর ওহে পঞ্চবাণ।
জ্বালার ওপর বাড়িয়ে জ্বালা মেরোনা ফুলবাণ॥
নাগর হারা নাগরীরা
হ'য়ে আছি দিশে হারা
বইছে মলয় সৃষ্টি ছাড়া উতল ক'রে প্রাণ।
ওই ডাক্‌লো কোকিল কুহু
মরি লো সই উহু—উহু
চৈত্র মাসে শুক্‌নো গাঙে বইলো যেন বান॥

[ ঐন্দ্রিলা ও সম্বরের প্রবেশ ]

ঐন্দ্রিলা। বন্ধ করি নৃত্যগীত
অবসর লহ এবে নর্ত্তকীর দল।

[ নর্ত্তকীগণের প্রস্থান

কে আছিস হেথা ?
ভেঙ্গে দে তোরণ,
ছিন্ন কর পুষ্প মালা, পতাকা নিচয়
বোধনেতে বসন্ত উৎসব হোক্
বিসর্জ্জন।

শম্বর। ধৈর্য্য ধর অসুর সম্রাজ্ঞী!

ঐন্দ্রিলা। ধৈর্য্য !—কতক্ষণ—কতকাল
রহে ধৈর্য্য !
হ'য়ে অসুরের রাজকন্যা, এক
অপরিচিত ভীরুর কণ্ঠেতে মাল্য
করেছি প্রদান।
জন্ম যার রহস্যে আবৃত,
প্রতি পদে কর্ম্ম যার
অসুরের পূর্ণ অনুচিত
তাহার বনিতা, অভিমানিনী
সম্রাজ্ঞী—কত কাল আর
ধৈর্য্য বাঁধে হৃদয়ের প্রবল
উচ্ছাস করিবে নিরোধ ?

সম্বর। এই খানে সবার সন্দেহ—
সত্য যদি জন্ম হয় অসুরের কুলে
তবে কেন দেবতা ব্রাহ্মণে তাঁর
অটল বিশ্বাস ভক্তি।
দাম্ভিক অসুর হ'লে
কভু কি পারে সে, রাণী !
এক হীনা দরিদ্রা নারীর প্রতি
হইতে আসক্ত—মান ধর্ম্ম
দিয়ে জলাঞ্জলি ?

ঐন্দ্রিলা। কোথা সে কুমারী ?

সম্বর। বন্দিনী আমার।

ঐন্দ্রিলা। শুনেছিনু—সেনাপতি নমুচিরে
দেছেন সে ভার।

ম্বর। নারী জাতি—জানত সম্রাজ্ঞী,
একাধারে সৃষ্টির সৌন্দর্য্য তথা
কদর্য্য সৌষ্ঠব।
সমুদ্র মন্থন উদ্ভূত অমৃত
বণ্টনে সমুত্থিতা মোহিনী
রমণী তরে বিসংবাদ
বিষ্ণু ও ব্রহ্মায়—
নির্ব্বিকার শঙ্কর উন্মত্ত প্রায় ;
দেবতা অসুর
এক পিতৃ ঔরসেতে জাত—
দুই ভাই—লাগিল বিবাদ।

ঐন্দ্রিলা। সত্য—
ততোধিক পরমাদ, তিলোত্তমা হেতু।
হেথায়ও সেই নারী,
সম্রাট তাহারে চায়,—
প্রতিদ্বন্দ্বী আছে কি অপরে ?

সম্বর। ভয়ঙ্কর প্রতিদ্বন্দ্বী—
অসুরের শ্রেষ্ঠ সেনাপতি নমুচি,
সম্রাজ্ঞী! পেয়েছি সংবাদ—
অবিলম্বে বিদ্রোহ অনল জ্বালি
পোড়াইবে সম্রাটের সনে অসুর সাম্রাজ্য।

[ আহুতির প্রবেশ ]

চেয়ে দেখ,
[illegible] রূপের সৌন্দর্য্যে আলোকিয়া

দশ দিশি, আপনি আসিছে
বালা তোমার সকাশে—
অনুমানি, মুক্তি প্রার্থনায়।

ঐন্দ্রিলা। একি অপরূপ রূপ!
শুনেছিনু, বিদ্যাবলে শুক্রাচার্য্য
লক্ষ্মীরে হরণ করি করেছিল
প্রতিষ্ঠা বিপুল অসুর কুলে।
অনাচার, অত্যাচারে,—
অনন্যোপায়ে চঞ্চলা কমলা,
ডুবে মরে আছে সাগরের
অতল গর্ভেতে।—কে দিল
জীবনী শক্তি কমলার মৃত দেহে?
কে এ কুমারী?

[ সত্যের প্রবেশ ]

সত্য। গীত

ওযে মা—মা—মা ভুবন মন মোহিনী।
ইচ্ছাশক্তি অংশোদ্ভুতা কুমারী রূপ ধারিণী॥
শৈশব বিগত ক্রমে
নব যৌবন আগমে
নিগম সৌন্দর্য্য মাঝে অনূঢ়া রমণী-মণি।
বনিতা ভগিনী সুতা
কভু পুত্রবতী মাতা
জীবমাত্রে আরাধিতা মহাশক্তি ধারিণী॥

[ প্রস্থান

ঐন্দ্রিলা।　এইকি চমৎকার—
এইকি সত্য—অথবা স্বপন ?
সেনাপতি ! সত্য কি হেথায়
কেহ এল গেল চকিতের মত,
সঙ্গীতেতে গূঢ় কথা সত্য পরিচয়ে ?

সম্বর।　সত্য মাতা—
মনোহর রূপ, সুমধুর সুর
আনিল সম্মুখে যেন—
কল্পনা ও অনুভূতি বহির্ভূত
ভাষা ও গঠন।

ঐন্দ্রিলা।　কেন হোথা নিশ্চল নিথর ?
তুইও কি শুনেছিস্ অপূর্ব্ব সঙ্গীত—
দেখেছিস অপার্থিব রূপ—
আমার মত ?

সম্বর।　এইকি বিপর্য্যয় !
অকস্মাৎ কি হেতু বিস্ময় হেন !
কহ বালা,
কি স্পর্দ্ধায়, কাহার আদেশে
মম নির্দ্দেশিত গণ্ডি করি
অতিক্রম—আসিলে হেথায় ?

ঐন্দ্রিলা।　তবুও নীরব ?—কহ—
কে এনেছে তোমারে হেথায়
বিদূরিয়া পিতৃবাস, ছিন্ন করি
বাৎসল্যের স্নেহের বন্ধন ?

আহুতি।　আমি স্বয়ং।

সম্বর। কি—এত মিথ্যা
এ অল্প বয়সে ?
রাজার আদেশে
বন্দিনী করিয়া তোমা
নমুচি কি আনেনি হেথায় ?

আহুতি। জীবনে নূতন বাণী
শুনিনু ধরায়। ইচ্ছার বিরুদ্ধে
কেহ কভু পারে কি কাহারে
প্রতিকূল কার্য্য সমাধানে ?

ঐন্দ্রিলা। স্থির হও সম্বর সেনানী।
অসামান্যা এ কুমারী।
কেন না হইবে!
বর্ণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ নন্দিনী—
মূর্খের ঔরস সত্য, কিন্তু
বংশ পণ্ডিতের।
কহ বালা—
কোন্ প্রয়োজনে এসেছ স্বেচ্ছায় ?
কোন্ প্রয়োজনে—
অসুর সম্রাট যান,
সনাতনী অন্তঃপুর গণ্ডি
অতিক্রমি ?

সম্বর। পতঙ্গের মত রূপ
সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে।

আহুতি। আমিও তেমনি
আসিয়াছি রূপ সন্দর্শনে।

ঐন্দ্রিলা। কি—কি—
কেবা সে কুমারী ?
সেনাপতি নমুচি ?

আহুতি। রূপবান নাহিক সন্দেহ
কিন্তু দাসত্বের আবরণে,
মূল্য কোথা তার ?

শম্বর। তবে—তবে—
কেবা সেই মহাজন ?

ঐন্দ্রিলা। চুপ্—থাক্ নিরুত্তরে।
ভাষা উচ্চারণে
সুনিশ্চয় শিরশ্ছেদ তোর।
সেনানী সম্বর, তুমি নিজে
অবিলম্বে এই কুমারীরে
অসুরের বিশাল সাম্রাজ্য
গণ্ডি করি অতিক্রম—
রেখে এস নির্ব্বাসনে।

[ নমুচির প্রবেশ ]

নমুচি। কোন্ অপরাধে ?
সৌন্দর্য্যের উপাসক
কেবা নহে এ জগতে ?
ভালবাসা যদি হয় অপরাধ—
তবে অপরাধী সম্বর নমুচি সনে
তুমিও সম্রাজ্ঞী।

ঐন্দ্রিলা। আরে রে বিদ্রোহী,
এত স্পর্দ্ধা—
সম্রাজ্ঞী সনে বাদ প্রতিবাদ!
জানিস নির্ব্বোধ,
এই অঙ্গুলীর ঈষৎ চালনে—
এই দণ্ডে ছিন্ন শির
লুটাবে ধরায়।

নমুচি। তুমিও কি জান না রাজ্ঞী
নমুচি রুষিলে, এইদণ্ডে
গৌরবের তব হয় অবসান!

ঐন্দ্রিলা। জানি। অথর্ব্বন, দ্বিমূর্দ্ধা,
ঋষভ, হয়গ্রীব, শঙ্কুশিরা, ময়,
বিপ্রচিত্তি, পুলোম. সম্বর আর
বৃষপর্ব্বা সনে তুমি—
এই দ্বাদশ অসুর রাজ
অবনত শিরে ভালমন্দ
না করি বিচার—
পালিয়াছ ত্বষ্টার আদেশ।
তাই জন্ম, জাতি, ধর্ম্ম, কর্ম্ম,
পরিচয় হীন পথের ভিখারী বৃত্র
তোমাদের স্তুতি গানে
হয়ে পরিবৃত সম্রাট আসনে।
আর আমি নগণ্যা বামা
দ্বাদশ আদিত্যে হ'তে অতি
তীব্রতর সর্ব্বলোক ভয়ঙ্কর—

এই দ্বাদশ অসুর রাজার পরে'
আধিপত্য গর্ব্বে গরীয়সী।
কেন?—রক্ষিবারে
অসুর গৌরব।

[ অগ্নিহোত্রের প্রবেশ ]

অগ্নি। ত্বষ্টাও যখন অমন পুত্রশোকটা সুস্থচিত্তে বেমালুম হজম কোরে নির্ব্বিকার, তখন তোমাদের বিকার রুগীর মত এমন প্রলাপ কেন?

ঐন্দ্রিলা। বয়স্য—সম্রাট কোথায়?

অগ্নি। কেমন ক'রে জানবো? সম্রাটের আদেশ আর দধীচির বিধানে আমি ত' নির্ব্বাসনে। সামনে যেটুকু দেখ্‌ছ—এটুকু জাঁকড়ে। তবে লোকের মুখে শুনলুম, সম্রাট নাকি মানবী ছেড়ে এক কালনাগিনীর পেছনে তাড়া করেছেন।

সকলে। সে কি—সে কি—

অগ্নি। উতলা হবার কারণ কিছু নেই। সম্রাটের দেহ যে বিষে জরে' আছে তা সে কেউটেই হোক, আর গোখরই হোক, চোখ চেয়ে আর তাকাতে হবে না—আফিংখোরের মত ঝিমিয়ে পড়বে।

ঐন্দ্রিলা। গুরু দধীচি, এখন কোথায়?

অগ্নি। নির্ব্বাসনে যাবার জন্যে তোড়যোড় করছেন।

ঐন্দ্রিলা। সম্বর! কি পার্থক্য
তোমায় আমায়?

সম্বর। তুমি নিদেশ দায়িনী—
আমি ভৃত্য, আদেশ পালক।

ঐন্দ্রিলা। দধীচির ছিন্নমুণ্ড অবিলম্বে
দেহ ভেট সম্রাজ্ঞী সমীপে।

আর সেই সাথে কর আয়োজন
ঐন্দ্রিলার দৈত্য আসনে
প্রতিষ্ঠার মহান উৎসব।

[ সম্বরের প্রস্থান

বয়স্য! জানি
চির প্রভুভক্ত তুমি।
রাজসেবা আদর্শ তোমার।
একদিকে কন্যা—অন্যদিকে
রাজ্ঞী। কারে রেখে কারে দিতে
চাও বিসর্জ্জন?

অগ্নি। এ প্রশ্নের উত্তর অতি সরল। কিন্তু বল্‌লে ত' বুঝবে না সম্রাজ্ঞী!

ঐন্দ্রিলা। কেন—

[ দেবহুতির প্রবেশ ]

দেবহুতি। নূতন পাতাভরা গাছের ছায়ায় সদ্য ফোটা ফুলের গন্ধে অন্ধের মত ফাগুনের আগুন তাতে যে দিন দুপুরে ঘুমিয়ে থাকে তার সামনে বোশেখের রোদে পোড়া চাতকের হাহাকার উঠলেও সেত' বুঝবে না। মেয়ে মানুষের যে দশাটা আপনার নিয়ে ব্যস্ত, তুমি যে সেই দশায়। আর আমি যে সেটা পেরিয়ে বুকের রক্তের আধেক দিয়ে মা হ'য়ে দাঁড়িয়েছি।

ঐন্দ্রিলা। আদর্শ দম্পতী! বুঝিলাম
যথার্থ ই হিতৈষী দোঁহে অসুর
রাজ্যের। একদিকে বিপুল
অসুরকুল—অন্যদিকে তনয়া তোমার।

মধ্যে আমি, অনুকূল প্রতিকূল
ঘাত প্রতিঘাতে।
কন্যা তোমাদের—বিচারের
ভার দিয়ে যাই তোমাদের পরে

[ প্রস্থান

নমুচি ত্বরা কর ব্রাহ্মণ দম্পতি !
রাজাজ্ঞা পালনের ভার মম প্রতি।
রবি অস্ত গমনের পূর্ব্বে অবশ্য
ত্যজিতে হবে অসুর সাম্রাজ্য।
সংক্ষেপেতে শেষ কর কন্যাসনে
জন্মশোধ কথোপকথন।

[ প্রস্থান

আহুতি। পিতা—পিতা—

অগ্নি। আহা, শুনলুম এই পাপপুরীতে এসে অবধি অসুরের ছোঁয়া একফোঁটা জলও খাস্‌নি। খুব সন্তর্পণে এনেছি—এই নে খা'।

আহুতি। হাঁ দাও—এইবার আমার বুক ও মুখ শুকিয়ে উঠেছে।

অগ্নি। হাঁ, এই নে—একদমে সবটা খেয়ে ফেল্‌।

দেবহুতি। কি ও—নীল রং—কি খাওয়াতে যাচ্ছ? সাবধান—খাস্‌নি।

আহুতি। পিতা, তুমি আমাকে বিষ দিচ্ছ? তুমি আদেশ করলে আমার ত' অন্য মত করবার উপায় নেই।

অগ্নি। আমারও যে অন্য উপায় নেই সর্ব্বনাশী!

আহুতি। তোমা হতে এই দেহ পেয়েছি। তুমি তার ধ্বংস করলে প্রতিরোধ করবে কে?

দেবহুতি। আমি—মা! প্রবৃত্তির তাড়নে তুই জঘন্য পথে গেলেও স্নেহ তোর সাথে সাথে যাবে।

আহুতি। পিতা, এ বিষ খেয়ে মরলে পরিণামে কলঙ্ক তোমার। মরণের পর স্বর্গেই যাই আর নরকেই যাই—নিষ্কলঙ্কা কন্যা পিতার কলঙ্ক ত' সইতে পারবে না।

অগ্নি। নিষ্কলঙ্কা?

আহুতি। কায়-মন-বাক্যে—

অগ্নি। তবে আয়, শীগ্‌গির বাইরে চ'লে আয়।

আহুতি। আমি ত' অসুররাজকে ত্যাগ ক'রে একপাও কোথাও যাবো না।

অগ্নি। যেতে হবে না। তোর মনোমত স্থানে আবার আসবি। বুদ্ধির দোষে পেটের দায়ে জ্যান্তে দেহটা অপবিত্র করে রেখেছি। অসুরের পুরীতে ম'লে মরার পরও যে কেউ ছোঁবে না।

দেবহুতি। সে কি গো,—তুমি বিষ খাবে কি?

অগ্নি। ভয় নেই। সিঁথির সিঁদুর আর নোয়ার জোর থাকলে দেখ্‌বি সৃষ্টিতে দু'টো নীলকণ্ঠ হয়।

দেবহুতি। ওমা সেকি কথা গো—ওমা একি সর্ব্বনাশ হ'ল গো—

অগ্নি। চুপ্‌—চুপ্‌, কথা ক'য়ো না—গোল ক'র না। শীগ্‌গীর চলে এস। [ পলায়ন তৎপশ্চাৎ দেবহুতির ধাবন

আহুতি। পিতা—পিতা—শোন। বুঝতে পেরেছি তোমার সৌন্দর্য্যের কাছে জগতে আর কিছুই নেই।

[ প্রস্থান

## —তৃতীয় গর্ভাঙ্ক—

বনপথ

[ বৃত্র ]

বৃত্র । এিক মায়া—কিংবা দৃষ্টিভ্রম ?
তীরবেগে ছোটে অহি—তীক্ষ্ণফণা তুলি ;
মুহুর্মুহু উদ্গারিত বিষে তার
দূর্ব্বাদল হয় দগ্ধিভূত ;
শায়ক সন্ধান মাত্রে লুকায় কোথায় !
যতবার করেছি সন্ধান,
ততবার হয়েছে অদৃশ্য ।
ওই—ওই বিষধর !
আরে অহি—এইবার নাহি পরিত্রাণ ।

[ ত্বষ্টার প্রবেশ ]

ত্বষ্টা । সাবধান ! কর সম্বরণ
ধনুঃশর ।

বৃত্র । একি, কেবা তুমি—
কেবা তুমি আগুয়ান শায়ক সন্ধান মুখে ?
ব্রহ্মশাপ কিংবা সতী অভিশাপ—
ত্বষ্টা রূপে মূর্ত্ত হ'লে সম্মুখে আমার ?
ওই হের অন্তর্হিত অজগর ।
ব্রহ্মশাপ—সতী অভিশাপ দিয়ে
বিগঠিত ভয়ঙ্কর সর্প-কায়া ল'য়ে
নহুষ চলিয়া যায় কাম্যক কাননে ।

হেন ভাবে রাজ অপমানে কি উদ্দেশ্যে
কোথা হ'তে সন্ধি লগ্নে তব আগমন ?

ত্বষ্টা। পরে দিব সমাচার।
কহ আগে, দাও সদুত্তর—
কি সম্বন্ধ তোমায় আমায় ?

বৃত্র। তুমি ত্বষ্টা—আমি বৃত্র।
তুমি সর্ব্বপূজ্য ব্রাহ্মণ তাপস
আমি দেব নর ঘৃণ্য তথা
ভীতি উৎপাদক অসুর—
নির্ম্মম—নির্দ্দয়।
চন্দ্রে, সূর্য্যে, সাগরে, মরুতে,
আকাশের সনে ভূতলের
যে সম্বন্ধ—সেই সম্বন্ধ
তোমায় আমায়।

ত্বষ্টা। সত্য;—এইমাত্র—
নহুষ রক্ষণ কালে।
কিন্তু পূর্ব্বে ছিল,
পরেও রহিবে ;—অতি নিগূঢ়
সম্বন্ধ বীর তোমায় আমায়।

বৃত্র। কহ—কহ ত্বরা—
হে রহস্যময়! কোন্
প্রয়োজনে বৃত্রেরে গঠিলে
তুমি প্রহেলিকা উপাদানে।
কি কব' বেদনা দ্বিজ,
মাতৃকোলে শিশু

যবে মা মা রবে জুড়ায় শ্রবণ,
পিতৃপদ বন্দি পুত্রে যবে
তৃপ্ত করে বৃত্রের নয়ন
তখন রুদ্ধ অশ্রু—
মৈনাকের বাঁধ ভেঙ্গে
বহে অবিরল।
যবে চিন্তাশূন্য মনে
শিশু ও কিশোর গণ
ধরণীর সর্ব্বসুখ
করে আহরণ, তখন
কি বেদনা জাগে হৃদে
জান তপোধন ?
না—না—তুমি ত মর্ত্তের নও
ত্রিদিবের বাসী। তুমি
না জানিবে কভু
সংসারীর সাধ।
তা যদি জানিতে—
তা যদি বুঝিতে—
তা হ'লে ভাষা দিয়ে
বিনিময়ে আশা কেড়ে নিয়ে
পরিচয় হারা ক'রে বৃত্রেরে
না ফেলিতে জগতে।
আমি কি তোমার সত্য ?

ত্বষ্টা। ছিলে—রহিবেও।
কিন্তু এখন আমার নও।

পর দুঃখে হইতে ব্যথিত
সহানুভূতি জানাতে সতত
পরশোকে অঝরে কাঁদিতে
সুকোমল উপাদান দিয়ে
আমি ত' সৃজিনি বৃত্রে।

বৃত্র। সৃজ নাই বৃত্রাসুরে ?
তবে কি—
জন্মদাতা তুমি মোর ?

ত্বষ্টা। শোন মার্গভ্রষ্ট!
অকারণে, একমাত্র পুত্রের নিধনে
দণ্ড দিতে সর্ব্বশক্তিমান স্বর্গের
রাজায়, প্রতি হিংসা মন্ত্র উচ্চারণে
ধ্বংস যজ্ঞ হ'তে সৃজেছিনু
ভীমকর্ম্মী তোমায় ধীমান্—
পূর্ণ যুবারূপী।

বৃত্র। অ্যাঁ—ন মাতা ন পিতা
নহে যোনিজন্ম সাধারণ সম।
অসাধারণ আমি—
সকলের রীতি নীতি মত
চলিতেছি এতদিন ?

ত্বষ্টা। সেই ভ্রম ভাঙ্গিতে তোমার
অবতীর্ণ আমি এ ধরায়।
জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপ,
অগ্রজ তোমার। তার
হন্তারক ইন্দ্র—

বৃত্র। ইন্দ্র!
বন্ধুত্বের আদান প্রদানে
যারে দিছি মহত্ত্বের মান,—
যার তরে দীক্ষা-গুরু
দধীচির অপমান,
অকারণ সখা নির্য্যাতন,
সেই ইন্দ্র—ভ্রাতৃহন্তা!
পলাইত ত্বষ্টা অভিশাপে—
হবে বধ্য মোর!

ত্বষ্টা। বৃত্রাসুর—বৃত্রাসুর—
আত্মহারা হ'য়োনা এমন।
দেবতা, দানব, যক্ষ, রক্ষ,
কিন্নর, মানব,—
বিনা উদ্দেশ্যে কেহ নাহি
আসে ধরাধামে।
সংস্কারের তারতম্যে
কেহ জ্ঞানে—কেহ বা অজ্ঞানে
রহে নিজ কর্ম্ম নির্দ্ধারণে।
কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ প্রকৃতি করায় সবে,—
অজ্ঞাতে তাহার,—সেই কর্ম্ম
যার তরে তার আগমন।
পরিপূর্ণ আসুরিক ভাবে
উদ্ভব তোমার।
তুমি আসিয়াছ পতিত সা
ব্রত ল'য়ে—ধ্বংস সা

পূর্ণ ভাবে অসুরত্ব বিকাশ কারণ।
জঘন্য এ কর্ম্ম ও জীবন
যথার্থ হে বীরবর—
তবু, এ নহে কভু উদ্দেশ্য বিহীন।
পাবে মুক্তি এ হেয় কর্ম্ম ও জীবনে
ইন্দ্রের নিধন শেষে।
বিদায় এখন।
দিব দেখা সদাই তখন
কর্ম্মক্ষেত্রে পদস্খলনের আশঙ্কা যখন।

[ প্রস্থান·

বৃত্র। নহি আমি সৃষ্টি কর্ত্তা
ব্রহ্মার সৃজিত,
সামান্য মানব সৃজক মোর
সৃষ্ট ও স্রষ্টরা
পার্থক্য মীমাংসা হেতু
নহেক উদ্ভব ;—
জন্ম মোর প্রতিহিংসা হেতু।
উঃ—কি ভয়ঙ্কর শান্তিহীন
জীবন বৃত্রের! মাতৃস্নেহে,
পিতার আদরে নহেক বর্দ্ধিত।
মা' মা' ব'লে কাঁদিয়া কখন
নাহি পাব মুক্তি যাতনায়
পিতৃ প্রীতি সাধনেতে—
সর্ব্ব দেবতার তৃপ্তি দানে

অসমর্থ—এত হেয় আমি এ ধরায় !
ত্বষ্টা মাত্র পিতা, উদ্ভব যজ্ঞেতে।
ঔরস যজ্ঞের—গর্ভ দক্ষিণার।
যজ্ঞ ও দক্ষিণা, নর নারী মূর্ত্তি
ধরি হায়, আসিতে কি পারেনা কখনো
শান্তি হারা বৃত্র চিত্তে
শান্তি দান হেতু।

[ গীতকণ্ঠে যজ্ঞ ও দক্ষিণার প্রবেশ ]

## গীত

দক্ষিণা। মা' মা' ব'লে আয়রে কোলে হারান রতন।
বুকের পীযুষ শুকিয়ে গেল অভাবে তোর ধন ॥
যজ্ঞ। কখনো জাগে কখনো লয়
পুন্নাম নরক ভয়
ওরে আয়রে আয় পুত্র আমার চুম্বি শ্রীবদন।
দক্ষিণা। ঋষির জ্বালা অনল মুখে
নিজে জ্বলে তোরে রেখে
তুলে দিছি ধরার বুকে আকুল করে মন ॥
যজ্ঞ। পুত্র সুখ আস্বাদনে
আমরা মানব জীবনে
ওরে আয়রে আয় পিতৃ প্রতীক সাধ করি পূরণ ॥

বৃত্র। পিতা—পিতা—
এত শান্তিধারা যদি পিতৃ পদতলে,
পার নাকি শীতলিতে ত্বষ্টা রোষানলে ?

সর্ব্ব অঙ্গে জ্বেলে গেছে দারুণ অনল
রুদ্র ঋষি ত্বষ্টা গো জননী !
স্নেহসুধা বরিষণে মা'—মা'—
শান্তি দাও মোরে !

[ গীতকণ্ঠে সত্যের প্রবেশ ]

সত্য।। গীত

ওরে মায়ের লীলা চমৎকার
কাউকে দেন মা' রাজ্য সম্পদ
কারেও করেন গাছ তলা সার।
সর্ব্ব সুখে কেউ সংসারী
কেউ বা হয় দীন ভিখারী
মা'র করুণায় জীবন-তরী
ভব গাঙ্গে হয় সুখে পার ॥
কেউ বা যোগী, কেউ বা ত্যাগী
চির ভোগী কেউ বিরাগী
মায়ের কাছে সমান সবই
মাতৃনাম কররে সার ॥

[ সকলের প্রস্থান

## —চতুর্থ গর্ভাঙ্ক—

প্রান্তভাগ—পথ

### গীত

পুরুষ। তবে গা'য়ে কাপড় দাও বঁধু।
দেশের বাতাশ দেশের আকাশ
দেশেই আমার সব মধু॥

স্ত্রী। ভালবাসায় চাইরে ভাসা
ছেড়ে দিয়ে কূলের আশা
সিন্নিতে তোর খুব পিয়াসা
পিছিয়ে পড়িস্ কোৎকায় শুধু॥

পুরুষ। এই কাণ নাক মলা'রে প্রাণ
কোন্ শালা আর পীরিতে যান
বান চালে লা' হ'ল দুখান
রইলো ভেসে হা'লই শুধু॥

স্ত্রী। টুকনি হাতে ঘর ছেড়েছি
তোরে মজতে দেখে মজে গেছি
আমাতে কি আমি আছি
ছেড়ে কোথা যাবি বঁধু॥

[ প্রস্থান

## —পঞ্চম গর্ভাঙ্ক—

নদীতীর।

[ দধীচি ]

দধীচি। কি বুঝিব শঙ্কর! তোমার অপূর্ব্ব লীলা! সর্ব্ব বিরাগী যোগী তপস্বী আমি,—তোমার লীলার মাধুর্য্যে, পরিত্যক্ত সংসারকে আবার আঁকড়ে ধ'রে, পত্নীপুত্র ল'য়ে মোহ মুগ্ধ ছিলুম। আবার কি নূতন লীলা খেলা খেল্‌তে অজানার পথে নিয়ে চলেছ! পা কি ওঠে? —আমার জন্মভূমি, বাল্য কৈশোর যৌবনের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য যেখানকার ধূলি কণায় জড়িত, সেখানকার মায়া ত্যাগ ক'রে চলে' যেতে কি পা ওঠে?

আকাশ ঘন ঘটাচ্ছন্ন—প্রলয়ের বার্ত্তায় সম্মুখস্থ স্রোতস্বতী তরঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গে ভীষণা। যতক্ষণ না দৈত্যের অধিকার ত্যাগ করছি ততক্ষণ ত' আমার এক গণ্ডুষও জল পানে অধিকার নেই। সমীরণের সন্ সন রবে পুত্র পরিবারের করুণ ক্রন্দন ভেসে উঠে আমায় ততটা বিচলিত ক'রতে পারেনি—যতটা বিচলিত ক'চ্ছে আমারই প্রদত্ত বিধান দৈত্য রাজার এই নির্ব্বাসন আদেশ। একখানাও তরণী নেই—পারে যাই কেমন ক'রে?

[ বালকবেশী বিষ্ণুর গীতকণ্ঠে প্রবেশ ]

বিষ্ণু। পারের নৌকা ছাড়বে ত্বরা
ওরে কে যাবিরে আয়।
ভাঙ্গা হাটের বাঁধা ঘাটের
ঐ দক্ষিণ কিনারায়॥
ভীষণ তুফান আজকে গাঙে
ঘুট্ ঘুটা ঘুট্ আঁধার নামে
রাত বাড়িলে অচীন ধামে
ভবে পা বাড়ান দায়॥

আজও কি তোর ফুরায়নিক'
মায়ার খেলা ওরে ভেকো
( তবে ) কি কর্‌লি তুই সারা জনম
এমন মানব দেহে হায় ॥

[ প্রস্থান।

দধীচি। সত্যই তো, সারা জনম আমি কি করেছি,—নিকাশ কালে তার হিসাব ত' দিতে পাচ্ছিনে। নাবিকের আবরণ—কিন্তু কর্ণে মণিময় কুণ্ডল, প্রশস্ত ললাটে চন্দন রেখা, হিরণ্ময় বপুধারী কে তুমি দেবতা! আমার এই জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে ভবনদীর তীরে?—অঁ্যা—অঁ্যা কই তুমি—কে তুমি—কোথায় মিশালে তুমি? মানব, দানব, দেবতা,—না বৃত্রের চর তুমি ছদ্মবেশী, তা'ত বুঝতে পারলুম্ না—নদীবক্ষে কোথায় সে তরণী—একি মায়া?

[ ত্বষ্টার প্রবেশ ]

ত্বষ্টা। নহে মায়া মতিমান্!
ইন্দ্রাগ্নি কালাসুর পাশি বায়ু
সোমেশ মার্ত্তণ্ড পুরন্দরাদ্যৈঃ
যঃ পাতি লোকান্ পরিপূর্ণ ভাবং
তম প্রমেয়ং শরণং প্রপদ্যে ॥
ইহা বিনা অনন্য শরণ
দুর্ব্বল, ভীরু ও জড়
কিবা আছে বিশ্বেতে তোমার?
তাই অবসর বুঝে—
নিজে বিষ্ণু ছল করি আসি
রুদ্ধ করি গেলা তব প্রয়াণের পথ

দধীচি। কিবা হেতু ?

ত্বষ্টা মম পুত্রেরে দিয়েছ তুমি
মন্ত্র দীক্ষা দান।

দধীচি। আঁ্যা—তবে তুমি
ত্বষ্টা—বিশ্বকর্ম্মা ?
ইন্দ্রের নিধন হেতু
প্রতিহিংসা যজ্ঞ হ'তে
তুলেছ বৃত্রেরে !

ত্বষ্টা হঁ্যা, অপরাধ কিছু কি হ'য়েছে ?
নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণ হত্যা হ'ল
পুত্রহীন করিয়া পিতায়, আর
ত্রৈলোক্যের দ্বিজকুল প্রতীকারে তার
নাহি হ'ল ঈষৎ চঞ্চল ?
নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থনাশ আশঙ্কায়
কথায় কথায় ধায় যারা
নেত্রানল সৃজি ভস্মিতে সবায়,
তাহাদের কেহ হেন ব্রহ্মহত্যা প্রতিকারে
না হ'ল উদ্যত ; তাই নিজ করে
প্রতিবিধানের ভার করিয়া গ্রহণ
যেই দিন বিধাতার হাত হ'তে
সৃষ্টির কর্ত্তৃত্ব কাড়ি, যজ্ঞ হতে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর
পরিপুষ্ট পূর্ণ যুবারূপী ভাষাময় জীবেরে সৃজিনু,
সে দিন কি দিন চরাচরে জান' কি ব্রাহ্মণ ?
পাছে সৃষ্টির কর্ত্তৃত্ব যায় এই হেতু ব্রহ্মা পুনঃ
ছুটে গেল যোনি পদ্মমাঝে নবশক্তি করিতে গ্রহণ।

বৈকুণ্ঠে কমলাকান্ত বিভ্রান্ত চিতেতে অন্বেষিল
প্রলয় পয়োধি বুকে অনন্ত শয্যায় পুনঃ,
মূর্চ্ছা গেল কৈলাসে মহেশ,
উলঙ্গ চামুণ্ডা তাথৈ তাথৈ
নাচিল বক্ষেতে তার !
ব্রহ্মহত্যা প্রতিকারে বাধা দিতে
ত্বষ্টায় তখন, সাহস শক্তিতে
কেহ না হইল সম্মুখীন।
আজ তুমি পরোক্ষেতে
বাধা দিতে হলে আগুয়ান্,
তাই ছদ্মবেশে বিষ্ণুও
আমার সাথে আসিল সম্মুখে
মহাভ্রম ঘুচাতে তোমার।

দধীচি। বুঝিতে না পারি—
কোন্ প্রয়োজনে নাখিকের বেশে
বিষ্ণু আর বিশ্বকর্ম্মা হয় উপস্থিত
রাজাদেশে দানিতে ব্যাঘাত।

ত্বষ্টা। ত্বষ্টা-প্রতিহিংসা পূর্ণভাবে
করিতে গ্রহণ সৃজন বৃত্রের।
তাই তুলেছিনু আমি
যজ্ঞানল হ'তে ভীম কর্ম্মি নিষ্ঠুর অসুর।
তুমি তারে সদাশিব আত্মভোলা
শৈবধর্ম্মে করিয়া দীক্ষিত
পরোক্ষেতে ত্বষ্টা অভিশাপে
হইয়াছ হন্তারক ঋষি।

দধীচি। হন্তারক আমি ?
ধর্ম্মে কর্ম্মে অহিংস সতত আমি
যত্র জীব তত্র শিব'
নীতি—
ত্বষ্টা। তাই ভীতি আমার এমন।
দধীচি। চিরদিন নীতি পন্থি ত্বষ্টৃ বিশ্বকর্ম্মা
ভীতি তাঁর ?
একি অসম্ভব !
ত্বষ্টা। নীতি—নীতি—
নীতি শব্দ ভাল শোভে পুঁথিতে
ধীমান্ ! নীতি পন্থি হে জগৎবাসী,
কি নীতিতে জগৎ চলেছে ?
স্বর্গবাসী আমি,—কোন্ নীতি বশে
বিশ্বরূপে করিল নিধন স্বর্গের রাজন ?
দধীচি। নীতি বিগর্হিত
তাই—ইন্দ্র তনয়ে মারিল তব।
প্রজানীতি পরিপূর্ণ পালনের হেতু
রাজা ইন্দ্রে—নারায়ণ কবচ দানিল
প্রজা বিশ্বরূপ,—অরিষ্ট কারণ
যাহা অসুর বিজয়ে। যে অসুরের
তরে দেবতারা সন্ত্রস্ত সতত।
দধীচি। অন্য দিকে,—ভেবে দেখ
কতদূর দুর্নীতি ছিল পুত্রের তোমার।
যজ্ঞ হবি হ'তে এক অংশ
দানিত সে দেবগণে,—

কারণ, একে দেব—তাহে গুরু,
ততোধিক, পিতৃপক্ষ দেবতা তাহার।
কোন্ নীতি বশে অর্দ্ধ অংশ
গোপনেতে দানিত অসুরে?
পাতকতা এ হ'তে অধিক
কোথা? শিরশ্ছেদ বিনা
এ পাপের অন্য দণ্ড হয় না
ত্রিদিবে।

ত্বষ্টা। পাতকতা! মাতৃস্নেহ হয়
যদি পাতকতা দ্বিজ, তবে
জনম জননীতে পার্থক্য কোথায়?
অসুরেরা মাতৃকুল তার—তাই
যজ্ঞ-হবির অর্দ্ধ অংশ
দিত তাহাদের।

দধীচি। মতিমান্
কেন আজও
অভিমান হেন?
ত্যজ রোষ—ক্ষম দোষ
স্বর্গের রাজার। যাহা যায়
তাহাত' ফেরেনা কভু।
এক বিশ্বরূপ তরে সমগ্র স্বর্গের
শ্রীরূপ কেন করিছ বিনাশ?
ভেবে দেখ', ব্রহ্মশাপও ব্যর্থ প্রায়
তাঁহার নিকট দ্বিজ, সমস্ত দেবতা
যাঁরে শীর্ষ স্থানে দিয়েছে স্থান।

ত্বষ্টা ইন্দ্রের নিধন শেষে
কড়া ক্রান্তি হিসাবেতে
প্রতিশোধ লইব ইহার।
যে চারি শক্তি দিল মুক্তি
নিজ শিরে নিয়ে ব্রহ্মশাপ,
সেই চতুঃ শক্তির ঘটাইব
শোচনীয় পরিণাম স্থির।
পৃথিবীরে পাঠাব আবার
অনন্ত নিলয়ে বরাহের
লীলাভূমি হেতু।
নদ নদী ছার সাগরও শুখাবে।
যবে ত্বষ্টৃ-রোষ-বহ্নি প্রতিকারে
ছুটিবে ধীমান্।
না রাখিব বৃক্ষরাজি,
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে তাপিত সৃজনে
সৌন্দর্য্য নাশিয়া
নারীরে প্রেতিনী করি লব প্রতিশোধ।

দধীচি না—ষট্‌শক্তি দেছে
মুক্তি দেবরাজে।
ক্ষিতি, বারি, উদ্ভিদ,
জননী তার সাথে ইচ্ছাশক্তি
কুমারী ও ভূদেব ব্রাহ্মণ—
যেই ছয় শক্তি সর্ব্বজীব
মোক্ষের কারণ, সেই ছয়—
মোক্ষ মুক্তি দেছে ব্রহ্মশাপে।

ত্বষ্টা। কিন্তু ত্বষ্টা অভিশাপে নয়।
কোন শক্তি পারে না নিবৃত্তি দিতে
অভিশাপে ইন্দ্রেরে ধীমান!
যাহাই হউক—
বজ্র প্রবৃত্তিতে গড়া ভীম
বৃত্রাসুর—তারে দিয়ে
ইন্দ্রে বধিব। পরে ছিন্ন মুণ্ড
ল'য়ে তার খণ্ড খণ্ড করি—
স্বর্গে মর্ত্তে যতেক ব্রাহ্মণ আছে
আমন্ত্রণে সবারে আনিয়া,
নিজে আমি সেই মাংস
পরিবেশন করিব সবায়।

দধীচি। শিব—শিব—
ত্বষ্টা—বিশ্বকর্ম্মা—
বিচঞ্চল ব্রাহ্মণত্ব।
ওই হের—
উপবীত হ'তে ধরি সূক্ষ্ম কায়া
গায়ত্রী জননী মহাক্ষোভে
ত্যজে অশ্রুনীর।
অপবিত্র করিও না জিহ্বা
হেন পাপ বাণী করি উচ্চারণ।
পাপ স্খলনের হেতু বল—
"গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম"।

ত্বষ্টা। ওই নাম শুনিতে তোমায়
ওই নামে নিজে মাতি, মাতাইতে

প্রিয় শিষ্য বৃত্রাসুরে তব
আগমন মম।
নারায়ণ নিজে আসিলেন
নাবিকের বেশে। ঘাত
প্রতিঘাতে সৃষ্টির উদ্ভব।
প্রলয় পয়োধিজলে—
যবে ডুবেছিল চরাচর
সূর্য্য চন্দ্র মসৌ ধাতা—
কাহারও ছিল না-ক' অস্তিত্ব।
উর্ম্মীতে উর্ম্মীতে ঘাত প্রতিঘাতে
জ্বলিল অনল ;—এক অংশ
নিম্নে বাড়বরূপেতে, অন্য অংশ
সূর্য্য রূপে উপরে উঠিল।
যত অগ্রগতি হ'তে চায়
ধাতার সৃজন—ভেবে দেখ,
তত চাই,—
ঘাত প্রতিঘাতের বর্দ্ধন।
এ নহে প্রলয়—
নহে জলে মগ্ন চরাচর।
সৃষ্টির চরম।
আদি অণু পরমাণু হ'তে
ক্রমে পুরুভূজ, গিরি, তরু,
পতঙ্গম ; অন্তেতে মানব ;—
ক্রমে ভাষা জ্ঞান,—
ঘাত প্রতিঘাতে ভালমন্দ

বিচার পার্থক্য। সাথে সাথে
অন্ত ও স্থাণুর পূজা।
বিল্বপত্রে বীজমন্ত্র লিখি
"নমঃ শিবায়" বলি ভাসাইয়া
দাও ওই স্রোতস্বীত বুকে—

[ বৃত্রের প্রবেশ ]

বৃত্র। তাই দাও—তাই দাও গুরু।
দেবতা ব্রাহ্মণ সনে সতী অত্যাচারে
জর্জ্জরিত সুরধাম সনে মর্ত্তভূমি।
স্থাণুত্ব এখন নহে। লহ অস্ত্র,
হৃদয় চিরিয়া তুলি লহ নিজ দত্ত
বীজমন্ত্র সমূলে আবদ্ধ যাহা
শিরাতন্ত্রী ধমনীর মাঝে।
নানা প্রলোভনে ভরা এই
মর্ত্তধামে, অসুরত্ব দূরে রেখে
বাঁচাত' চলে না। অসুরত্ব না
রহিলে দেবত্ব হবে না বিকাশ।
দেবতার অস্তিত্ব বিলোপে
পরস্পর মুখগ্রাস লইবে কাড়িয়া।
জ্ঞাতিত্ব ভ্রাতৃত্ব আর বন্ধুত্ব
দূর কথা—মাতৃত্বও
হইবে চঞ্চল।

ত্বষ্টা। বৃত্রাসুর! অতীব সন্তুষ্ট আমি—
অসুরত্ব প্রথম বিকাশ হেরি নীতি
ভাব ভাষা ও নয়নে।

বৃত্র। আর পরিপূর্ণ বিকাশ, জনক
কর্ম্মেও বৃত্রের
করিবে পরীক্ষা?
দেখাব' কি সম্মুখেতে, বারেক দরশনে
তব, বৃত্র কতই কঠোর।
সহিতে কি পারিবে তা'
কোমল তাপস?
না—না—না—
তুমি ত' কোমল নও।
তুমি যে হইতে চাহ
ইন্দ্রের ঘাতক।
সম্বর—সম্বর—
ত্বরা করি আন বধ্যে হেথা।

[ সারস্বতকে লইয়া সম্বরের প্রবেশ ]

সারস্বত। অ্যাঁ—পিতা—পিতা--পিতা বিনা দোষে এরা আমায় হত্যা করতে চলেছে।

দধীচি। সারস্বত, দধীচির পুত্র তুমি; তোমার মুখে এ কথা শোভা পায় না। সম্মুখে স্বয়ং সম্রাট—ন্যায়ের বিধান কর্ত্তা। ইনি কখনও অন্যায় আচরণ করতে পারেন না।

ত্বষ্টা। বালকের অপরাধ কি বৃত্র?

বৃত্র। সুমিষ্ট কণ্ঠ, বিস্মৃতি আনা গান আর ঘুম পাড়ান সুর ও ভাষা। একদিকে আমি তোমার উত্তেজনায় অসুরের মোহনিদ্রা চিরদিনের জন্য দূর ক'র্‌তে উদ্যত—অন্যদিকে এই বালক স্পন্দনটুকু রেখে কাল ঘুমে তা দের আচ্ছন্ন ক'র্‌তে চায়। মন্ত্র ত্যাগ, গুরু ত্যাগান্তে—তব দীক্ষা গ্রহণের শুভ মুহূর্ত্তে আমি অতীত ধর্ম্মের স্মৃতিটুকু পর্য্যন্ত বিনাশ করবো। আশীর্ব্বাদ কর—এই বলিদানে নিহত বালকের হৃদয় রক্ত যেন আমার বিজয়টীকা হয়।

সারস্বত।　　**গীত**

ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও
　　পায়ে ধরি ওগো ছেড়ে দাও।
নিতান্ত মারিবে যদি
　　পিতারে লইয়া যাও॥
আমা হারা দুখিনী মা
ওগো কভু বাঁচিবে না
কে দিবে সান্ত্বনা তাঁরে
　　জান যদি বলে দাও।
দুনয়নে বহে ধারা
দাঁড়ায়ে পাষাণ পারা
কেঁদে কেঁদে হবে সারা
　　পিতারে দূরেতে নাও॥

দধীচি।　কেন কাঁদি বুঝিতে না পারি।
অসুরত্ব বিকাশ না হ'লে
দেবতার অস্তিত্ব সন্দেহ—
সত্য যদি হয় এই বাণী
তবে সারস্বত, মুক্ত কণ্ঠে কহি
মহাপুণ্যবান তুমি।

ঈশ্বর লইয়া তর্ক অনুমান ভরা
এই ধরামাঝে—পরিপূর্ণ
ঈশ্বরত্ব করিয়া বিকাশ
হেন ভাবে আত্মোৎসর্গে, বৎস !
মহান এ পরোপকার, জগতের
সমষ্টি মঙ্গল, হেন ভাবে জাগাইতে
আত্মার স্পন্দন, এক নারায়ণ
বিনা—অন্য কেহ কভু
পারে নাই ভবে।

বৃত্র। এ সন্দেহ ক্রমে
যাবে বৃত্রাসুর হ'তে।
সবে ত' সূচনা।
আগে মর্ত্ত, পরে সুরধাম—

ত্বষ্টা। না—আগে সুরধাম।
এমন মহান আমি—
আমার মহান সৃষ্টি
তুমি বৃত্রাসুর,
ক্ষুদ্র মর্ত্তধাম
লক্ষ্য কভু নহে তব।

বৃত্র। তবে কেন—
বৃত্রাসুর কর্ম্মভূমি করিলে
মর্ত্তধাম তুমি! তোমার
সৃজিত, তোমার চালিত সত্য,
কিন্তু এই ক্ষেত্রে প্রতিকূলে তব।
মর্ত্তের ব্রাহ্মণ বংশ করিব বিলোপ,

দূর করি পার্থক্যতা সতী
অসতীর মাঝে। করিব প্রচার—
মর্ত্তবাসী যত—তাহারা
স্বাতন্ত্র স্বাধীন সতত।
নহে তারা দেবতার স্তুতিবাদী
কিংবা যজ্ঞ হব্যবাহী।
আত্ম তৃপ্তি সাথে লালসার
চরিতার্থতায়, নীতি বাধা
কিছু নাহি রবে তাহাদের।
আয় শিশু!
রাখ্ শির হেথা।

ত্বষ্টা। না—বৃত্র!
ত্বষ্টা কভু নাহি হবে
নীতি বহির্ভূত।
ওই দেখ—
অভিশাপে ভরা অশ্রুধারা
দরদর ধারে ভাসায় দধীচি বক্ষ ;
একবিন্দু ধরা প'রে হইলে
পতিত, সবংশে অসুরকুল
হইবে নির্ম্মূল।

[ বেগে আহুতির প্রবেশ ]

আহুতি। তাই ছুটে আসিতেছি
মুছে নিতে অঞ্চলেতে সব
অশ্রু আমি।

বিস্মিত হ'য়োনা—
অসুর আমার শত্রু—কিন্তু
আমি ভালবাসি অসুর রাজায়।
তাঁর অমঙ্গল কেমনে সহিব ?

**দধীচি।** সারস্বত, হেন শুভ অবসর
কোন জন্মে লভিবি না আর।
মুক্ত প্রাণে দেরে বৎস, আত্ম বলিদান।

**শম্বর।** চির শত্রু বিষ্ণু অসুরের।
অমৃতে বঞ্চিত করি, অমরত্ব
হরি—বিষ্ণুই অনৃত করি
রেখেছে অসুরে। সেই বিষ্ণু
নাম কীর্ত্তনেতে অসুরের প্রাণে
আতঙ্ক দিয়েছে এই দুষ্ট
ব্রাহ্মণ বালক। সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ
এবে অসুর সম্রাট।
কোথা ইষ্ট-নিষ্ট জ্ঞান ?
আয় দুষ্ট উপযুক্ত শাস্তি
আমি দিব তোরে এই
শাণিত কৃপাণে।

**বৃত্র।** না—না—সেনাপতি!
না—এ নিদানে তাহাতো
হবে না। সমস্ত সৃষ্টির
অসাধারণ যে মহামানব—
হেন দান, হেন ব্রত, হেন
যাগ যজ্ঞ—স্বর্গ মর্ত্ত

বিধানেতে নাই, যাহা করে
নাই নহুষ রাজন—
ততোধিক কল্পনা অতীত
জীব জন্ম লভি, যমের আয়ত্ত
এড়ি, সর্ব্বজয়ী হ'য়ে সশরীরে
স্বর্গে অমরার সিংহাসন লভি
পরাজয় চরম সীমায়—
নিপতিত সে মহামানব এক
সতীর প্রতাপে।
আর হেথা—
এক অনূঢ়া সতীর সামান্য
প্রতাপে, নেহার সম্বর—
ত্বষ্টাও ভুলি প্রতিহিংসা
সজল জলদ চোখে।
অশ্রু লোপে শুষ্ক নেত্রে
স্থাণুবৎ দধীচি তাপস।
তোমারও দৃষ্টির গতি
অন্য পথে এবে।
আর বৃত্রাসুর—
কি জানাবে হৃদয় বেদনা—
সে ভাষা ত' শিক্ষা দেন নাই
এ যাবৎ ত্বষ্টা পিতা মোর,—
প্রকাশের ভাষা কোথা পাব?
অপ্রকাশ্য হৃদয় আবেগ,
তুই বিনা অন্যে কে বুঝিবে?

মর্ম্মে মর্ম্মে দাহনের অসহ্
জ্বালায় শান্তি দিতে—
মৃত্যু পথ যাত্রী রে বালক!
আয়—আয়—
বুকে আয় মোর।

[ সকলের প্রস্থান

# তৃতীয় অঙ্ক

## —প্রথম গর্ভাঙ্ক—

দৈত্যরাজ সভা।

### গীত

বন্দি। অজোনিজ স্বয়ম্ভূবঃ অসুরকুল নায়ক।
ভীম কর্ম্মি বিষ্ণু ধর্ম্মি দুর্জ্জন দল শাসক॥

বন্দিনী। অর্দ্ধ চিত্তে ব্রাহ্মণত্বে,
অপরার্দ্ধে অসুরত্বে,

বন্দি। রৌদ্র করণে রহস্য-শাসনে, শমন ভীতি দায়ক।

বন্দিনী। চন্দ্র সূর্য্য, দলিত দীপ্তি
বামে ঐন্দ্রিলা পূর্ণ তৃপ্তি

সকলে। জয়, জয়, জয়, সতত অজেয়, দেব কীর্ত্তি শোষক॥

বৃত্র। শুনিলাম ত্রিদিবে অমরার দল,
বিনিদ্র শ্রমেতে করে রণ আয়োজন।
অনিবার্য্য দেবাসুর সংঘর্ষ অচিরে।

নমুচি। সৃষ্টির সূচনা হ'তে, দেবাসুরে
চলেছে সংগ্রাম—সৃষ্টি ধ্বংসে
হইবে নিবৃত্ত।

শম্বর। আমরা এবার, পরিহরি
পূর্ব্ব নীতি করিব সংগ্রাম হেন,
দেব ও অসুর মাঝে একজন
রহিতে জীবিত—বিরাম না
দিব কভু।

নমুচি। যুক্তিযুক্ত উপদেশ তব।
সৃষ্টি ধ্বংস আশু প্রয়োজন।
হউক আবার—
নবভাবে সমুদ্র মন্থন।
দেখিব এবার, দেবের চাতুর্য্য
কত অমৃত বণ্টনে।

১ম পারিষদ। যথার্থ বলেছ।
নিস্ফল এ মৃত্যুশীল
অসুর জীবন।

২য় পারিষদ। দেব দানবের পুনর্জ্জন্মে
পিতা কশ্যপের সনে দক্ষের
দুহিতৃগণ পিতৃত্ব, মাতৃত্বের দাবী
করিয়া সংস্কার, মনে হয়—
লভিবেন অবসর—অনুতাপ
হেতু এ জন্মের তারতম্য প্রমাদ নিচয়ে।

চন্দ্রপীড়। অনর্থক বাক্যব্যয়ে সময়ের
কেন অপচয়? বহুদিন হ'তে
রাশিকৃত রাজকার্য্য—বিপর্য্যস্ত রাজা—
সেই হেতু নাহি হয় মীমাংসা।

বৃত্র। বৃত্রের জীবনে পরিপূর্ণ ভাবে
জাগে উদ্যমশীলতা। সাধারণ
রাজকার্য্য সনে—রাজ অন্তঃপুর সম্বন্ধীয়
যত কার্য্য আছে অবশেষ,—
সব সাধি, বৃত্র সংসার তেয়াগী
হবে সন্ন্যাস পথের যাত্রী।

সকলে। সে কি? সে কি? সম্রাট!

বৃত্র। জরা ও মরণশীল মানবের মত
দানব ও অসুরের অবশ্যম্ভাবি
পরাজয় অমর সকাশে।
অসুরের মান, নিজ নিজ প্রাণ সনে
অসুর সাম্রাজ্য,—প্রাণপণে
দেবসনে যুঝি রাখিও তাবৎ,
অভিন্ন হৃদয় বান্ধব সকল—
যাবৎ না বরপ্রাপ্ত বৃত্র
পুনঃ ফিরে আসে, করি শেষ
সাধনা ব্রহ্মার—নিজরাজ্য মাঝে।

ঐন্দ্রিলা। এর চেয়ে আত্মহত্যা শতগুণে শ্রেয়!
হয়ে জন্ম শত্রু দেবতার
তাহাদের অন্যতম প্রতিনিধি—
ব্রহ্মার সাধনা, নামান্তর যার
স্তুতিবাদ চাটুকার বৃত্তি—
ততোধিক ঘৃণ্য রিপু পদসেবা।

বৃত্র। অমরত্ব বিনা অসুরের জয় কোথা?

ঐন্দ্রিলা। সে জয়ে গৌরব কিবা?
ভিত্তিতে যাহার বিরাজিবে অনুগ্রহ
রিপু দেবতার?

বৃত্র। শুম্ভ, নিশুম্ভ, হিরণাক্ষ্য,
হিরণ্যকশিপু আদি,
দানব ও অসুরের
শ্রেষ্ঠ কর্ণধার গণ—

ঐন্দ্রিলা। করেছিল ব্রহ্মার সাধনা—
প্রতিদানে পেয়েছিল অমরত্ব বর।
কিন্তু ক্রূর ছল দেবতার ছলনার
ভাষা দিয়ে গড়া—
প্রকারের প্রহেলিকা ভরা।

বৃত্র। লাভ বিনা—
ক্ষতি কিবা তায়?
বৃত্রের জীবন মন—
সম্পূর্ণ ভাবেতে বুঝিবে না
সম্রাজ্ঞী কখনও।
ব্রাহ্মণের মন্ত্রে
জীবনী সঞ্চার যার,
অসুরের পরিচ্ছদে
সুসজ্জিত অঙ্গের সৌষ্ঠব,
তার দ্বৈত-জীবন রহস্য বুঝিবার
শক্তি কোথা কার?
অনর্থক কালক্ষেপ!
কহ মন্ত্রী—
একে একে জানাও
রাজকার্য্য যত।

চন্দ্রপীড়। বাদী দুঃখিনী ব্রাহ্মণি—
বয়স্ক গৃহিণী;
প্রতিবাদী—
সম্রাটের সনে দানব সাম্রাজ্য।
অভিযোগ অতি ভয়ঙ্কর!

অপহৃতা যুবতী তনয়া ;
বিশ্বাস তাঁহার—
অসুরকুলের কেহ করেছে হরণ।

বৃত্র। জানি,—
যেইদিন প্রথম শুনেছি,
সেইদিন হ'তে জীবন্মৃত সম আমি
সোনার সংসারে।
ঋষি, গুরু, ব্রাহ্মণ ও
সাধারণ সমক্ষেতে
মুক্তকণ্ঠে কহেছে সে,
ভালবাসে মোরে
প্রতিদানে আমি
তারে দিয়েছি কেবল
লাঞ্ছনার উপর লাঞ্ছনা।

ঐন্দ্রিলা। সমাগত বীরেন্দ্র সমাজে
আমিও করি অভিযোগ
বিরুদ্ধে রাজার—
কোন্ নীতি বশে, রাজকার্য্যে
পায় ঠাঁই প্রেম উপাখ্যান।
দেবত্রাস দুর্দ্দান্ত সকলে
সহিবে কি নীরবে এমন ?

সকলে। কিছুতেই নয়—
আমরা বীরের জাতি
প্রণয়ের নাহি ধারি ধার।

বৃত্র। আমি রাজা এ রাজ্যের—

সকলে। করেছি আমরা।

বৃত্র। নিদেশে আমার
চলিবে কি, না চলিবে এই রাজসভা?

সকলে। সভ্য লয়ে সভা নাম।
সভ্য মোরা;
আমরাই যদি করি স্থান ত্যাগ
কোথা রয় সভার অস্তিত্ব?

বৃত্র। তোমাদের সমবেত হুঙ্কারে
বৃত্র নাহি ডরে কভু।
স্বতঃসিদ্ধ জীব সম কর্ম্মক্ষেত্রে
আগমন নহেক বৃত্রের।
হিংসাতন্ত্রে ঋষিমন্ত্রে, যজ্ঞবীর্য্যে
দক্ষিণার শান্তি অঙ্ক হ'তে
বৃত্রের উদ্ভব।
অসাধারণত্ব জন্মে কর্ম্মে তার।
ত্বষ্টা করধৃত সূত্রে
চালিত বৃত্র নিয়ত।
বিশ্বকর্ম্মা চালিত
যে জন অনায়াসে
শৈববীজ মন্ত্র সনে,
শৈবগুরু দধীচিরে
এক দণ্ডে দেয় বিসর্জ্জন—
সে কি কভু ডরে
তোমাদের মত অসংখ্য সহায়
পরিত্যাগে কভু?

অসুর দানব গন্ধর্ব্ব কিন্নর
যক্ষ রক্ষ উরগ পন্নগ নাগ
মানব কি দেবতা নিচয়
কারও সনে নাহি মম বাদ।
কেহ নহে প্রতিদ্বন্দ্বী মোর।
প্রতিদ্বন্দ্বী একমাত্র ইন্দ্র—দেবরাজ।
দেবাসুরে সংগ্রাম চলেছে—
চলিবেও অনাদি অনন্ত কাল।
বৃত্র সম কত রাজা হয়েছে নিপাত—
ইন্দ্র শুধু অক্ষুণ্ণ—অটুট।
এইবার—
এই ভাবী সংঘর্ষেতে
হয় ইন্দ্র— নয় বৃত্র
হইবে নিধন।

[ ইন্দ্রের প্রবেশ ]

ইন্দ্র। তাই আসিয়াছি মীমাংসা কারণ।

সকলে। এই ইন্দ্র—
বন্দী কর বন্দী কর ত্বরা।

বৃত্র। ধিক্—এই কি বীরের নীতি?
অস্ত্র ও সহায়হীন যেই জন
বীর্য্য ভরে প্রবেশিতে পারে
অরাতির রাজসভা মাঝে—
তাহার কর্ম্মেতে সম্বর্দ্ধনা হেতু

তারস্বরে ধন্যবাদ উঠিবে কোথায়—
তা না হ'য়ে বন্দীবাণী উচ্চারণে
ভীরুতার পূর্ণ পরিচয়।
এস দেবরাজ !
স্বেচ্ছায় বন্ধুত্ব করেছি আমি
তোমার সহিত—
অদ্যাবধি আছি বন্ধু।
লভিয়া বিরাম, পথশ্রম করি দূর
আতিথেয় সেবা অন্তে—
জানাইও আগমন উদ্দেশ্য।

ইন্দ্র। আসি নাই সেবা আতিথ্য
কিম্বা বন্ধুত্বের আদান প্রদানে।
আমি যথা স্বর্গের—
তুমি তথা মর্ত্ত বিচারক।
আসিয়াছি ভয়ঙ্কর অভিযোগ লয়ে
হে বিচারপতি !
তোমার সদন।
যেই বালা আশ্রয় ও অন্নজলে
জীবন রাখিল মোর,
সৌন্দর্য্যের স্নিগ্ধজ্যোতি করি বিকিরণ,
আবিলতা সরাইল
তোমার নয়ন হ'তে ;
কোন্ দোষে—অসুরেরও কল্পনায়
শিহরণ আনা নীপীড়নে
ধীরে ধীরে যাত্রী সে মরণের পথে !

বৃত্র। আমিত' তাহার তরে অশান্ত জীবনে ;
জান যদি, কহ বন্ধু !
কি দশায়—কোথা সে এখন ?

ঐন্দ্রিলা। কতক্ষণ—কতক্ষণ আর
এই ভাবে অসুর বীরেন্দ্রগণ,
নীরবে সহিবে
বিদ্রোহী রাজার
এই ঘৃণ্য আচরণ ?

বৃত্র। আঃ—মর্য্যাদা না রবে
পুনরায় বাধা যদি দাও।
কহ ইন্দ্র !
কেমনে—কোথায় সে ?
শুনেছ কি—মধুমাখা কণ্ঠস্বর তার ?

ইন্দ্র। শুনিয়াছি আর্ত্তনাদ—
কাঁদাইয়া গগন পবন
ত্রিদিবে কাঁদালো সবে।
আহা ! নির্য্যাতিতা নিপীড়ীতা—

বৃত্র। ব্যাস্—যথেষ্ট শুনেছি।
কহ ত্বরা, কেবা সে নির্দ্দয় ?
বৃত্র রহিতে জীবিত
শির তার নহে স্কন্ধচ্যুত ?

ইন্দ্র। যাহারে বুকেতে ধরি
অতীব দুর্দ্দিনে
লভেছিলে শান্তি মহারাজ,
কৃতজ্ঞতা প্রকাশের হেতু

যে বালক অধ্যয়ন ব্রহ্মচর্য্য
পিতার আবাস আদি সব করি ত্যাগ,
হয়ে ঋষির কুমার,
অস্পৃশ্য অসুর অন্নে রাখিয়া জীবন,
অলক্ষ্যেতে আছে সদা
ছায়া সম কারারক্ষী হইয়া তোমার
সেই দধীচি কুমার সারস্বত,—
তাহারই অগ্রজ ভরদ্বাজ,
যথাশাস্ত্র পাণি তার করিয়া গ্রহণ,
পিতারে তাহার, পুনরায় পূর্ব্বমত
দিল আসন ও অধিকার
সমাজ ও বর্ণাশ্রমে।

বৃত্র। পরিণীতা!

ইন্দ্র। পরিণীতা যথা বিধানেতে।
কি কব রাজন! বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে
ভাষা না যুয়ায়—
পরিণয় রাত্রে সপ্তপতি গমনান্তে
হরিল তাহারে যত অসুর সকল।

বৃত্র। তারপর—

ইন্দ্র। তারপর—
মা বলে ডেকেছি,
আমি যে সন্তান তাঁর;
কেমনে বর্ণনা করি—

বৃত্র। না—না—
এইখানে কর শেষ

আখ্যান তোমার।
এইখানে রে বিধাতা,
ধীরে ধীরে ফেলে দাও কৃষ্ণ যবনিকা,
অতীতের সুসজ্জিত রঙ্গভূমি মাঝে।

ইন্দ্র। একি, কোথা যাও বৃত্রাসুর ?

বৃত্র। বেছে নিতে আপনার পথ।

ঐন্দ্রিলা। অসুর অগ্রণীগণ! বন্দী কর—
অসুর ও দেবতার রাজায়।

নমুচি। সাবধান উন্মাদ সম্রাট।

সম্বর। এক পদ হ'লে অগ্রসর
না রবে সম্মান।
সসম্মানে বন্দী হবে কি বাসব ?
অথবা লাঞ্ছিত হবে
অসুরের পাদুকা শিরেতে ?

১ম পারিষদ। রিপু সনে কেন এত বাগ্ আড়ম্বর!

নমুচি। যথার্থ বলেছ—
আয় তবে চিরশত্রু।

সম্বর। শৃঙ্খলেতে বাঁধি—
দৃঢ় কর বন্ধুত্ব বন্ধন।

বৃত্র। পুনঃ করি সাবধান—
অতিথির রাখহ' সম্মান।
কি, চারিভিতে করিলে বেষ্টন!
আতিথ্যের অর্ঘ্যরূপে ধর ইন্দ্র,
এই অবদান—বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত
তথা মন্ত্রপুতঃ তোমারই নিধন অস্ত্র।

মোর তরে চিন্ত অকারণ।
বর্ম্মরূপে আশে পাশে ত্বষ্টা আশীর্ব্বাদ।
নিজ মান সনে, ধূলি ধূসরিত পদ
কর ধৌত অসুর শোণিতে।

ঐন্দ্রিলা। আক্রমণ কর বীরগণ—
আসুরিক মর্য্যাদা রক্ষিতে যদি
ঐন্দ্রিলার সীমন্ত সৌন্দর্য্য যায়
সেও শ্রেয় গণি।

সকলে। জয়—জয়—শঙ্কর—হর—

ইন্দ্র। সাবধান! আক্রমণ ত্যজি
জনে জনে হও সাবধান
আত্ম রক্ষা হেতু।
বজ্রের সেবক তোরা—
বজ্র দত্ত মহাদানে
যায় যদি প্রাণ কারও,
সে কলঙ্ক যাবে না ইন্দ্রের।

[ যুদ্ধ ও সকলের প্রস্থান

## —দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক—

রাজ প্রাসাদ—বহির্ভাগ

অগ্নি। এ আমার কি দেখাচ্ছ দয়াময়! প্রাক্তনের দোষেই বল আর কু-সঙ্গের গুণেই বল, পণ্ডিতের বংশে জন্মে কেউ কখনও পণ্ডিত হ'তে পারে নি। পেটের দায়ে যেদিন অসুরের দাসত্ব স্বীকার করেছি

সেই দিন থেকেই নিরাকারের ওপর কিম্ভুত-কিমাকার ক'রে তোমায় ছেড়ে দিয়েছি। পইতে গাছটা প'ড়ে আছে—সন্ধ্যে করতে নয়,—বামুন ভোজনের নেমন্তন্ন আর অন্ধ বিশ্বাসী মাগীদের ব্রতর দান গ্রহণে। এমন আমি, আমার চোখের সামনে যেন ধোঁয়ার মত তোমার আবছায়া কেন? একা ইন্দ্র একদিকে—আর তাকে ঘেরাও কল্লে 'তাবড়' 'তাবড়' হাজার হাজার বীর—চোরের ঠ্যাঙানি দিয়ে থ' বানিয়ে চলে গেল। রাজ্যহারা পলাতক উপবাসে জীর্ণ ইন্দ্রের দেহে এ বিদ্যুতের শক্তি দিলে কে?—আমার মেয়ের দীর্ঘ নিশ্বাস—না সেইটে বহন করে তুমি—

[ বৃত্রের প্রবেশ ]

বৃত্র। এখনও সন্দেহ?
ঈশ্বরের প্রতিনিধি যদি সত্য
ব্রাহ্মণ মরতে, তবে হে ব্রাহ্মণ,
সদ্য সদ্য প্রতিশোধ ক্রিয়া হেরি
ভগবানে এখনও সন্দেহ?
কন্যা তব বিলাঞ্ছিত অসুরের কাছে
নাহি জানি কি দশায়—
কোথায় সে আছে;
কিন্তু প্রতিশোধ,—অজ্ঞাতে তাহার—
তারই দীর্ঘশ্বাস—
লভিয়াছে কড়াক্রান্তি হিসাবেতে হেথা।
ইন্দ্রের প্রহারে,—জর্জ্জরিত নমুচি,
সম্বর, জ্ঞানহারা হয়গ্রীব,
শঙ্কুশিরা, বিপ্রচিত্তি, পুলোমা ও বৃষপর্ব্বা—

রক্ত বমনেতে লুটায় ধূলায় ;
আমি মাত্র অক্ষত শরীরে।
কাঁদ—
কন্যা তরে কেঁদে—
হেথা শাস্তি দাও অসুর নায়কে।

অগ্নি। না—না সম্রাট! মুখে হাসি চোখে রুদ্ধ জল সত্য,—কিন্তু সে কন্যার জন্য নয়—তোমার জন্য। এই পরাজয় অপমান কা'র—অসুর কুলনায়ক তোমার।

বৃত্র। তবে—ব্রাহ্মণ তুমি,
কর আশীর্ব্বাদ—
চলিতেছি সাধন মার্গেতে

অগ্নি। অনন্যশরণ একাগ্রতা তব
স্বতঃসিদ্ধ ল'য়ে যাবে সিদ্ধি পথে বীর!
জন্মেছি ব্রাহ্মণকুলে সত্য মহারাজ ;
কিন্তু আশীর্ব্বাদ শক্তি আমাতে
কোথায় ?

বৃত্র। কোথায় চলেছ বন্ধু ?

অগ্নি। প্রভু, সুহৃৎ, নৃপতির রাজ্য
করিতে রক্ষণ তাবৎ ;
যাবৎ না বরদৃপ্ত বৃত্রাসুর
আসে ফিরি সাধের সাম্রাজ্যে।

বৃত্র। মর্ম্মে মর্ম্মে যে জ্বলনে
জ্বলিতেছ তুমি অহর্নিশি—
প্রকাশেতে হবে অগ্ন্যুৎপাত।
এক বৃত্র হেতু—

পুড়ে যাবে এক অংশ
ধাতার এ সাধের সৃজনে।
বিধাতার প্রতিনিধি—
সাম্যের স্থাপক হে ব্রাহ্মণ,
তুমি ত' পার না তাহা।
তাই কহিলে না কথা
দিয়ে অভিশাপ।
কিন্তু—
অর্দ্ধ ব্রাহ্মণত্ব, অর্দ্ধ অসুরত্বে গড়া
বিশৃঙ্খলে ভরা বৃত্রের জীবন,
সুশৃঙ্খলে, কিছু পূর্ব্ব হ'তে চালিত যথার্থ—
কিন্তু নিমিত্তেতে তার—
দারিদ্র্যেতে ভরা এক দ্বিজ পরিবার
কে আনিল নিরদয় বৃত্রের জীবনে
সৌন্দর্য্যের জ্ঞান—
অসুরের দুর্ব্বাক বাণীতে
অতিথির সমাদর—
তুলাদণ্ডে সূক্ষ্মরূপে
তারতম্য ন্যায় অন্যায়ের ?
যদি বৃত্র কভু
ওঠে ভবিষ্যতে মহত্ত্বের তুঙ্গ শৃঙ্গে—

[ ইন্দ্রের প্রবেশ ]

ইন্দ্র। "যদি" "ভবিষ্যৎ" আদি বিতর্কের
হ'য়েছে মীমাংসা।

মহত্ত্বের তুঙ্গ শৃঙ্গ
অবিসংবাদে অধিকার
তাহার শ্রীমান—
সুপবিত্র যজ্ঞ হ'তে
উদ্ভব যাহার।
যেই জন দেবতার রাজার শাসক,
অভিশাপ যার—
নারী পৃথ্বী পাদপ সলিলে মিশি
হয়না বিলোপ—
সেই সুমহান্ ত্বষ্টৃ বিশ্বকর্ম্মা
স্রজক যাহার—

বৃত্র। এক পদ সংসারেতে—
অন্য পদ বাণপ্রস্থ গমনের পথে।
অতি ভয়ঙ্কর সন্ধিক্ষণে বৃত্রাসুর এবে
তা' যদি না হ'ত—
অসুরের সমগ্র ঐশ্বর্য্য
ডালি দিয়ে ঐ চরণের তলে
দানিতাম কথঞ্চিৎ পুরস্কার
বীরত্বের তব—হে বাসব!

ইন্দ্র। মহত্ত্বের আকর্ষণ তব
টানিয়া এনেছে মোরে অর্দ্ধ পথ হ'তে।
শোন্ মতিমান!
পুত্রশোকে জর্জ্জরিত দেহ
মন মস্তিষ্ক আলোড়ি
যত কিছু নিপুণতা—

লুপ্ত ছিল গুপ্ত ভাণ্ডারেতে
সব দিয়ে বিশ্বশিল্পী—
ত্বষ্টৃ বিশ্বকর্ম্মা গড়িয়াছে
এই বাসব মারণ-অস্ত্র।
উদারতা বশে, সে অস্ত্র
অম্লানে দানিতে পার আমারে
মহান্, বন্ধুত্বের অবদান হেতু ;
কিন্তু আমি তো পারিনা
তাহা করিতে গ্রহণ।
অবশ্যম্ভাবী দেবাসুর রণ।
অবশ্য দাঁড়াতে হবে বিরুদ্ধ ভাবেতে
দেব ও অসুর নায়কে।
অসুরেরা মর—দেবতা অমর।
বুঝে দেখ কিবা পরিণাম !
তবু—
মৃত্যুশীল বৃত্রের নিধন আগে
পারে যদি ত্বষ্টৃ অস্ত্র বাসবে
বধিয়ে—বন্ধু হত্যা পাপ হ'তে
রক্ষিতে ইন্দ্রেরে—সেই হেতু
অযাচিত দান তব
করি প্রত্যর্পণ।
বিশ্ব শিল্পীর নির্ম্মিত,
ব্রাহ্মণের মন্ত্রপূত ;
ততোধিক দেবতার
আশীর্ব্বাদ সঞ্চিত কৃপাণ

সুনিশ্চয়
চিরবিজয়ী রাখিবে তোমায়।

[ প্রস্থান

বৃত্র। ওঃ—
পুনরায় পদাঘাত শিরে।
আরে বৃত্র—
এখনও সংসারের দ্বারে
মরদেহ করিয়া ধারণ?
তবে এস সর্ব্বনাশী অসি
একদিকে ঈপ্সিত ব্রহ্মার বর
অন্যদিকে—
ব্রাহ্মণ দেবতা দান!
অসুরের এই অপমানে
পরিপূর্ণ প্রতিহিংসা করিতে গ্রহণ—
না—না—
পুত্রহারা জনক ত্বষ্টার—
যার তরে বৃত্রের সৃজন,
সেই ত্বষ্টার প্রতিহিংসা
করিতে সাধন
রহ বৃত্র দৃঢ় ভুজ মাঝে।
প্রতিদ্বন্দ্বী ত্বষ্টা ও বাসব,
বৃত্র মাত্র নিমিত্ত কলঙ্ক।

[ ঐন্দ্রিলার প্রবেশ ]

ঐন্দ্রিলা। কোথা যাও অসুর সম্রাট্?
বৃত্র। এস এস জীবন সঙ্গিনী!

এই দেখ ইন্দ্রের পাদুকাঘাতে
রক্তস্নাত উচ্চশির ধূলায় লুণ্ঠিত।

ঐন্দ্রিলা। স্বেচ্ছায় লইলে শিরে রিপু পদাঘাত।
নতুবা ঐন্দ্রিলা নায়িকা যেথা,
সেথা একা ইন্দ্র ছার, সমস্ত দেবতার
সমবেত শক্তি অতি তুচ্ছ সদা।

বৃত্র। নিরপেক্ষে দিয়েছিনু অসুরের
শ্রেষ্ঠ সেনাপতিগণে ইন্দ্র দমনের ভার,
তিলমাত্র তিষ্ঠিতে নারিল কেহ।
নায়িকা তুমিও সেথা,
প্রাণ ভয়ে পলাইলে রণরঙ্গ ত্যজি।

ঐন্দ্রিলা। তোমার সংসর্গে ঐন্দ্রিলার
পূর্ব্বশক্তি এবে অন্তর্হিত।
তা যদি না হ'ত,
যদি তব সনে বিবাহ না হ'ত
তাহ'লে ঐন্দ্রিলার মহাশক্তি
এতদিন হইত বিস্তৃত
শিব বিষ্ণু ব্রহ্মলোক ভেদি'।

বৃত্র। ফেরেনা কি—ফেরেনা কি
সে শক্তি তোমার আর
আসুরিক কোন বিধানেতে?

ঐন্দ্রিলা। ফেরে। কিন্তু তুমি যথা ঐন্দ্রিলাও সেইরূপ
অসাধারণ বিশাল সৃজনে।
আসুরিক মতে ঐন্দ্রিলা যে চলিতে পারে না
ছিন্ন করি বিবাহ বন্ধন।

বৃত্র। ভুল ত্বষ্টার, ঐন্দ্রিলা!
কেন ব্রাহ্মণ সনে
অসুরের ঘটাইল এমন মিলন!
আর একবার পাই যদি ত্বষ্টারে সম্মুখে
এ ভুলের করি সংশোধন।

ঐন্দ্রিলা। কোথায় চলেছ?

বৃত্র। নিরুপায়ে উপায় করিতে স্থির।

ঐন্দ্রিলা। সেই ঘৃণ্য মর্য্যাদা নাশক
রিপু পদে আত্ম বলিদান
নামান্তর তপস্যা যাহার?

বৃত্র। বুঝে দেখ বিবাহিতা প্রণয়িনী মোর,
তোমার আমার এ মিলন নহে ফিরিবার যদি,
তবে হেন ভাবে পদে পদে দেব পদে
বিদলিত হ'তে কেন ছার জন্ম করিব বহন?

ঐন্দ্রিলা। দেবতার নায়কের মৃত্যু অস্ত্র
করতল গত যার—

বৃত্র। সত্য। একা ইন্দ্রে মারিলে তো
দেবকুল হবেনা নির্ম্মূল,
তাই সাধনেতে করিব আদায়
কাম্য বস্তু সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার সদন।

ঐন্দ্রিলা। ব্রহ্মাও দেবতা—জেনে রেখ' রিপু অসুরের।

বৃত্র। হোক্ রিপু, তবুও নিয়ম অধীন ব্রহ্মা।

ঐন্দ্রিলা। বিফল প্রয়াস। হবে—না হতে পারে না,
দিবে না—দিতে পারে না কমলযোনি
অমরত্ব অসুরেরে, দেবত্বের মর্য্যাদা নাশিতে।

স্তব স্তুতি আরাধনা যাগযজ্ঞে
তুষ্ট দেবগণ মানবে সতত নহেক অসুরের।

বৃত্র। বৃত্রের হৃদয় রত্ন! ভেবেছ কি
পত্নী বলে হৃদে দিয়ে স্থান,
তোমার মর্য্যাদা নাশে বৃত্র
স্তব স্তুতি করিবে তপেতে—
রিপু দেবতার মঙ্গল আকাঙ্ক্ষী ব্রহ্ম ঠাঁই কভু?
কর্ম্ম, কর্ম্ম করি কর্ম্মফল করিব আদায়—
নহে অনুগ্রহ, বর কি আশীষ। বিনা কর্ম্মে
দেবতা না দেয় যদি কিছু,
তবে দেবতার কৃতিত্ব কোথায়?
সে তো কর্ম্মফলে হইবে আদায়।

ঐন্দ্রিলা। আর যদি নাহি দেয় কর্ম্ম কর্ত্তা
উপযুক্ত সুফল কর্ম্মের?

বৃত্র। তবে হেন ভাবে ফিরিব না স্থির।
প্রকৃতিতে বিকৃতি ঘটাব'
চন্দ্র সূর্য্য ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সনে
যমে টেনে এনে এই ধরাধামে
তীক্ষ্ণ নখে বক্ষ বিদারিয়ে—
হৃৎপিণ্ড করিয়া বাহির,
তন্নে তন্নে খুঁজিব সেথায়
কি রহস্যে বিচালিত বরেণ্য জীবন।
অগস্ত্য শুষেছে মাত্র একটা সাগর,
আমি স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে
যত আছে "আপঃ নারায়ণঃ স্বয়ং"

সব গণ্ডুষে শুষিয়া
পরিপূর্ণ অসুরত্বে—
ঐন্দ্রিলে—ঐন্দ্রিলে
তোমায় দানিব সেই
বীভৎসের অর্দ্ধ অংশটুকু।
এই নাও, রেখে দাও
ইন্দ্রের মারণ অস্ত্র
যাবত না ফিরি আমি পুনঃ।

ঐন্দ্রিলা। ত্বষ্টা দেছে তোমারে এ দান।
মম অধিকার কোথা এ কৃপাণে?
তবে রহিবে এ ঐন্দ্রিলার
শয়ন মন্দিরে
অতীতের স্মৃতি হেতু শুধু।
ওই—ওই শোন'
ঘন গরজনে বিমানের বুকে
ইন্দ্র করে বিদ্রূপ মোদের।
শক্তি শক্তি ওরে কেবা পারে
দিতে শক্তি মোরে বিমান হইতে
ইন্দ্র আকর্ষণে? ত্বষ্টার সমান
দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ সত্যই কি
নাহিক সৃজনে?
তা যদি না থাকে
তবে সৃষ্টির সৌন্দর্য্যে কিবা প্রয়োজন?
চলিনু রাজন্, তুমি সেথা—
আমি হেথা, আজি হ'তে

আসুরিক পূর্ণ উদ্যমেতে
সৃজনের যত কিছু দ্রষ্টব্যে নাশিতে।
ঐন্দ্রিলার এ নব উদ্যমে
না রহিবে মাতৃকোলে
দুগ্ধপানে নিযুক্ত শিশুর
সুন্দর সৌন্দর্য্য আর,
কুমারী লাবণ্য যৌবনার
মনপ্রাণহরা সম্মোহিনী,
প্রৌঢ়ার মাতৃত্ব ছবি,
আজি হ'তে একে একে
বিনাশিব সব।

বৃত্র। ঐন্দ্রিলা! ঐন্দ্রিলা! একি
ভীষণা ঐন্দ্রিলা তুমি!

ঐন্দ্রিলা। তবু এখনও বহিরাজ্যে আছ
অন্তর্রাজ্যে করনি প্রবেশ।
আসুরিক ধর্ম্মের মন্দিরে
মহাকাল বামে
কালী তারা সনে
হেরিয়াছ রূপসী ষোড়শী।
পাশে তার ভুবনেশ্বরী
মহা মহীয়সী, এইবার
ফিরে এসে নেহারিবে,
জগতের বিনষ্ট সৌন্দর্য্য পরে—
একধারে— ত্রিশূলকরধৃতা
গৈরিকী ভৈরবী, অন্যপ্রান্তে—

বিপরীত রতি বিদলিতা,
শোণিত লোলুপা,
শিবাদল পরিবৃতা,
বসন বিচ্যুতা,
রুধির আপ্লুতা, নিজ হস্তে
নিজ শির খণ্ডিতা কামিনী
ভয়ঙ্করী ছিন্নমস্তা,
আর মধ্যে তার—
কাকধ্বজ ধূম্ররথে
জগতের সর্ব্ব সহানুভূতি
বেছে বেছে ফেলে দিতে
আবর্জ্জনা মাঝে—
সধবার সৌন্দর্য্য নাশিনী,
সূর্পহস্তা ধূমাবতীরূপে
এই ঐন্দ্রিলায়—
বেদান্তের ব্রহ্মায়ও শাসিতে।

[ প্রস্থান

বৃত্র। চুপ্! আরে রে জগৎ!
আতঙ্কেতে কেন এ চীৎকার?
বোঝনি তখন—যখন যজ্ঞ হ'তে
আসুরিক মর্ম্ম দিয়ে
ত্বষ্টা তুলিল আমায়?
মা! মা! দশমহাবিদ্যা!
জগতের মাতৃত্বের দাবী ল'য়ে
যুড়ে আছ হৃদয়ে সবার?

আমার কি অধিকার ?
আমি কেন ভক্তিপ্লুত হৃদে
"মা মা" ব'লে
কাঁদিয়া আকুল হই—
জগদম্বা মাতঙ্গী ও
কমলার রূপ বিকীরণে ?
সন্তানে শাসিতে দেবী
মঙ্গলদায়িনী, অসুরের জিহ্বা টানি
গদা পাণি বগলা জননী—
তুমি পার অম্লানে রহিতে,
কিন্তু আমি তো পারি না
দেবি, সহিতে কখন'
মাতৃহস্তে সন্তানের এ হেন দুর্গতি ?
আমিও যে সন্তান জনেক,
তাদের সমান আমিও কি
আসি নাই তারা—
তোমার সাজান এই সোনার সংসারে
"মা মা" বলে কাঁদিতে নিয়ত ?

[ প্রস্থান

## —তৃতীয় গর্ভাঙ্ক—

অলিন্দ

[ ঐন্দ্রিলার প্রবেশ ]

ঐন্দ্রিলা। অসম্ভব হইল সম্ভব—
অসুরের এই পরাজয়ে ;
কিন্তু, একি শক্তি অলৌকিক !
একের সান্নিধ্যে
এতগুলি বীরের পরাজয় ;
এ শক্তি কাহার ? বাসবের
অথবা স্বামীর মোর,—কিম্বা
কৃপাণ নির্ম্মাতা ত্বষ্টৃ নামা সে
বিশ্বকর্ম্মার ?
অসুরত্ব দেবত্ব ও ব্রাহ্মণত্ব—
কোন্ শক্তি শ্রেষ্ঠতর ?

[ দধীচির প্রবেশ ]

দধীচি। সৌহৃত্ব।

ঐন্দ্রিলা। ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ—
আমি ত' ত্যজিনি' তোমা,
ভুলি নাই
তব দত্ত বীজমন্ত্র আজও।
দাসীরে সদয় হও,
শক্তি দাও—শক্তি দাও—

রক্ষিবারে শক্তিহীন অসুর
চমূরে।

দধীচি। দিব শক্তি—
অভিনব শক্তি দিব
তোমারে সাম্রাজ্ঞী।
যার তেজে সুরাসুর
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর সব
হবে অনুগত তোমার সদন।

ঐন্দ্রিলা। পদে ধরি,—দাও ত্বরা করি।
অসুর কুলের শিরে করি পদাঘাত
ঐ দেখ, বাসব চলিয়া যায়
বিমানের পথে।
শক্তি দাও—শক্তি দাও, দ্বিজ,
বাসবেরে আকাশ হইতে টানি'
পুনরায় ভূতলেতে আনি,
বেত্রাঘাতে—বেত্রাঘাতে—
পৃষ্ঠদেশ জর্জ্জরিত করিবার
শক্তি দাও হে তপস্বী মোরে।

দধীচি। ধর—ধর শক্তি—
সম্রাট বণিতা।

ঐন্দ্রিলা এ কি?
এ যে পুষ্প মাল্য—

দধীচি নানা ফুলে গাঁথা ফুলহার
ছিন্ন করি একে একে করহ
সন্ধান—বাসবের সনে

চরাচর সবার উদ্দেশ্যে
দেখিবে অচিরে—
শক্তিতে তোমার সমগ্র
সৃজন হবে অবনত।

[ সত্যের প্রবেশ ]

## গীত

সত্য। এমন দিন গো কবে হবে
কবে ভেদ ভুলিয়ে ভাববে অভেদ;
পরস্পরে ভ্রাতৃভাবে॥
কবে রাজা প্রজা পাবে মজা
দিয়ে সবায় ক্ষমা সাজা
কবে' বিনিময়ে চলবে সকল
ভরবে ভুবন শান্তি রবে॥
দুদিন তরে আসা হেথা
শেষ কালেতে কেবা কোথা
কোন্ জগতের পথে পথে
পরস্পরে দেখা হবে॥

[ প্রস্থান

ঐন্দ্রিলা। হেন শুভদিন আসিবে সত্বর।
অন্তরে বাহিরে তুমি যথা
সার সত্যে করিলে প্রকাশ
সাম্রাজ্ঞী সমীপে, অন্তরে বহিবে
ঋষি, আর্য্য পবিত্রামর,—

আমিও তেমনি—
অনার্য্যের পবিত্রতা দিয়ে
আসুরিক শক্তি করিব প্রকাশ
আজি হেথা, এই দণ্ডে—
কালি সেথা,
ত্রিদিব বিজয়ে।
নিরাকার দেবতা তোমার,
সাকার মূর্ত্তিতে বিমানে বসিয়ে,
ঝর ঝরে, অঝরে কাঁদিবে,
যবে ঐন্দ্রিলার সত্যের বিকাশ
হবে উপলক্ষ করি দেহ তব।
মর্ত্ত্যের মানব, পাতালের নাগ
কাঁদিয়া আকুল হবে,—
যবে ঐন্দ্রিলার সত্য যাবে
পূর্ণত্বের পথে, অত্যাচারে
অত্যাচারে জীর্ণ করি
জাতিরে তোমার—
হাঃ—হাঃ—হাঃ—
এনেছ কুসুম মাল্য।
ওই দেখ,
বাতাসের করুণ নিশ্বাসে
একে একে ঝরে' প'ড়ে যায়।

দধীচি। হায়,—হায়,—
কোথা হ'তে আসে এই
বুকভাঙ্গা সুর!

ঐন্দ্রিলা। কঙ্কালের মাঝে—
বাজে সুর বেসুর জীবনে ;
আর ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে তার
বাজে ব্যথা সহানুভূতি
দায়কের প্রাণে।
হাঃ—হাঃ—হাঃ—
সাধ আছে দেখিবার ?
সহ্য করিবার শক্তি আছে কি তোমার ?
ওহে মহান্ তাপস ?
জানি কত শত
ঝড়, ঝঞ্ঝা, বাত্যায় আহত
অমার আঁধার রাতে,
মহাশ্মশানের বুকে শবাসনে
কেটে গেছে কতকাল।
কিন্তু ঐন্দ্রিলার এই সর্ব্বসিদ্ধি
যাগ আয়োজন নেহারিলে,
কঠোর তাপস,—
তুমি ত' দুর্ব্বল নর,—
নিজে শবাসনা দিগম্বরী কালী
অশ্রুনেত্র শ্রীকরে ঢাকিবে।
হাঃ—হাঃ—হাঃ—
ওই পুনঃ করুণ ক্রন্দন—
হাঃ—হাঃ—হাঃ—

দধীচি। ( সভয়ে )—ওঃ—
করুণ ক্রন্দনে বিচলিত প্রাণ,

মায়াহীন সংসার সন্ন্যাসী আমি,
আমারও ব্যথিত চিত এই আর্ত্তনাদে।
ক্ষমা কর অসুরাণী ওই নির্য্যাতীতে।
জন্ম মোর সহিতে সকলি,
যত পার কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত
করহ মোরে, আমি সহিতে প্রস্তুত
সর্ব্ব অত্যাচার বিনিময়ে
মুক্ত কর' ওই নির্য্যাতীতে।

ঐন্দ্রিলা। এত মর্ম্ম ভাঙ্গা ঋষি ওই আর্ত্তনাদ ?
নাহি ভয়, নিবারণ হবে ত্বরা
বুক ভাঙা সুর।
বন্দীভাবে ক্ষণকাল
কর অবস্থান।
অচিরে শুনিবে কাঁদাইতে
সমীরণে, কাঁদিবে না আর
নির্য্যাতীত।

[ প্রস্থান

দধীচি। অনুমানি বামা কণ্ঠধ্বনি
আহা কোন্ অভাগিনী,
কোন্ অপরাধে—
ভুঞ্জে এ দুর্গতি।
ভগবান্!—কোন্ পাপে
মম কর্ণে আসে এই
মর্ম্মভেদী সুর ?

স্বর্গ দেবতার,
অসুর পাতালে,
মর্ত্ত্যে মানব প্রধান,
কোন্ নীতি বলে
মানবের মনুষ্যত্ব নাশে
মর্ত্ত্যধামে বিরাজে অসুর ?
ওই ওই পুনঃ মুক্তি সনে
বিন্দুমাত্র বারি ভিক্ষা
করে নির্য্যাতীত,
ওরে উপায় যে নাই,
ভক্তি ডোরে সম্রাট
বেঁধেছে আগে—আর
বর্ত্তমানে লৌহ ডোরে ভুজদ্বয়
বাঁধিল সাম্রাজ্ঞী,
উপায় কোথায়
উদ্ধারের তোর ?
উপায় রহিলে এই দণ্ডে
ছিন্ন করি লৌহের শৃঙ্খল
ছুটিতাম উদ্ধারেতে তোর।

[ ঐন্দ্রিলার পুনঃ প্রবেশ ]

ঐন্দ্রিলা। পারিবে না ঋষি,
পারি নাই যাহা আমি
কঠোরা আসুরী,

কেমনে পারিবে তাহা
কোমল সন্ন্যাসী তুমি!
গিয়েছিনু নিবারিতে
রোদন তাহার;
অত্যাচারে জর্জ্জরিতা—তবু
কাণায় কাণায় স্নেহময়
লাবণ্য তাহার,
যে দেখিবে সেই যে মজিবে,
হ'লেও আসুরী, তবু—
রমণীরা কোমলা প্রবৃত্তিভরা,
আমিও যে বামা
কেমনে বিদলি তারে
নিজ হৃদি করি চূরমার?

দধীচি। সম্রাজ্ঞী—সম্রাজ্ঞী!
যে হোক্ সে হোক্—
যত অপরাধে হোক্ অপরাধী
মুক্তি দাও করুণায় ওই
নির্য্যাতীতে। মুক্তি দাও—
মুক্তি দাও, ভিক্ষা মাগি
মুক্তি দাও করুণা ঈশ্বরী।

ঐন্দ্রিলা। গিয়েছিনু মুক্তি দিতে তারে,
কিন্তু নিজে যম এসে
করযোড়ে করিল নিষেধ।
শরতের পরিস্ফুট পদ্মসম
মুখশ্রীতে তার—দরদর

অশ্রুধারা হইয়া পতিত—
কি যে শোভা কি যে
বুকভাঙা পরাণ কাঁদানো—
'আহা' ব'লে বুকে তুলে নেওয়া—
বর্ণনার নহে।
মুক্তি দিনু তোমা,
চলে যাও দ্রুত সেথা
যেথা বাতাস না যাবে
লয়ে হাহাকার তার।
সুন্দর মানব তুমি সৌন্দর্য্যের দাস,
সুন্দর লইয়া তুমি
দূরে বসে লহ তৃপ্তি দ্বিজ'
আমরা অসুর—কদর্য্য বীভৎস বুকে
জন্মেছি সৃজনে ; তোমাতে
আমাতে আকাশ পাতাল ভেদ।
ঐ—ঐ পুনঃ কাঁদে না ব্রাহ্মণ ?
উঃ কি মর্ম্মভেদী সুর
না—না, সহিব না—
সহিতে পারিনা—
সহিতে যে পারিবার নয়,
কে পারে সহিতে বিষাদের
বুকভরা তান ?
দেখি যদি পারি
অবসান করিতে এ গান।

[ প্রস্থান

দধীচি। হে ঈশ্বর! যুক্তি দিয়ে সাম্রাজ্ঞীরে
মুক্তি দাও ওই নির্য্যাতীতে।
বিষাদের তানে ভেঙে দেছে বুক।
ভাঙা বুকে কোন্ সুখে,
কোথা গিয়ে রব নির্ব্বিকারে?

[ প্রস্থান

[ গীতকণ্ঠে সত্যের প্রবেশ ]

সত্য। **গীত**

আর কত কাঁদাবে শ্যামা।
এম্নি ধারা হবে সারা কেঁদে কেঁদে জগত কি মা?
বাজেনা কি এ বেদনা তোর প্রাণেতে ওমা উমা
দুঃখ পেলে দুর্গা বলে কাঁদবে না আর কেউ যে গো মা।
কেঁদে ভবে আসে তারা কাঁদতে কি গো হর দারা
কেমন ধারা মায়ের ধারা বুঝতে নারি হর রমা।

[ প্রস্থান

---

## —চতুর্থ গর্ভাঙ্ক—

প্রাসাদের অন্য অংশ

[ নমুচির প্রবেশ ]

নমুচি। সমগ্র অসুর শিরে করি পদাঘাত
বিমানের বুকে বসে—অট্ট অট্ট হাস্যে
ওই ইন্দ্র করিছে বিদ্রূপ।
নমুচির জাত শত্রু আরে রে বাসব
তিষ্ঠ কিছুদিন আর।

বুঝিব তখন কত শক্তি ধর তুমি
দেব আখণ্ডল ! কি কহিব
এক ভুবন সুন্দরী লয়ে
অসুরের একতা ভেঙেছে,
নতুবা কি সাধ্য তোমার একাকী
অগণ্য অসুর শির দলি দুই পদে
বিজয় গর্ব্বে যাও চলে গন্তব্যের পথে।
ও কি ! আবার করুণা তান
ভেসে আসে আকাশে বাতাসে !
একদিকে ইন্দ্রের প্রহারে
জর্জ্জরিত প্রাণ—অন্যদিকে
ততোধিক এই শোক বাণ
কোন্ ভিতে রহি স্থির ?

[ দেবহুতির প্রবেশ ]

দেবহুতি। এই যে তুমি; ওগো দয়াল! মান, সম্ভ্রম, সব গেছে, সব হারা প্রাণে পড়ে রয়েছে তোমাদের প্রাসাদের আবর্জ্জনা মাঝে, দয়া করে আমার মাণিক আমায় ভিক্ষা দাও।

নমুচি। এস এস নির্য্যাতীতা।
আমি বহুদিন হতে রাশি রাশি
ইন্ধন সঞ্চয়ে তব অপেক্ষায়
পুড়াইতে ঐন্দ্রিলার সনে বৃত্রাসুরে
অভিযোক্তা তুমি যে রমণী,
তোমা বিনা অন্যায়ের
হবে না বিধান।

দেবহুতি। ন্যায়, অন্যায়, বিধান অবিধানের ভিখারিণী আমি নই, আমি এসেছি কঙ্কালসার প্রাণটুকু নিয়ে যেতে—ওগো, তুমিও মায়ের ছেলে, ব্যথা পেলে তোমার জন্যে তোমার মায়ের কি বেদনা তুমিও স্বচক্ষে দেখেছ, সেই মা আমি। তোমার মা রাজরাণী, আমি মা কাঙালিনী, কাঙালের ভিক্ষা ওপরে নয়—পায়ের তলায়। দাও দাও ভিক্ষা দাও নইলে এই পা আর ছাড়বো না—যতক্ষণ না মৃত্যু হয়।

নমুচি। বুঝিতে না পারি নারি
কেন অকারণ ভিক্ষা
তব অসুর চরণে।
বিপুল মানবকূলে ভরা বিশ্বধাম,
তুলনায় মুষ্টিমেয় অসুর হেথায়।
মানব সমাজে কেন এতদিন
কর নাই অভিযোগ মাতা।

দেবহুতি। মা বলে ডাক্‌লে? তবে বাবা, সত্যি যদি মায়ের মর্য্যাদা দিয়ে থাক, তা'হ'লে আমার ভিক্ষা তোমার পায়ে—ভিক্ষা দাও বাপ্।

নমুচি। আমি যে অসুর সহানুভূতি দিতে
কিংবা নিতে নহে জন্ম অসুরের।
তোমার কন্যার এই
বুক ভাঙা আর্ত্তনাদে
নিষ্ঠুর অসুরও কাঁদে,
পাষাণ গলিত—বাতাস পাগল,
আকাশও আঁধারে ঢাকিয়া মুখ
বিন্দু বিন্দু অশ্রু ত্যজে

ওই হের তরুলতা দূর্ব্বাদল শিরে
আর বিপুল মানব কূলে
পশে না কি এই মর্ম্মভাঙা গীতি ?
মনুষ্যত্ব কোথায় তাহ'লে ?

দেবহুতি। মনুষ্যত্বের দোহায়ে আমি অসুরের পায়ে ভিক্ষা করতে আসিনি, আমি এসেছি অসুরের মঙ্গল সাধতে। আমার স্বামী অসুরের বৃত্তিজীবি, আমি পত্নী অসুরেরই মঙ্গল চাই। আমার কন্যার সবে বিবাহ হয়েছে—লক্ষ্মীস্বরূপা, তার অমর্য্যাদা করে অসুর নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করছে, আমি অসুরকে বাঁচাতে এসেছি।

নমুচি। অসুরের প্রতি করুণার বশে
এসেছ ভিক্ষার আশে,
নহে কন্যার মঙ্গলে ?

দেবহুতি। না। অসুরের ঘরে বসবাস করেছে আমার কন্যার সমাজে ঠাঁই কোথায় ? কি আছে তার—কি রেখেছে তার—কি নিয়ে আমি মা তৃপ্তি পাব ?

নমুচি। অতৃপ্ত এতই যদি, তবে কেন
ভিক্ষা মাগ' তারে ?
মানবের পূজার প্রতিমা
অসুরে কি পূজিতে পারে না ?

মনে কর কন্যা তব
মরিয়াছে অসুর প্রাসাদে।

দেবহুতি। মরবে কি ? এই অত্যাচার এই অনাচার—এত উৎপীড়ন—তার প্রতিশোধ পূরোমাত্রায় না নিয়ে একের জন্য সারা অসুর জাতটার চরম দুর্দ্দশা না দেখে মরবে কি ? কত বড় রাজা কত বড় রাণী সে, যে এত অত্যাচারে ধ্বংস না হয়ে বাঁচতে পারে ?

[ সম্বরের প্রবেশ ]

সম্বর। অত্যাচার হয় নাই চরম এখন নারী।
মহারাণী ঐন্দ্রিলা আদেশ
দেবতার স্তুতিবাদী হব্য কব্য বাহী
মানবের সর্ব্বনাশ সাধন সর্ব্বাগ্রে।
শিশু কি কুমারী.
যৌবনা অথবা প্রৌঢ়া
কাহারও সৌন্দর্য্য রহিবে না
অসুর শাসনে। কন্যা তব
শাস্তি ভোগে অন্ধকারা মাঝে।
তোমারে হেথায়
দণ্ড দিতে আগমন মম।
ছিন্ন করি কেশদাম, অয়ি নারি—

নমুচি। সাবধান সম্বর সেনানী।
মা বলে ডেকেছি ভুলে,
হোক্ ভুল, তবু এই ভুল
রাখিতে বাসনা মোর আমরণ।

সম্বর। তবে মৃত্যু হোক্ সন্নিধান।

দেবহুতি। আর আমি মা—তাও আমায় দেখতে হবে? ছাড়—পথ ছাড়—

সম্বর। কোথা যাবি—দুর্দ্দান্ত অসুরে এড়ি?

দেবহুতি। ভিক্ষায় মিল্‌লো না—কান্নায় স্তুতিতে কাণ দিলে না? তবে নিরুপায়ের যা উপায়—সেই উপায়—জোর করে প্রাসাদে ঢুকে আমার মেয়ে নিয়ে যাবো—

সম্বর। সাবধান! দূর হ'রে নারী
নতুবা এই পদাঘাতে—

নমুচি। কোথায়? মাতৃশিরে মোর?
সম্বর—সম্বর!
অসুরের ভেঙেছে কপাল!
নতুবা কি একা ইন্দ্র শিরে
করি পদাঘাত নির্ব্বিঘ্নে
পলাতে পারে? হের
উন্মুক্ত কৃপাণে—
দাঁড়াইনু পথের কণ্টক নাশে।
যাও মাতা,
অভিলষিত স্থানেতে তোমার।

দেবহূতি। আশীর্ব্বাদ করি বাপ,
চিরজীবি হও।

[ প্রস্থান

নমুচি। এইবার এস বন্ধু! নিরস্ত্র নমুচি,
হত্যাকর তারে।

সম্বর। সম্বর অসুর, তব সম নহে কাপুরুষ
নর সম ভীরু ও দুর্ব্বল।
সম্বরের তেজ দীপ্ত অসি, পিপাসার্ত্ত
বীরের শোণিতে, নহে তব সম
আভিজাত্য হীন মূর্খের কদাচ।
এ বিদ্রোহীতার লব প্রতিশোধ,
নহে প্রাণে, মানসে তোমার।
জেনে রাখ' সম্বর জীবিতে

কিছুতেই পারিবে না তুমি
আহুতির প্রেম আস্বদনে।

[ প্রস্থান

নমুচি। আমারও প্রতিজ্ঞা—
দেবতা ও রাজভোগ্য রূপসী আহুতি।
দেবরাজ নিবেদিতে নৈবেদ্য না লাগে
যদি, তবে অন্য কারো ভাগ্যে
হইতে দিবনা তারে। আপনি ফুটেছে
আপনা হইতে নীরবে একাকী
ঝরে পড়ে যাবে।

[ প্রস্থান

---

## —পঞ্চম গর্ভাঙ্ক—

বন্ধগৃহের সম্মুখ

[ সারস্বতের প্রবেশ ]

### গীত

সারস্বত। কোথা কেবা কাঁদে কি জানি।
আকুলিতে বিগলিত কেন এ পরাণ খানি॥
কি বেদনা ওগো আহা
বলিবার কি নহে তাহা
হারায়েছ তুমি যাহা পাবে না কি সেই মণি॥

বাতাসেতে সুর ভেসে
স্বরগে পশিয়া শেষে
অসহ যাতনা ক্লেশে রোধিবে মুকতি দানি॥

সারস্বত। আর্ত্তনাদে মনে হয়
বামা কণ্ঠ ধ্বনি !
ওগো কেবা তুমি
কোথা কি দশায় তুমি ?
যদি থাক ইহ লোকে
ব্যক্ত কর অবস্থান স্থান,
যে মনেতে পারি যাব তব ঠাঁই।
আর যদি পরলোকে থাকি'
অনুদ্বারে কাঁদ তার স্বরে—
তবে মরণের পারে এই
দণ্ডে যাইতে প্রস্তুত—
যদি ক্ষুদ্র আমি আমা হ'তে
হয় তব যাতনার শেষ।

আহুতি। (নেপথ্যে) ওঃ—প্রাণ যায় যাতনায় !
মা—

[ দেবহূতির প্রবেশ

দেবহুতি। ওই—ওই আমার হারান মাণিক আবার কেঁদে উঠলো, কোথায় মা তুই, একবার বল; আমি ত' তোকে পরিত্যাগ করিনি, তোর কৃত কর্ম্মে কোনদিন কোন' অভিযোগ করিনি।

সারস্বত। কে তুমি গা ?

দেবহুতি। আমি এক দুঃখিনী মা !

সারস্বত। কাঁদছে সে তোমার কে ?

দেবহুতি। আমার কে ? কি বলবো বাবা ? বালক তুমি, তুমি

ত' বুঝবে না মায়ের সঙ্গে সন্তানের যে সম্বন্ধ—বিধাতার সঙ্গে সৃষ্টির সম্বন্ধও তার কাছে তত প্রাণ কাঁদানো ব্যথা ভরা—ততটা আশার আবেগ ভরা নয়।

সারস্বত। তোমার কন্যা বুঝি মরেছে ?

দেবহুতি। ষাট্ ষাট্ ! ওরে এ দুঃখিনী ব্রাহ্মণীর অভাবের সংসারে ওই শান্তি ছাড়া অপর কোন শান্তি নেই। তাকেও যদি যমে নেয় তবে বিধাতার নাম পর্য্যন্ত যে লোকে ভুলে যাবে।

সারস্বত। সামনে যে পাথরের ঘর দেখা যাচ্ছে, ওতে বায়ু চলাচলের কোন ব্যবস্থা নেই,—আর্ত্তনাদ মনে হয় যেন ওই ঘর থেকে আসছে।

দেবহুতি। ও ঘর কিসের ?

সারস্বত। সঞ্চিত ধনভাণ্ডার রক্ষার।

আহুতি। ( নেপথ্যে ) মা—মা—কোথা তুমি—জল।

দেবহুতি। ওই—ওই, আহা বাছারে আমার ! এক ফোঁটা জলের জন্য এমন হাহাকার করছিস্, আর আমি রাক্ষসী পোড়া উদর পূরণ করে বেড়াচ্ছি। একদিন স্তন্য দিয়ে ধন্য করেছিলেম,—আজ সেই তোকে এক ফোঁটা জল দিয়ে নিজে ধন্য হ'তে পারছি না। হা ভগবান, কি পাপে আমায় এমন সাজা দিচ্ছ।

সারস্বত। কেঁদনা মা, বিপদ বারণ মধুসূদনকে ডাকি এস। তিনি নিশ্চয়ই উদ্ধার করবেন। ইহলোকে রাজা আর পরলোকে দেবতা, আর্ত্ত মানবের আবেদন জানাবার এই দুই মহৎ আধার ! 'রাজা' তপস্যায় সুতরাং দেবতা ব্যতীত এ বিপদে আর উদ্ধার করবে কে ?

## গীত

সারস্বত। মায়ের বেদন মায়ের রোদন পশে না কি তোমার কাণে।
ছিল নাকি তোমারো মা ওগো কেমন মাতা কে জানে।

[ গীতকণ্ঠে সত্যের প্রবেশ ]

সত্য। নহে তার আটাশে ছেলে
মা মা বলে ক্ষুধা পেলে
কেঁদেছে গো ছেলেবেলায় ব্রহ্মা বিষ্ণু নারায়ণে।

[ সত্যের প্রস্থান

[ ধূম্রাক্ষ ও ভস্মাক্ষের প্রবেশ ]

ধূম্রাক্ষ। র‍্যা—র‍্যা—র‍্যা—র‍্যা—র‍্যা—র‍্যা—কেরে—কারা রে।

ভস্মাক্ষ। বাঘের ঘরে কোন্ ঘোঘেরা বাসার যোগাড়ে রে—

ধূম্রাক্ষ। ভস্মাক্ষ ভায়া,—ড্রম্বো ব্যাটা পালিয়েছে, এরা পালাবার যোগাড়ে আছে—মার এই বেলা। ( লাঠিকাঘাত )

ভস্মাক্ষ। এই হেঁইও—

দেবহূতি। ওঃ—মাগো—( পতন )

সারস্বত। আহা কি করলে,—সন্তানহারা জননী চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছিল, তাকে এমন ভাবে মারলে। হওনা তোমরা অসুর, হওনা তোমরা বীর,—তোমাদেরও ত' মা আছে, তোমরাও তো স্তন্য পানে বর্দ্ধিত হ'য়েছো—তোমাদেরও তো মর্য্যাদার আবরণে কুলবালারা আছেন, আজ যদি তাঁদের এই অবস্থা হত—

ভস্মাক্ষ। খবরদার ব্যাটা, ও সব 'বক্তিমে' তুলে রেখে দে তোর বাবার টোলে গিয়ে আওড়াবি।

ধূম্রাক্ষ। বলে ধাড়ী বড় পাত্তা পেলে তা তেউড়। তোর বাপ মালা দিয়ে প্যালার যোগাড়ে এসেছিল। আমাদের দৈত্যরাণী তো' আর নেকী নন, এক ঠ্যালায় গলা ধাক্কা খেতে খেতে—দধীচিকে পড়তে হয়েছে আবার সেই বুড়ীর ছেচতলায়—

ভস্মাক্ষ। অর্থাৎ আপনার কুঁড়ের আস্তাকুঁড়ের তলায়।

সারস্বত। মা—মা, ওঠ্ না মা। কে তুই আমার মা, কোন্ জন্মের কি সম্বন্ধ তোমার সঙ্গে আমার মা—কেন তুমি আমার কোলে মরতে এলে মা—

দেবহুতি। অ্যাঁ—কে তুমি বাবা—বলতে পার আমি কি করি—একটা মেয়ে ছিল—সে যে কি দশায়—ওই আর্ত্তনাদে বুঝে নাও, আর আছেন স্বামী—তাঁর কাছে তাঁর প্রভুর সমান কেউ নয়। একমাত্র প্রভুই জগতের সর্ব্বস্ব—

[ অগ্নিহোত্রের প্রবেশ ]

অগ্নি। আর একজন—সে ধর্ম্মসহচরী তুমি—তাই প্রভুর কার্য্য কিয়ৎক্ষণের জন্য অবহেলা ক'রে ছুটে আসছি, তোমাকে নিতে। নাও ওঠ, রক্ত মোছ। কেঁদে মরছ কেন—কার কাছে কাঁদছ—শুনবে কে, শুনতে আছে কে? এ বাঁশবনে মনসার ভাসান গান সমসাময়িক বটে—কিন্তু শোনে কে—

[ ছদ্মবেশী নারায়ণের প্রবেশ ]

নারায়ণ। ওগো আমি শুনাবো—আমায় শুনাবে তুমি—

অগ্নি। কে তুমি—

নারায়ণ। আমি কাঙাল। সাপের দেশে আমার বাস—মনসার গান আমাদের বড় ভাল লাগে।

অগ্নি। ঠ্যালায় প'ড়ে বুঝি? কিন্তু আশ্চর্য্য হচ্ছি এই দেখে যে, কড়া পাহারা ঘেরা দৈত্য প্রাসাদের মাঝে এই রহস্যের ঘরের সামনে তুমি কেমন ক'রে এলে?

ভস্মাক্ষ। তাইত'—তুই বেটা—এই—তুই বেটা, এই কেমন ক'রে এলি—তাইত'—তুই—

ধূম্রাক্ষ। বেটা তুই—তুই বেটা—

অগ্নি। তোরাও তো আচ্ছা ঠেঁটা। এখানে চোখ বার ক'রে বাঘিনির মত নিজে রাণী পাহারায়—তার মত না নিয়ে এসেছে।

নারায়ণ। তোমাদের রাণী আমায় নিতিই ডেকে আনে।

ধূম্রাক্ষ। তুই ব্যাটা আসবি কেন?

নারায়ণ। আমি যে কাঙ্গাল—ধনীর দুয়ার ব্যতীত আমার গতি কোথায়?

সারস্বত। তুমি কিসের কাঙ্গাল ভাই?

নারায়ণ। মায়ের—

দেবহুতি। আয়—আয়রে কাঙাল ছেলে—কাঙালিনী মা'র শূন্য কোল পূর্ণ কর। একবার মা বলে ডাক্—আমি মেয়ের শোক ভুলি। ডাক্, ডাক্, এখনি মেয়ে আমার আবার আর্ত্তনাদ করবে—প্রাণ ফেটে যাবে—তোর ডাক তখন ভাল লাগবে না—ডাক্—

নারায়ণ। তোমার মেয়ে আর কাঁদবে না, আমি তাকে ঘুম পাড়িয়ে এসেছি।

সারস্বত। তুমি—তুমি, ঘুম পাড়িয়েছ—কে সে তোমার—তুমিই বা তার কে—

দেবহুতি। যেই হোক্—কিছু জানবার দরকার নেই। শুধু শুনবো তোর মা বলে ডাক—

## গীত

নারায়ণ। মা—মা—কেন মা—কিমা—কৈমা।
চিনি না দেখিনি সাধ তবু মা মা॥

সারস্বত। কায়া ছায়া মায়াময়ী
একাধারে মাগো তুমি
পবিত্র এ মর্ত্ত্যভূমি তব পাদস্পর্শে মা॥

নারায়ণ। মুখে মধু বুকে সুধা
মিটাতে তনয় ক্ষুধা
তৃপ্তি দিতে তুমি সদা আনন্দদায়িনী মা॥

ধূম্রাক্ষ। ওরে এযে সনাতনীদের ছ্যাদ্ধ বাড়ীর সভারোহণ পর্ব্ব হ'য়ে উঠলো।

ভস্মাক্ষ। বয়স্থ মহাশয়—এ আপনার কি—

অগ্নি। সত্যই ত', আমার এ কি!—দাস আমি—সেবা করতে আমার জন্ম, আনন্দ করা উচিত আমার প্রভুর আনন্দে—প্রভু বিনা এ আনন্দে যোগদান এ আমার কি—

ধূম্রাক্ষ। ওরে ভাই, রাণী যদি জানতে পারে, হেঁটে কাটা মাথা কাটা—

ভস্মাক্ষ। দোহাই তোদের—পায়ে গড় করি—ওরে স'রে পড় না শেষটা চাকরী খোয়াব।

সারস্বত। মা—মা—মা—

দেবহুতি। এ্যাঁ—আমার ছেলে—

অগ্নি। সে কি আর থাকে? মা ব'লে ডেকে তোকে ঘুম পাড়িয়ে অবসর বুঝে রড় দিয়েছে।

সারস্বত। চল মা, আজ থেকে আমি তোমায় মা ব'লে ডাক্‌বো।

দেবহুতি। আমার মেয়ে—

অগ্নি। শুনলে না, ছদ্মবেশী দেব বালক কি বলে গেল? বুঝলে না সে আর নেই।

[ প্রস্থান

দেবহুতি। এ্যাঁ—স্বামী—কৈ আমার স্বামী—

সারস্বত। কর্ত্তব্যপরায়ণ ভৃত্য—কর্ত্তব্য সাধনে। এটা যে কর্ম্মের জগৎ সকলেই কর্ম্ম করতে বাধ্য। চল মা, আমরাও নিজের নিজের কর্ত্তব্য পালন করিগে—

দেবহুতি। না—না, আর একটু দাঁড়াও—আর একবার শুনে যাই তার কণ্ঠ, আর একবার করে উঠুক সে আর্ত্তনাদ—

[ ঐন্দ্রিলার প্রবেশ ]

ঐন্দ্রিলা। ক্ষমতা কোথায়?
না - না, হয়তো বা
ক্ষমতা থাকিতে পারে,
কিন্তু সেই ভাষাহীন
আর্ত্তনাদ অর্থ কে বুঝিবে?
সে আর কবে না কথা,
জানাবে না প্রণয় সোহাগ
মধুভরা কণ্ঠ ও ভাষায়।
এই দেখ,—জিহ্বা তার
করেছি ছেদন।

সারস্বত। এঁ্যা—রাজ্ঞী—রাজ্ঞী
কেন হেন শাস্তি তার ?

দেবহুতি। দুঃখিনীর দুঃখিনী তনয়া
দারিদ্র্যের ঘরেতে পালিতা—
তুমি যে সম্রাজ্ঞী
সর্ব্ব বিলাসের আধারে বর্দ্ধিতা
কোন্ অপরাধ তার
তোমার নিকট রাণী ?

ঐন্দ্রিলা। অপরাধ অতি ভয়ঙ্কর !
তোমারে যে নহে বলিবার,—
মা যে তুমি তার ?
আহার ও নিদ্রা সনে
জীব প্রাণে জাগে
অন্য চেতনা মহান্—
তার ভবিষ্য সুখেতে
আছিল কণ্টক তব
আদরের সুতা !

দেবহুতি। তুমি—তুমি—
পাষাণী—তুমি কাটিয়াছ জিহ্বা তার-

ঐন্দ্রিলা। শুধু জিহ্বা কাটি'
প্রণয় ভাষার গতি
করি নাই লোপ।
বায়ু শূন্য রুদ্ধ কক্ষে
অনাহারে রাখি—
স্বর্ণ অঙ্গ করিয়াছি কালী।

নাই আর রূপ আকর্ষণী
শক্তিতে যাহার মুগ্ধ
মম বিলাসের সহচর স্বামী।

সারস্বত। আ-হা-হা, মা, রাণী মা, আর কেন—কঙ্কাল ক'খান তার মায়ের কোলে দিয়ে প্রজা বাৎসল্যতা দেখাও—

দেবহুতি। তাই দাও—ভিক্ষা দাও—বোবা কুরূপা হ'লেও সে আমার মেয়ে—আমার কাছে সে চিরকালই রূপে গুণে অতুলনীয় থাকবে। দাও—দাও—

ঐন্দ্রিলা। এস—চুপি চুপি সাথে মোর।
সাবধান—তনয়ার দুর্দ্দশা নেহারি
আর্ত্তনাদে করিও না
লোক জানা জানি।
চুপি সারে—
এস অতি সন্তর্পণে—
চর্ম্মসার কঙ্কাল ক'খানা লয়ে
চলে যাও—দরিদ্রের
অন্ধকারে ভরা কোটরেতে।
সাবধান—পুরুষের চক্ষে
কভু তারে ক'রনা প্রকাশ।

সারস্বত। তুমি—তুমি—অসুরাণী—তুমি কি মায়ের স্নেহ সত্যই পাওনি?

ঐন্দ্রিলা। স্নেহ—ওরে শিশু, কি বুঝিবি
মন্মথের অধিকার নাহি
এ বয়সে তোর দেহ মনে
তাই তুই এমন বিস্ময়ে!

প্রণয় বুঝিস? তার কাছে
স্নেহ তো সামান্য—
ঈশ্বরের অনুগ্রহ
অতি হেয় অপদার্থ সদা।
কাঁদ কাঁদ লো দুঃখিনী মাতা
রাজ্ঞীর হিমসিক্তা বিষণ্ণা বদন পঙ্কজে
পুনরায় হাসি বিকাশিতে
কেঁদে কেঁদে তোর সনে
সমগ্র জগৎখানা হউক পাগল
মহাশ্মশানে হউক পরিণত
ধাতার এ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য জগৎ।
সেই মহাশ্মশানের বুকে
একমাত্র স্বামী বামে আমি
অট্টহাস্যে হাসিব সতত।
হাঃ—হাঃ—হাঃ—
প্রলয় পয়োধি স্রোত
ভাসাইয়া লয়ে যাবে
চরণের তলে—এ বালকও
তোর সনে বিশ্বের সৃজন
বটপত্রে ভাসমান ব্রহ্মা শিব
নারায়ণে পুনঃ—
আর নির্ব্বিকারে প্রলয় মগনে,
রবে তবু বৃত্রসনে ঐন্দ্রিলা দানবী—
হাঃ—হাঃ—হাঃ—

[ প্রস্থান

# চতুর্থ অঙ্ক

## —প্রথম গর্ভাঙ্ক—

[ বনবালাগণের প্রবেশ ]

### গীত

বনবালাগণ। বনে বনে লাগলো আজ প্রাণ মাতানো ঢেউ।
ফাল্গুনের মন মাতানো সই
প্রেম জানানো ঢেউ॥
নদীর সনে তালে তালে চরণ ফেলে চল ছুটে চলে
উতল হাওয়ায় ডাকছে পাখী পিউ পিউ পিউ॥

[ প্রস্থান

[ মদন ও ইন্দ্রের প্রবেশ ]

ইন্দ্র। শুন ফুলশর! রাজ্যহারা
আমি স্বরাজ্যে বসেছি পুনঃ
তোমাদের সকলের প্রীতি ভক্তিবশে।
বৃত্রে যদি ত্যজ—
পুনঃ স্বর্গচ্যুত—নহে দেবরাজ একা
জেনে রেখো হবে সমগ্র দেবতা দল।

মদন। যোগভঙ্গে ব্রহ্মা বরদীপ্ত
বৃত্র—ভয় হয়
তার প্রাণে উন্মাদনা আনিতে
বাসব!

ইন্দ্র। কে কবে জিনেছে কামে!
ব্রহ্মবর? তব বাণে
কাম পীড়নেতে ছুটে ছিল
ব্রহ্মা নিজ কন্যা সন্ধ্যার সকাশে।
কেন ভোল পূর্ব্ব কথা,
আপন ক্ষমতা।

মদন। তোমার প্রসাদে বসন্ত সহায়ে
কুসুম আয়ুধ মাত্র অস্ত্রের সম্বলে
পারি বিশ্বজয়ে সত্য—

ইন্দ্র। অসুরত্ব বিশ্বমাঝে এখনও
বিরাজে। ব্রহ্মা দেছে বর,
প্রচলিত মারণাস্ত্রে না হবে
নিধন তার। তব অস্ত্র
ফুলবাণে না বুঝায় ব্রহ্মবরে,—
কামে কর তার বীর্য্যক্ষয়;
নির্বীর্য্যে হত্যার ভার
আমি লব কাম।

মদন। তবে করহ আশীষ—

ইন্দ্র। সিদ্ধ হউক অভীষ্ট সবার।

[ প্রস্থান

মদন। ওরে কে কোথায়
জীব জন্তু পাদপ উরগ
বিহগের দল— হ'রে সাবধান,

শ্রাবণের ধারা সম
ফুলবাণ ছুটিবে চৌদিকে
মদন আয়ুধ হ'তে।

[প্রস্থান

[ মালী ও পরিচারিকার প্রবেশ ]

## গীত

পরিচারিকা। ছাড়বো না তোরে ছাড়বো না।
রাখবো নিতি হৃদ্‌মাঝারে
কোথাও যেতে দেব' না ॥

মালী। হিয়ার মাঝে তোরে রাখি।
গাইব আমি প্রণয় গীতি
একা তুমি একা আমি
কাউকে আর চাইব না।

পরিচারিকা। তোর ওই মিষ্টি গানে
থাকব' আমি সুরের মোহে।

মালী। ঘুমের উড়নে থাকবো দু'জনে
ভুলবো ভবের বেদনা ॥

[ প্রস্থান

## —দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক—

দৈত্যরাজ সভা

[ মন্ত্রী ও বিদূষক ]

চন্দ্রা। অনিবার্য্য দেবাসুর রণ।
নাহি জানি হবে কিবা পরিণাম!
ব্রহ্মবীর্য্যে যজ্ঞানল হ'তে
দক্ষিণার স্নেহ কোলে
উদ্ভব যাহার—পরিপূর্ণ
অসুরত্ব. বীর্য্য প্রতাপের সনে
নির্দ্দয়তা কোথায় তাঁহাতে!
নাই—থাকিতে পারে না—
থাকা অসম্ভব।

অগ্নি। নায়কই না হয় আধা বামুন আধা অসুর, আর যেগুলি ঘেটের অসুর তরণীর হাল ধরবার মাঝি রয়েছেন, তাঁরা তো ষোল আনা ছেড়ে আঠার আনা অসুর। এই ধরুন—নমুচি ও সম্বর—এঁদের পাঁকে পুতে রাখলেও বাল্সাবেনা, করুণায় আর্দ্র হওয়া দূরের কথা। শর্ম্মিষ্ঠার জন্মদাতা শ্রীযুত বৃষপর্ব্বা, আখাম্বা আইবুড় শঙ্কুশিরা, শঙ্খচূড় পিতা বিপ্রচিত্তি—'বাপ কো বেটা নয়, বেটা কো বাপ—প্রতাপে যার গর্ভিনীর গর্ভপাত হয়, কার কথা বলবো—দয়া করুণা—সত্য—বিশ্বাস এঁদের কারও প্রাণে কণামাত্র নেই যখন, তখন—দয়াবান, সত্যবান, বিশ্বাসবান, করুণাময় দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের সঙ্ঘর্ষে আপনার মিথ্যা ভাবনা কেন?

চন্দ্রা। নাহি বুঝ সরল ব্রাহ্মণ
দেবের প্রতাপ, তাই
সমর আসন্ন তবু
উদাসীন তুমি রঙ্গরসে।

অগ্নি। কুটিল মন্ত্রীবর—যে সংগ্রাম আমার সংসারে হ'য়ে গেছে—আর তাতেও যখন আমার ভাঙ্গা কুঁড়ে ঠিক হেলে পড়' পড়' হ'য়েও দাঁড়িয়ে আছে, বামনী আধা জ্ঞানী আধা পাগলী হ'য়েও সংসার চালাচ্ছে আগের মত তেমনি অভাব অনাটনের জন্য দিনরাত নাকে কান্না কেঁদে, মেয়েটা বাক্ হারিয়েও না মরে, সকল সময়ে দীর্ঘ নিশ্বাসে বিধাতা পুরুষের পর্য্যন্ত হাড় পাঁজরা জুড়ুচ্ছে, আমি বেটা তেমনি পরের পাদুকা মাথায় করে ব'য়ে—ভূতের বাপের শ্রাদ্ধের যোগাড়ে আছি—তখন দেবাসুর সংগ্রামের পরিণামে, এর চেয়ে আর নূতন কি পরিবর্ত্তন ঘটবে!

[ বৃত্রাসুরের প্রবেশ ]

বৃত্র। এত আবর্ত্তন—তবু সাধ সখা,
পরিবর্ত্তন দেখিবারে আমার
তোমার সনে সারাটা বিশ্বের?
প্রলয়ের পূর্ব্বে যথা নিস্তব্ধ
গগন—গম্ভীর পবন বহে রুদ্ধশ্বাসে
সেইরূপ দেবাসুর পরস্পরে
করে অবস্থান। সৃজন পালন
চিন্তা ত্যজি এবে সৃজন পালন কর্ত্তা

ব্রহ্মা নারায়ণ মহাকাল মহাদেব
সাথে মত্ত ধ্বংসের চিন্তায়।

অগ্নি। এ কথা আমি বিশ্বাস করতে পারিনা যে সম্রাট্ ; কারণ আমি যার বয়স্য তিনি যে কঙ্কালের ভিতরেও জীবনীর স্পন্দন অনুভব করেন।

চন্দ্র। সত্য এই ব্রহ্মবাণী রাজা।
মৃতপ্রায় ছিল প'ড়ে
রাজসভা মাঝে অসুরের রাজলক্ষ্মী
তোমার বিহনে—
তব পাদস্পর্শে পুনঃ—
উত্তেজনা বুকে জাগিয়া উঠেছে।

বৃত্র। ষড় রিপুময় অস্ত্রে হয়ে সুসজ্জিতা
কেমন—না ? কেন নিরুত্তর ?
কহ অভিনব সংবাদ কিছু
আছে কি ভাণ্ডারে তব ?

[ প্রথম পারিষদের প্রবেশ ]

১ম পারিষদ। অতি ভয়ঙ্কর সংবাদ রাজন্ !

বৃত্র। এততেও তোমাদের কেহ
চিনিল না বৃত্রাসুরে
এই খেদ ! বুঝিল না—
বৃত্র হ'তে ভয়ঙ্কর কিছু
বিধাতার সাধের সৃজনে।
ভয়ঙ্কর রহস্যেতে উদ্ভব যাহার,
পুত্রহত্যা প্রতিহিংসা পরায়ণ—
ভয়ঙ্কয় ত্বষ্টা যার চালক নায়ক,

তেতোধিক ভয়ঙ্কর বয়স্ত যাহার—
যেই জন—ভয়ঙ্করী তনয়ার দিয়ে জন্মদান,
অসুরের সর্ব্বনাশ সেধেছে পরোক্ষে,
তার কাছে আছে ভয়ঙ্কর কিবা ?
কহ তব ভয়ঙ্কর কথা !

১ম পারিষদ। পূর্ব্বভাগে নব তেজে উদ্দীপিত
একচক্রী সপ্তাশ্ব যোজিত রথে
ভীম বিবস্বান্ দেছে হানা
অসুর সাম্রাজ্যে তিন কোটি
অমর সহায়ে।

বৃত্র। ছয় কোটী অসুর সেনার সাথে
আক্রমণ কর তারে—
দেখ' যেন একজনে রাখি
কর্ম্মক্ষম, নাহি ফেরে জন মাত্র
সৈন্য তব বীর !

১ম পারিষদ। তাই ভাল, অমৃত পানেতে
দেবতা অমর—মরিবার নহে,
হস্তপদ কাটি' সবে অকর্ম্মণ্য
ভাবে পাড়িয়া ভূতলে
অরুণে বাঁধিয়া ভেট দিব
চরণে তোমার।

[ প্রস্থান

বৃত্র। হে ব্রাহ্মণ, কেন নির্ব্বিকারে,
বিপন্ন অরাতি করে—
গায়ত্রীর দেবতা তোমার।

[ দ্বিতীয় পারিষদের প্রবেশ ]

২য় পারিষদ। ঈশাণে বিষাণ বাজে
প্রলয় ঝটিকা তুলি,
তড়িন্ময় রথে—ঊন
পঞ্চাশৎ ভ্রাতা দেছে
হানা অসুর সাম্রাজ্যে।

বৃত্র। যাও ত্বরা—
উপযুক্ত বল সাথে
পবনের গতি কর রোধ।

[ প্রস্থান

[ সম্বরের প্রবেশ ]

সম্বর। নৈঋতে ময়ূর রথে পার্ব্বতী দুলাল
দেব সেনাপতি স্কন্ধ—
কেকারবে শিখী ডাকে
করে প্রাণে ভীতির সঞ্চার।

বৃত্র। যাও—যাও ত্বরা!
কাত্তিকেয়রে কর আক্রমণ।
সুনিশ্চয় ভয় চিত্তে পলাবে
অমর দল সেনাপতি সাথে।

অগ্নি। একটু ভুল হ'ল মহারাজ, বস্তা আণ্টেক চিমড়ে সুপুরী সঙ্গে নিয়ে যেতে আদেশ দিলেন না কেন? যাঁতি যার অস্ত্র—সে সুপুরী দেখলে—অসুর ছেড়ে তাই কাটতে ব্যস্ত থাকতো—

[ নমুচির প্রবেশ ]

নমুচি। দক্ষিণ ভাগেতে—ভয়ঙ্কর
অন্ধকার বুকে জ্বালি
চিতার অনল—কাকধ্বজ
ধূম্রময় রথে, অগণিত
প্রেতদল সাথে, পাশ হস্তে
অগ্রসর কালান্তক যম।

বৃত্র। উদ্‌গ্রীব তাহাতে তুমি
যমের শাসক!
যাও—যম ভয় নিবারণ
লক্ষ হরিনাম লিখি
রথেতে তোমার—
যম সাথে করহ সাক্ষাৎ।
আদেশ' সেনানী দলে
হরি বলি যেন ত্যজে বাণ;
সুনিশ্চয় যম জয়ী হ'য়ে
বিপুল যশের সবে
হবে অধিকারী।

নমুচি। রিপু নাম? প্রাণান্তেও নমুচি
না পারিবে তাহা।

চন্দ্র। নহে রিপু—
জাননা কি
হরিমন্ত্র, শ্রীহরিই ইষ্ট
এবে অসুর রাজার।

নমুচি। হ'তে পারে—কিন্তু নহে
অসুর সেনার। প্রাণ দিব,
ধর্ম্ম কেন দানিব সম্রাট।

বৃত্র। মতিমান্, অভিমান কি হেতু এখন ?
ছলে বলে রণজয়—সর্ব্বশাস্ত্রে
একবাক্যে কয়। দেবতা অমর,
অসুরেরা মর—ধ্রুব সত্য, তবু—
এক বিষ্ণু বিনা—কোন' দেবে
অসুরের নাহিক আশঙ্কা।
সেই বিষ্ণুরে বেঁধেছে বৃত্র
হিতৈষী ত্বষ্টার চক্রান্তে এবে।
বিষ্ণু বিনা বৈষ্ণবের নাহিক নিধন ;
অথচ নিজে বিষ্ণু
কিছুতেই বৈষ্ণবের
সনে না করিবে রণ।

নমুচি। কিবা প্রয়োজন বীরের তাহায়।
বীর আমি—জন্মিয়াছি মরিতে সংগ্রামে।
ক্ষাত্র ধর্ম্ম—সতত বীরের,
মন্ত্র তার হুঙ্কার কেবল,
তন্ত্র—রক্তপাত,
অভিষ্ঠ দেবতা—শিব মহাকাল।
অনর্থক বিলম্ব হেথায়—
চলিলাম মহারাজ,
মৃত্যুসনে যুঝিতে এবার-মৃত্যুপণে।

[ প্রস্থান

অগ্নি। তাহ'লে ঠ্যালায় পড়ে অমুক বল্‌তে বাবা বলা শুধু আমাদের মানুষের নয়, অসুরেরও ধর্ম্ম। কিন্তু ভাবছি—গায়ে যাচ্ছেতাই মাখলেও শুনেছি যম নাকি ছাড়েন না।—কারণ, তাঁর অরুচি যাতে সেটা বেহ্মশাপের চেয়ে বেয়াড়া শাপে জ্বরে থাকে।

বৃত্র। অবসর লহ মন্ত্রী, নিজ কর্ম্মে
যাও হে বয়স্য,—প্রয়োজন হ'লে
আহ্বানিব মন্ত্রণায় দোঁহে।

[ উভয়ের প্রস্থান

বৃত্র। উদ্বেলিত জীবন তরণী—
দুই প্রবল সিন্ধুর সঙ্গম মুখে
আজি উপস্থিত—কোথায় নাবিক
কেবা ধরে হাল। ত্বষ্টারে
এই কালে অতি প্রয়োজন।
ব্রাহ্মণত্বে পদে দলি
অসুরত্ব ভীষণ বিক্রমে—
প্রকাশিতে চাহে মুহুর্মুহু
হৃদয়ের কোমল বৃত্তির
মর্ম্ম ছিন্ন ভিন্ন করি।
ধীরে—অতি ধীরে
হও অগ্রসর বৃত্রাসুর।
ওই—ওই আকাশে দামামা বাজে
রণ হুঙ্কারেতে ঘন ঘন কাঁপিছে ধরণী
সন্ত্রাসিত মর্ত্তভূমি—পাতালে
নাগেরা ছোটে অনন্ত তলেতে

আত্মরক্ষা হেতু ! বৃত্রাসুর
মরিবার নহে —কোথা অস্ত্র অভিনব
ব্রহ্ম নির্দ্দেশিত—
ওরে কে আছিস্
সূক্ষ্ম শিল্পী স্বর্গ মর্ত্ত পাতালের মাঝে
বৃত্র নিধনের হেতু—
অভিনব মারণাস্ত্র করিয়া নির্ম্মাণ
স্বর্গ মর্ত্ত পাতালের
অশান্তির কর অবসান।

[ প্রস্থান

---

## —তৃতীয়— গর্ভাঙ্ক

উদ্যান সম্মুখস্থ পথ

[ রণসাজে সুসজ্জিত অসুর কামিনীগণ ও ঐন্দ্রিলা ]

### গীত

অসুর কামিনীগণ। ফুলের বাণে নয়না হেনে
বাঁধবো যমে পীরিতে।
মরবে না যে মরার নায়ক
প্রণয় প্রেমে মজিতে॥
চিরকুমার দেবতারা
তাই তো যাই রণে মোরা
দেখলে তারা হবে সারা
কাম আগুনে পুড়িতে॥
ঝন্ ঝন্ চলবে অসি
ধনুকে গুণ এমনি কসি
ঢুলিয়ে পাছা জানিয়ে ধাঁচা
মারবো তাদের মরিতে॥

[ প্রস্থান

ঐন্দ্রিলা। কি সুন্দর সেনার গঠনে
অভিযানে ঐন্দ্রিলা চলেছে
বুঝিবে কি কেহ ?
প্রকৃত প্রেমিক কোথা
প্রণয়ের দিতে প্রতিদান।

অলক্ষে মদন। আমি আছি অলক্ষে সন্ধানে।
যাও যাও ফুলশর—
ঐন্দ্রিলার প্রাণে আন উন্মাদনা ত্বরা।

( বাণত্যাগ )

ঐন্দ্রিলা। আঃ—কে ছাড়িল এই ফুলবান।
সহচরীগণ সুনিশ্চয়—
রঙ্গময়ী তোরা চিরকাল
না জানিস কি কুসঙ্গে
ঐন্দ্রিলার রঙ্গরস ধীরে
ধীরে শুষ্ক প্রায়—চৈত্র
ও বৈশাখে যথা বারি হীন
তড়াগের বুকে পঙ্ক রাজি—
সেই দিন হতে—
যেই দিন আবদ্ধ বিবাহে।

( গমনোদ্যত )

[ বৃত্রের প্রবেশ ]

বৃত্র। কোথা যাও প্রিয়তমে !

ঐন্দ্রিলা। ইন্দ্র নামিয়াছে রণে।

বৃত্র। বৃত্রাসুর বর্ত্তমানে প্রণয়িনী তার
যাবে অসুরের জন্মরিপু দেবতার
নায়কের সাথে যুদ্ধ হেতু !

ঐন্দ্রিলা। প্রণয়িনী !—সত্যই কি
প্রণয়িনী আমি তব রাজা !
মৌখিক এ সত্য যদি সত্য হয়
তবে তার ঈষৎ আভাষ
কেন হয়নি প্রকাশ এ যাবত কাল।

বৃত্র। কি বুঝিবে—হৃদয় ঈশ্বরী,
কত প্রেম কতই প্রণয় জেগে
তখনি ঘুমায়ে পড়ে বৃত্রের হৃদয়ে।
শত আশা লয়ে মূর্ত্তি মতী ভালবাসা
মূর্ত্ত হ'য়ে তোমারে বাঁধিতে চাহে
গাঢ় আলিঙ্গনে,—ব্রাহ্মণত্ব অসুরত্ব
দুই মহা দৈত্যে ফিরায় সবলে তারে।

ঐন্দ্রিলা। এই জারজত্বে আবদ্ধ
ঐন্দ্রিলা প্রেম—
তাই সাম্রাজ্ঞী হ'য়েও
ঐন্দ্রিলার সম দুঃখী দ্বিতীয় রমণী
নাই ধাতার সৃজনে।

অলক্ষে মদন। এই অবসরে—যত পার
অসুর দলে করহ নিপাত
দেবরাজ—ছুড়িলাম
দ্বিতীয় শায়ক—

( বানত্যাগ )

বৃত্র। আঃ—কোন সহচরী তুই
হেন রুদ্র স্রোত মুখে
দিস্ বাধা রঙ্গে হানি ফুলশর।
ঐন্দ্রিলা। তবে সত্যই কি তোমার প্রাণে
ছিল ভালবাসা অনন্য শরণ
ঐন্দ্রিলার প্রতি!
বৃত্র। মরণের যাত্রী মোরা দোঁহে
মিথ্যা, অপ্রত্যয় ঠাঁই নাহি এই পথে।
তোমা বিনা দ্বিতীয় পাত্রীরে
বৃত্রাসুর দেয় নাই মনে স্থান
চিন্তা কল্পনায় কভু—
ঐন্দ্রিলা। আহুতি সম্বন্ধে?
বৃত্র। কায় মন বাক্যেতে নিষ্পাপ।
ঐন্দ্রিলা। সে তোমারে নাহি ভালবাসে?
বৃত্র। কেমনে জানিব—হয়তো বা
বাসিত ভাল—
ঐন্দ্রিলা। তুমি তারে নাহি বাস ভাল?
বৃত্র। বাসি।
ঐন্দ্রিলা। কি?
বৃত্র। বসন্তেরে যথা ভালবাসে পিকরাণী,
প্রভাতীরে গায়ত্রী সুন্দরী,
কুমুদিনী শশধর—চাতকিনী
ঘন কাল মেঘে—সেইরূপ
ভালবাসা তার প্রতি—
আমার সুন্দরী।

ঐন্দ্রিলা। অ্যা! সত্য? তবে আমি
কি সর্ব্বনাশ করেছি সাধন!

বৃত্র। সর্ব্বনাশ?

ঐন্দ্রিলা। সেই অনিন্দ্য সুন্দরী, দোষশূন্যা
ভিখারিণী—আমার কারণ
আজি দুর্দ্দশার চরম সীমায়—

বৃত্র। ব্রাহ্মণত্ব রহ অন্তরালে ক্ষণকাল।
বল—বল—
তারপর?

ঐন্দ্রিলা। না—না—কহিব না আর,
তুমি তাহা পারিবে না
সহিতে কদাচ;

বৃত্র। অবশ্য পারিব। ব'লে যাও—
আমি যে অসুর এবে,
অসুরাণী তোমার সর্ব্বস্ব, পতি—
ব'লে যাও—

ঐন্দ্রিলা। জিহ্বা কাটি তার করিয়াছি
বাক্‌রোধ চিরতরে।

বৃত্র। ব্যস—

(ঐন্দ্রিলায় পদাঘাত)

ঐন্দ্রিলা। আরেরে জারজ—

বৃত্র। স্তব্ধ হও রে দানবী!
সম্মুখে বিরাজে তোর
অসুরের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা।
ওরে কে আছিস্?

[ চন্দ্রপীড়ের প্রবেশ ]

মস্তক মুণ্ডনে বামার সৌন্দর্য্যনাশি
ঐন্দ্রিলায় নির্ব্বাসনে
ফেলে আয় ত্বরা।

ঐন্দ্রিলা। কে ও চন্দ্রপীড় অসুর সচীব !
কহ সত্য—
অসুরের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্খী
ঐন্দ্রিলা না বৃত্রাসুর ?

চন্দ্র। পরিপূর্ণ অসুরত্ব জন্মে কর্ম্মে
বংশেতে তোমার—আর বৃত্রাসুরে
আছে সে অভাব ?

ঐন্দ্রিলা। তাই যদি হয়,
অসুরের জীবন মরণ সন্ধি ক্ষণে
ক'রনা প্রত্যয় তারে—
অসুরত্ব সন্দেহ যাহাতে।
ঐন্দ্রিলা নায়িকা হ'য়ে
চলিয়াছে দেবাসুর রণে
চালিতে অসুর সেনা।
সাবধান ! দেখ যেন
অসুরের বর্ত্তমান রাজানামধারী
ভীরু ও জারজ একপদ নাহি
হয় অগ্রসর এই সুবিশাল
প্রাসাদরূপ কারাগার ত্যজি।
জেনে রেখ—

ঐন্দ্রিলা করিছে যাত্রা মরণের পথে।
মরণে শাসিব স্থির।
কিন্তু বৃত্রের বুকের রক্ত
জয়টীকা সম না পরি ললাটে
ফিরিব না প্রাসাদেতে পুন!

বৃত্র। কোথা যাস্—নির্দ্দয়া রাক্ষসী—
রাজ আজ্ঞা করি অবহেলা
না লভিয়া রাজদণ্ড হেথা—

ঐন্দ্রিলা। চুপ—সাবধান!

[ প্রস্থান

বৃত্র। হে সচীব! প্রাসাদ তোমার ভার—

চন্দ্র। তুমি কোথা রবে দৈত্যেশ্বর?

বৃত্র। স্থির কিছু নাহি তার।
অজানার পথে সত্য
কিন্তু—কিছু পরে অসীমে
করিব স্থির সসীম আধার—

চন্দ্র। লহ সৈন্য পৃষ্ঠারক্ষা হেতু।

বৃত্র। কি কারণ? মৃত্যুপথ যাত্রী সনে
কেবা হবে সাধ ক'রে সাথী।

[ অগ্নিহোত্রের প্রবেশ ]

অগ্নিহোত্র। আমি।

বৃত্র। ব্রাহ্মণ! রাজবন্ধু কিংবা শত্রু তুমি?

অগ্নিহোত্র। রান্নাঘরে এমন মল্লার রাগিনীর আলাপ করতে সাধ কেন মহারাজ!

বৃত্র। আছে প্রয়োজন। বন্ধু হ'তে যদি
অকপটে গুহ্যব্যক্ত করিতে সুহৃদে !
কন্যা তব হয়েছে লাঞ্ছিতা
জনমের মত বাক্‌শক্তি বাধ্য হ'য়ে
ডালি দেছে' অসুর সাম্রাজ্ঞী পায় ;
আর তুমি—
অগ্নিহোত্র—অগ্নিহোত্র!
বন্ধুপাশে করিয়াছ সত্যের গোপন।

অগ্নিহোত্র। আধমরা বৃত্রাসুরে পুরোপুরী মার্‌তে কি বন্ধু হ'য়ে আমি পারি বন্ধু ?

বৃত্র। এস তবে—মৃত্যুপথ যাত্রী সাথে

অগ্নিহোত্র। কোথা—

বৃত্র। নাহি প্রশ্ন—নাহি চিন্তা অবস -
চলে এস—বৃত্রাসুর-ব্রাহ্মণত্ব
দেখিয়াছ এতদিন—এইবার
অসুরত্ব কেমন তাহার
তুমি বিনা কে করিবে
সূক্ষ্ম সে বিচার—

চন্দ্র। রাজ্য—

বৃত্র। রক্ষণ কর তুমিই তাবৎ
যাবৎ না দেবাসুর রণ হয় শেষ।
জয়ী অসুরেরা ফিরি আসি
লবে রাজ্য তাহাদের।
আর যদি—
অসুরের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়

এই ভয়ঙ্কর সংগ্রামে সচীব,
ত্বষ্টারে করিও দান—
পূর্ণ অসুরত্ব সনে সমগ্র সাম্রাজ্য।

[ প্রস্থান

চন্দ্র। একা আমি বিশাল এ পুরী মাঝে
কেমনে রহিব। আত্ম বন্ধু সনে
পরিজন—চ'লে যাবে অন্তরালে
মরণের দেশে—কি সুখে,
কি আশায় বাঁচিব হেথায়
প্রতি অণু্ মরমাণুতে যে
বিরাজিত স্মৃতি সবাকার।

[ সত্যের প্রবেশ ]

## গীত

সত্য। মনরে বৃথা কেন কর অভিমান।
নয়ন মুদিলে যবে সব অবসান॥
পান্থ সম হেথা দেখা
যাত্রা কালে শুধু একা।
চোখের নেশায় ভালবাসায় দেহ বলিদান॥
আমার আমার বলে
কলহেরি কোলাহলে।
ভুলে গেলে কোথা ছিলে কোথা পুন স্থান॥

[ প্রস্থান

চন্দ্র। যথার্থ ভুলেছি। কহ মহাশয়,
কেবা আমি—কোথা আছি,
কোথা হ'তে এসেছি হেথায়,
কি কার্য্যে এসেছি—
কতদূর সেধেছি সে কাজ—
বল—বল—
কই—কোথা তুমি
অপূর্ব্ব গায়ক !—বাতাসেতে এসে
মিশে গেলে বাতাসের বুকে পুন।
ওরে কে দেয় সন্ধান—
এই আমির রহস্য উদ্‌ঘাটিতে
পারে কোন মহাজন ?

[ সারস্বতের প্রবেশ ]

## গীত

সারস্বত। এস—এস—চলে এস, লভিতে সন্ধান।
কৃষ্ণ কেশ ক্রমে শুভ্র, তবু—তবু কেন আশা টান॥
আমার আমার ল'য়ে
সকলেই গেল ধেয়ে
তোমা প্রতি কেহ চেয়ে দেখিল না মান।
পথে আলো জ্বলে ভাল
আঁধারেতে কাল গেল,
নাহি হ'ল কোলাহলে তোমা দিব্য জ্ঞান॥

[ প্রস্থান

## —চতুর্থ গর্ভাঙ্ক—

বন পথ

[ মদনা ও ময়নার প্রবেশ ]

### গীত

মদনা। আয় গড় করে রড় দিই বনে।
ধড় ফড় ফড় হেথা সেথা
অসুর পড়ে দেবতা বাণে॥

ময়না। বইছে রক্তে নদী
ভাসায় মোদের যদি
ওলট পালট হাবু ডুবু খাব তখন দুই জনে।

মদনা। চিল শকুনি কাক্
শোন শেয়ালের ডাক্
হুক্কা হুয়ায় পরাণ শুকায়
তেষ্টাতে প্রাণ জীব টানে॥

ময়না। ওগো সত্যি যে ভাগাড়
মড়া যমের কি ব্যাভার
এলো পাতাড় করছে উজোড়
ক'রে শ্মশান সবখানে॥

[ প্রস্থান।

[ ত্বষ্টার প্রবেশ ]

ত্বষ্টা। পরাজিত দেবদল
বিতাড়িত অমরা হইতে
অসুর আয়ত্তে এবে স্বর্গপুরী।
কিন্তু কোথা তৃপ্তি? যাবৎ না
পুত্রঘাতী ইন্দ্রের নিধন,

তাবত সময় কোথা তৃপ্তি মোর ?
একদিকে দেব সেনাপতি স্কন্ধ—
অন্যদিকে নমুচি সম্বর—
দুই অসুরের শ্রেষ্ঠ সেনাপতি,
ইন্দ্র বৃত্র পরস্পর আত্মগোপনেতে,
অথচ হয়ে গেল দারুণ সংগ্রাম।
এক বাসবের পাপে
প্রতিফল ভুঞ্জে সমগ্র দেবতা।
যেমনেতে হোক্
ইন্দ্র বৃত্রে বাধায়ে সমর
আশু প্রয়োজন
ত্রিদেবের অশান্তি বিনাশ।

[ **পূজার** উপকরণ সহ আহুতির প্রবেশে ও **ত্বষ্টার** পদতলে করযোড়ে উপবেশন ]

**ত্বষ্টা।** কে তুমি মা, পঞ্চাঙ্গ পূজার দ্রব্যে
পূজিতে চরণ মোর কেন এ প্রয়াস ?
স্বর্গ মর্ত্ত্য মধ্যস্থিত মন্দির হইতে
পলায়িত দেবদল অসুর প্রতাপে—
তাই কি ভূদেবতা ব্রাহ্মণে পূজিয়ে
মন সাধ মিটাতে বাসনা ?
কেন নিরুত্তরে ? ভক্তিতে তোমার
বিমুগ্ধ সন্তুষ্ট আমি, বর মাগ,

মাগ 'বর দেবী !
ওকি ! তবু নিরুত্তরে
অশ্রুপ্লুত আঁখি কেন অঞ্চলেতে
মুছ বারবার ? কি আশে
এসেছ মাগো পূজিতে চরণ ?
তবুও নীরব ? কথা কও !
কথা কও বালা !
অদ্ভুত রহস্য ! নাহি ভাষা,
শুধু মাত্র অশ্রুর প্রকাশ !
তবে কি মূক তুমি বালা,
নির্দ্দয় বিধাতা সুনিশ্চয় যদি
অসামান্য হেনরূপে বাক্ হরে থাকে।
সত্যই কি জন্ম হতে
বাক্যেতে বঞ্চিতা ? বল মাগো
কে হরিল ভাষা তোর ?

[ দেবহুতির প্রবেশ ]

দেবহুতি। তুমি—ঋষি—তুমি।
ত্বষ্টা। আমি ? অসম্ভব।
জ্ঞানে কি অজ্ঞানে
প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষেতে হোক্
এ কার্য্য কি সাধিতে পারে গো কেহ
তিনলোকে মাতা ?

দেবহুতি। পারে মাত্র একজন,
সে নির্দ্দয় নির্ম্মম
তুমি ত্বষ্টৃ বিশ্বকর্ম্মা।

ত্বষ্টা। বিশ্বশিল্পী নামে ডাকে
তিনলোকে মোরে।
সৌন্দর্য্যজ্ঞান না রহিলে
কেমনে সে শিল্পী হয় মাতা ?
সত্য বটে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য সনে
বাসব বিনাশে অসুন্দর অসুরে
সৃজেছি আমি—তাবলে কি সৌন্দর্য্য
বুঝি না, কে পারে জননী পুত্রহত্যা
সহিতে অম্লানে ? কার প্রাণ
নাহি কাঁদে পুত্রের বিনাশে।
পাছে ব্রহ্মার মর্য্যাদা যায় এই হেতু
তিনমুখ ছয় বাহু দিয়ে বিশ্বরূপে
জন্ম দিয়েছিনু ত্রৈলোক্য মঙ্গলে।
ছিল দেব পুরোহিত তবু ইন্দ্র
বিনাশিল তারে নিজ আধিপত্য
খর্ব্ব আশঙ্কায়।

দেবহুতি। আহা! তবে আমার চেয়েও দুঃখী তুমি ?

ত্বষ্টা। সেই ইন্দ্র আজও নিরাপদে
আর পুত্রহারা আমি হাহাকারে
ভ্রমি তিন লোকে উন্মাদের মত
সত্য প্রতিকারে, তবু মাতা সৌন্দর্য্য
অক্ষুণ্ণ রাখি। তা' যদি না হ'ত তাহলে

অধিকৃত সুরধাম অসুরের এবে
রহিত কি অমরার আদর্শ সৌন্দর্য্য—
স্বর্গলক্ষ্মী পুলোমজা শচী
ভাষা লক্ষ্মীদেবী সরস্বতী সনে
সৌভাগ্য সম্পদ লক্ষ্মী বিষ্ণুর কমলা ?
অসুর সংস্পর্শে সত্য বটে কলুষিতা
স্নিগ্ধতোয়া স্বর্গ গঙ্গা মন্দাকিনী নদী
বৃন্তচ্যুত পারিজাত,
যক্ষরাজ ঐশ্বর্য্য বিচ্যুত।
অপহৃত নন্দন সৌন্দর্য্য
তা বলে কি ভাবিয়াছ আদর্শ যা কিছু
আছে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যেতে
কলুসিত হবে তাহা অসুর কবলে—
আর আমি তাই সহিব নীরবে ?

দেবহুতি। তবে কেন বিনাদোষে রাণী ঐন্দ্রিলা আমার কন্যার জিব কেটে জন্মের মত বাক্যে বঞ্চিত করলে তুমি বৃত্রাসুরের সৃষ্টি না করলে আমার কন্যাতো চুরি হ'ত না—ঐন্দ্রিলা তো অত্যাচারের অবসর পেত না—বৃত্রাসুরও পরনারীর রূপে মজে নিজের আয়ু নিজে ক্ষয় করতো না—

ত্বষ্টা। সত্য, অভিযোগে পূর্ণ অধিকার তব
আমার সদন। বিবাহিতা রমনী যে
গৃহলক্ষ্মী সৌন্দর্য্য মর্ত্ত্যের।
সেই রত্ন হেন ভাবে হ'ল বিদলিত
রহিতে অস্তিত্ব মোর,
অনুশোচনার যথেষ্ট কারণ।

কিন্তু কি জ্বালায় অহর্নিশি
জ্বলিতেছে অন্তর আমার।
তুমি তো তা বুঝিবে না নারী!
পুত্র শোক লভ নাই কেমনে বুঝিবে—
পুত্রের বিয়োগ ব্যথা কত মর্ম্মন্তুদ।

দেবহুতি। আমরা মর্ত্ত্যের মানুষ, অত্যাচার সইতে আমাদের জন্ম তা জানি, স্বর্গের দিকে লক্ষ্য তোমার তা'—ও জানি, কিন্তু উপকার যখন করবে না, করতে পারবে না—কর্ত্তব্য তোমায় করতে দেবে না—তখন অপকার করবারই বা কি অধিকার তোমার এই মর্ত্ত্যের উপর?

ত্বষ্টা। যুক্তি যুক্ত অভিযোগ তব।
যাও মাতা লাঞ্ছিতা তনয়া সহ
নির্ভয়েতে কর' বসবাস,
লহ প্রতিশ্রুতি, ভবিষ্যতে অসুরের
অত্যাচার হবে না মর্ত্ত্যেতে আর।

দেবহুতি। যা হয়েছে তার প্রতিবিধান হবে না?

ত্বষ্টা। হয় এই দণ্ডে। ত্বষ্টৃ শক্তি
পারে ভাষা দিতে পুনরায় কন্যা
কণ্ঠে তব, চাহ, চাহ নারী—
চাহ কি তাহাই?

দেবহুতি। তার সঙ্গে চাই অত্যাচারের প্রতিশোধ।

ত্বষ্টা। কেমনে সম্ভবে তাহা
নিজ হস্তে গড়া ঘটে
কে পারে ভাঙ্গিতে দেবী
ভীম পদাঘাতে?

দেবহুতি। তবে দেবাসুরে যুদ্ধ হবে আর ফল ভোগ করবে মানুষে?

ত্বষ্টা। না। নিবারিতে তাহা
নামিয়াছি স্বর্গ হতে ধরার উপর।
সতী সাধ্বীগণ সনে
ব্রাহ্মণ ও তপোবনে
নিরাপদে রাখিবারে অসুর কবলে—
আগমন মম।

[ সম্বরের প্রবেশ ]

সম্বর। কিন্তু দ্বিজ জয়লব্ধ ত্রিদেবের
পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য কোথায়—
যাবৎ না অনিন্দ্য সুন্দরী
প্রতিমার প্রতিষ্ঠা না হয়।
ত্বষ্টা। সাবধান সম্বর সেনানী।
জেন রেখ' অসুরের
যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী
অমর নিচয়—নহেক' মানব।
অনধিকার মর্ত্ত্যে অসুরের।
সম্বর। বিজয়ের আনন্দ উৎসব ত্যজি
সম্রাটের সনে সম্রাজ্ঞীর আদেশ পালনে
আসিয়াছি মর্ত্ত্যধামে লইতে প্রতিমা।
ত্বষ্টা। বল' তাহাদের ত্বষ্টা দেছে বাধা।
সম্বর। তুচ্ছ দ্বিজ ত্বষ্টার বাধায়
ফিরিবে সম্বর অপূর্ণ রাখিয়া—
হেথা রাজার আদেশ।

ত্বষ্টা। আরে মদমত্ত দাম্ভিক অসুর—
যার তরে অসুরের জয়,
তারে তুচ্ছ জ্ঞান কর হেথা

[ নমুচির প্রবেশ ]

নমুচি। সত্য। অসামান্য তুমি সৃষ্টি মাঝে,
কিন্তু রাজনীতি পাশে
কোথা তব প্রতিভা প্রভাব দ্বিজ ?
কেন দাও বাধা, লয়ে যেতে দাও
সম্বর বীরেরে অসামান্যা এই ললনায়।

ত্বষ্টা। ত্বষ্টা যত কেন অন্যায়ের পথে
বিচলিত করুক অসুরে নিজ
প্রতিহিংসা চরিতার্থ হেতু,
জেন স্থির—
লক্ষ্মীর মর্য্যাদা নাশ কভু না সহিবে।
গৃহলক্ষ্মী এ রমণী—

নমুচি। তাই সাদরে বরণ করি
লয়ে যাব অসুরের
শূন্য রাজগৃহ করিতে উজল।

সম্বর। এই নারী হেতু উভয়েতে বাদ,
কিন্তু আজিকার শুভদিন নহে।
সরে যাও দ্বিজ, এস নারী
সশরীরে স্বর্গ সুখ লভিবে নিশ্চয়।

ত্বষ্টা। সাবধান!

দেবহুতি। নিরুপায়ের উপায় তোমায় ভেবে, মন্দিরের দেবতা ছেড়ে, ঐ দেখ ফুল চন্দনে পূজা করতে এসেছে ভূ-দেবতা তোমাকে, তুমি প্রতিবিধান না করলে আর কে করবে ব্রাহ্মণ?

ত্বষ্টা। কত সয়—কত সব আর!
এইরূপ অত্যাচার কতকাল
নীরবেতে সহিব এমন।
যাও বীরদ্বয় জানাও গে
রাজা ও রাণীরে, ত্বষ্টা দেছে
আশ্রমে আশ্রয় তাহাদের।

নমুচি। না—না। এ দেবাসুর ভোগ্য রত্ন
হীন ব্রাহ্মণ নহে সৃষ্ট তব উপভোগে।
কেন বাধা দিয়ে হারাইবে প্রাণ?

সম্বর। সত্য। রাজার হিতৈষী জন্মদাতা তুমি,
রাজপাশে সম্মানের,
আমরা তোমায় কেন দিব মর্য্যাদা গৌরব।

নমুচি। মুক্ত কর পথ, না পারি বুঝিতে
কি সাহসে হীনবলী দ্বিজ
বিরুদ্ধতা সাধনেতে হয় আগুয়ান।

ত্বষ্টা। হীনবলী দ্বিজ?
তবে দেখিবি কি নিষ্ঠুর অসুর—
চক্ষের স্ফুলিঙ্গে নিমেষে কেমনে পুড়ে
সারা বিশ্বখান?

নমুচি। অসুরের মঙ্গল নিদান তুমি—
তাই সহিতেছি এত অপমান
নতুবা এতক্ষণ ছিন্ন শির লুটাত ধূলায়।

আরে মূর্খ দ্বিজ।
সেইস্থান তিনলোকে কোথা,
যেথা নিরাপদে অসুর কবল হতে—
রাখিবে বালায়।

দেবহুতি। মায়ের বুক। মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে নিতে অসুরের সৃষ্টিকর্ত্তাও পারে না। সেই মা আমি—এই বুকে আঁকড়ে চলেছি নিরাপদ স্থানে। আয় শক্তি দেখাবি আয়—সাহস থাকে বুক থেকে অখণ্ড দেহ ছিনিয়ে নে।

সম্বর। সাবধান! জানিস্ রমণী
অসুরের দয়া মায়া নাই।
জীবন্তে না হোক
মৃতদেহ লয়ে যাব অসুর আয়ত্তে—
রাজ আজ্ঞা পালনের হেতু।

দেবহুতি। কথা হারিয়েছিস্ বলে কি শক্তিও হারিয়েছিস, আমি এমনি ভাবে আর কতদিন তোকে বাঁচিয়ে বেড়াব, শক্তি নে, নিজের মান, ধর্ম্ম, মর্য্যাদা নিজে রাখতে শেখ্। নইলে যে আর উপায় নেই, স্বর্গও অসুর দখলে যে অসুরে মায়ের মর্য্যাদাটুকুও বোঝে না।

নমুচি। তা যদি না বুঝিতে জননী,
তাহলে কি এতক্ষণ স্বাধীন ভাবেতে
রহিতে পারিতে কন্যা সহ হেথা।
মা বলে ডেকেছি, মাতৃজ্ঞান
হারাব' না যাবত জীবন।
আমি পুত্র রব স্বর্গসুখে,
আর তুমি মাতা মরতের এই নিত্য
দৈন্য হাহাকার ভরা সংসারেতে
হবে তিলে তিলে নির্য্যাতীত

তাই এসেছিনু লইতে তোমায়,
কেন কর নিবারণ দ্বিজ, বুঝে
দেখ জাতির বৈশিষ্ট্য রক্ষা সঞ্জীবনী
শক্তি অতুলন বৈশিষ্ট্য বিনষ্টে
অসুরত্বে ভয়ঙ্কর কোথা ?

ত্বষ্টা। ঠিক। পূর্ণ অত্যাচার বিনা
অসুরত্ব দ্রুতগতি ধ্বংস পথে কোথা ?
অসুরের ধ্বংস প্রয়োজন।
আসুরিক ভাবেতে প্রমত্তা নারী
স্বামী সনে স্তন্যপায়ী শিশু ফেলি
ধায় দ্রুত পর পুরুষের আশে,
আসুরিক উদরের দায়ে
কিংবা স্বার্থের পূরণে—
জ্ঞাতি জাতি দ্রোহী যে মানব,
এই আসুরিক ভাবে পরস্পরে
মুখ গ্রাস কাড়ে।
যথার্থ নমুচি অসুরের পূর্ণভাবে করি
পোষকতা, আসুরিক ধর্ম্ম চাই অতি
ত্বরা করিতে বিনষ্ট।
স্বর্গ গেছে ছারখাঁর,
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবলোক পাবে না নিস্তার,
হলে প্রয়োজন ব্রহ্মার মস্তিষ্ক,
শিবহৃৎপিণ্ড অধিক কি
বিষ্ণুর পঞ্জর চিরে করিবে বাহির।

[ প্রস্থান

নমুচি। বুঝিয়াছি আমি তাহা বহুদিন আগে।
তাই আমারও প্রচেষ্টা পদে পদে
ভাঙ্গিব উদ্যম তব—
আসুরিক নীতি অপচয়ে।
মৃত্যু সুনিশ্চয় একদিন যদি,
তবে গতানুগতিক মরণেরে
দিয়ে আলিঙ্গন কেন মুছে যাব
সৃষ্টি স্মৃতিপট হতে আমি।
পঙ্কতেও ফুটিছে পঙ্কজ,
আর লভি জন্ম অসুরের কূলে
আমি কেন চলে যাব—
বিস্মৃতির আড়ে না আঁকিয়া
স্মৃতিপটে অতুল বিমল যশ—
যুগান্তেও হবে না বিলয় যাহা।

[ প্রস্থান

সম্বর। যাও নারী নিরাপদ তুমি।
মাতৃভাব নমুচি ফুটাল হৃদে,
মাতৃ প্রতি অত্যাচার অসুরে কি—
রক্ষ প্রেত কেহ তো পারে না।

[ প্রস্থান

দেবহুতি। ভগবান্! এমনি ভাবে কবে আমার স্বামীর প্রাণে জেগে উঠবে জাতি ধর্ম্মের মহিমা।

[ প্রস্থান

## —পঞ্চম গর্ভাঙ্ক—

সুরধাম

[ অপ্সরাগণ ও পারিষদগণ ]

### গীত

অপ্সরাগণ। ঢল ঢলা ঢল রাঙা সুধা স্ফটিক আধারে।
টল টলা টল চরণ সবার কে পড়ে কার ঘাড়ে॥
তবু দিই নি অধর সুধা
মিটিয়ে দিতে ক্ষুধা
নাচ দেখে আঁচ করে নাও ধাঁচ মনের ছাঁচে পেড়ে॥
কুঁকড়ে দেওয়া শীতে
বসন্তের এ গীতে
চাউনী আর চমকানিতে আছেন কোকিল চুপি সাড়ে॥

[ প্রস্থান

১ম পারিষদ। আ মরি মরি!

২য় পারিষদ। মাইরি! মরার ওপর মরি যদি, ওই চরণতরী বুকে ধরি।

১ম পারিষদ। আর একটু ওপরে চড়ি! ওই আলতা মাখা ঝুমুর ঘেরা শ্রীচরণ কমলেষু, বুকে কি আরও ওপরে—কাঁধে—শেষ শিরে—

২য় পারিষদ। ধীরে, এ্যায় ধীরে। উর্ব্বশী, মেনকা টেনকা সবই দেখা গেল, শেষ কালে যাকে প্রদর্শন করতেই হবে সে রম্ভা কৈ?

১ম পারিষদ। ঠিক রম্ভা কৈ? এ কি স্বর্গসুখ, একটা কাঁচা গোছের রম্ভাও নেই।

২য় পারিষদ। আরে দুর তোর রম্ভা। পারিজাতের মালা গলায় পর কসে, সোমরস গিল্‌বে হেসে, আড় হয়ে তাকিয়ায় বস ঠেসে, দিনরাত অপ্সরাদের নাচ গানের সুরসে রসে জারক নেবু হয়ে থাকাই হ'ল স্বর্গসুখ।

১ম পারিষদ। আরে এই—রম্ভা—

২য় পারিষদ। আরে রম্ভা বলে চেঁচিয়ে মরছ কেন? সৈন্যরা নিজেদের জন্য লুঠপাঠ করছে স্বর্গের ঐশ্বর্য্য, আর আমাদের জন্য—

১ম পারিষদ। মাৎসর্য্য।

২য় পারিষদ। না, তার চেয়ে আশ্চর্য্য, আইবুড়ো দেবতার বাড়ী থেকে মেয়ে মানুষ।

১ম পারিষদ। না, না, রম্ভা, এই রম্ভা, রম্ভা, রম্ভা আন্।

[ ঐন্দ্রিলার প্রবেশ ]

ঐন্দ্রিলা। অসুরের করে স্বর্গ অধিকৃত,
বিতাড়িত দেবতা সকল।
অসুর অগ্রনী যত,
মত্ত হেথা আনন্দ উৎসবে।
আমার উৎসব আনন্দ কোথা?

১ম পারিষদ। এই চুপ, রম্ভা এসেছে।

## গীত

১ম পারিষদ। এস এস বঁধু এস
তাকিয়ার পাশে বস,
২য় পারিষদ। নয়ন চিরিয়া তোমায় দেখি।
১ম পারিষদ। তুমি মদ নও মাংস নও
এঁচোড়েও পাকা নও,
২য় পারিষদ। তোমায় কিবা করি কোথায় রাখি॥

ঐন্দ্রিলা। স্নুরা পানে এমন মত্ততা,
নাহি চিন' সম্রাজ্ঞীরে কেহ ?

২য় পারিষদ। ওরে এই, সম্রাজ্ঞী।

১ম পারিষদ। আরে দূর, এ যুদ্ধ জয় করলে কারা? রাজ্য অধিকার করলে কারা? আমরা। আমাদের মধ্যে কাউকে সম্রাজ্ঞী সাজাবো।

২য় পারিষদ। মাইরী, তাহলে স্বর্গ জয় করতে বেচারী নমুচি নাক আর সেনানী সম্বর কাণ দিয়েছে। তাঁদের খোঁজ করে আনাও, একজনকে দুয়ো আর একজনকে সুয়ো করবো—

১ম পারিষদ। কি মাসী দাঁড়িয়ে কেন? "মুচকি হাসি, প্রাণের দাসী, ও প্রেয়সী, গলায় বসি"—

ঐন্দ্রিলা। সাবধান। বুঝিলাম স্থির,
ইন্দ্র হারিয়াও হারায় নাই—
স্বর্গ রাজ্য তার।

২য় পারিষদ। তবে এটা কি, যেখানটা গুলজার করা হচ্ছে ?

ঐন্দ্রিলা। নরক উন্নীত হয়ে পরিত্যক্ত
স্বর্গ স্থান করেছে আয়ত্ত।

১ম পারিষদ। তবে তুমি কি পেত্নী ঠানদি? চলে এস, ক্ষ্যামা ঘেন্না নেই—

ঐন্দ্রিলা। একি! কি এ? সম্রাজ্ঞীর মান—

[ বৃত্রের প্রবেশ ]

বৃত্র। আমি বিনা অপরে কে বুঝিবে
সম্রাজ্ঞী! পতি বিনা পত্নী মান,
পত্নী ধর্ম্ম অন্যে কে রাখিবে ?

২য় পারিষদ। ওরে, সম্রাট—

১ম পারিষদ। দূর তোর সম্রাট, এখানে সবায়কে মাঠময় করতে হবে।

২য় পারিষদ। এক পাত্তর টানিয়ে দে।

১ম পারিষদ। বন্ধু, সম্রাট, কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে কেন প্রাণ? সট্ করে এই পাত্তরটা উদর সাট্ কর—

বৃত্র। সাবধান! জান', আনন্দ উৎসবেও
শাস্তি দান আছে সামরিক বিধান শাস্ত্রেতে?
যাও সবে নিজ নিজ বিরাম আগারে।
ফিরে পেলে জ্ঞান,
এস ফিরে মন্ত্রণার হেতু।
যাও, যাও।

২য় পারিষদ। যাও, এই যাও, তুমি যাও—

১ম পারিষদ। আরে যাও, তুমি যাও, এই যাও।

[ পারিষদদ্বয়ের প্রস্থান

বৃত্র। এরই নাম পরিপূর্ণ অসুরত্ব!

ঐন্দ্রিলা। এরই নাম পরিপূর্ণ অসুরত্ব।
অসুরেরা রণাঙ্গনে যেমন চরম,
বিলাসেও তেমনি চরমে মাতি
হয় জ্ঞানহারা।

বৃত্র। পুনরায় পরস্পর দেখা।
এ স্বর্গ বিজয়ে, রাজ্ঞী—
ধন্যবাদ প্রাপ্য কা'র?

ঐন্দ্রিলা। অনুগত অসুর নৃপতিগণ
এক সাথে দিয়েছিল হানা,
আমি হইয়া নায়িকা
চালায়ে বাহিনী দেবদলে
করি দূর, স্বর্গ রাজ্য
করিয়াছি অধিকার।

বৃত্র তা যদি যথার্থ হয়,
তবে এ স্বর্গ আমার নহে।

ঐন্দ্রিলা। কি ?

বৃত্র। বামার কৃতিত্বে অধিকৃত
স্বর্গ বিজয়ের গর্ব্ব,
নাহি রাখে বৃত্রাসুর।
যদি সত্য তোমার কৃতিত্বে
হয়ে থাকে স্বর্গে অধিকার—

[ ত্বষ্টার প্রবেশ ]

ত্বষ্টা। কতক্ষণ তরে ? স্থায়ী হোক্ আগে,
পরে ক'র মীমাংসা সম্রাট—
কার বুদ্ধি বলে অধিকৃত হল সুরধাম।

বৃত্র। বুঝিতে না পারি দেব বচন তোমার !

ত্বষ্টা তুমি স্বর্গে, পলাতক দেবদল
পাতালের মাঝে, দেবরাজ
মর্ত্ত্যেতে বিরাজে—ক্ষণস্থায়ী সব-ই।
বন্ধুত্বের অবদানে নিশ্চেষ্ট বাসব,
সেই হেতু স্বর্গহারা দেবদল।

নহে স্কন্দ সেনাপতি বাহিনী চালক আর ?
নিজে ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ সেনাপতি হয়ে
অভিযানে আসিবে ত্বরায়।

বৃত্র। অনিবার্য্য অসুর পতন।

ঐন্দ্রিলা। তবে অকারণ হে ব্রাহ্মণ
যজ্ঞ হতে সৃজিলে অসুরে ?

ত্বষ্টা। যুঝিবে কি না যুঝিবে ইন্দ্র সনে
বৃত্রাসুর ভাবী সংগ্রামের কালে,
পুত্র হত্যা প্রতিশোধ জ্বালা
বিদূরিতে অন্তর হইতে মোর ?

বৃত্র। বন্ধুত্বের কাছে এ জগতে অন্য
কিবা আছে আর বৃত্রের সৃজক ?

ত্বষ্টা। ক্লৈব্যতা করহ ত্যাগ।
ত্রিদিবের সর্ব্বশক্তি সমন্বয়ে
গঠিয়াছি সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ শুধু কি
বৃত্রের হস্তের শোভা করিতে বর্দ্ধন ?

বৃত্র। তাই নির্ব্বিকারে বৃত্রাসুর, দেব!
ইন্দ্রের মারণ অস্ত্র করেছ নির্ম্মাণ,
বিশ্বশিল্পী গঠ আগে বৃত্রের মারণ অস্ত্র,
তবে ইন্দ্র সনে যুঝিবে তোমার বৃত্র।

ত্বষ্টা। আরে ছন্নমতি!
ব্রাহ্মণের—গুরুর—জনকের
আজ্ঞা করহ লঙ্ঘন!

বৃত্র। তুমি কি সে জনক আমার ?
যজ্ঞ জন্মদাতা, দক্ষিণা জননী,

একমাত্র কর্ম্ম যাঁহাদের হব্য বহে
দেবসেবা দেবতার তুষ্টি সম্পাদন,
তাঁহাদের পুত্র হয়ে, সেই দেবতার
রাজার সনে করিব বিবাদ ?

ত্বষ্টা। কি ! আরে মুর্খ ত্বষ্টারে চালিতে সাধ ?
জানিস্ দুরাত্মা আমি গঠিয়াছি যাহা
নিরদয়ে এই দণ্ডে পারি তাহা
ভাঙিতে অম্লানে।
তপস্বী আমরা, মায়া আকর্ষণে আকর্ষিত
নাহি হয় কভু আমাদের প্রাণ ?

বৃত্র। মতিমান ! তবে কেন ঘুরে ফিরে
অযাচিত অনাহুত তুমি বার বার।
উত্তেজিত করিতে আমায় আসা
যাওয়া কর বৃত্র-মায়াপুরী মাঝে ?

ত্বষ্টা। দুরাচার ! চেয়ে দেখ্
তোর তরে স্বর্গধামে কত ব্যাভিচার।
যে স্বর্গ অসুর ব্যতীত
অন্য সর্ব্ব জাতির সুকাম্য,
যে স্বর্গের তরে করে নরে
বল্মীক স্তূপেতে নত—
ষড়রিপু পূর্ণ দেহ মহা সাধনায়।
সেই স্বর্গ বিপর্য্যস্ত
অসুরের ব্যাভিচারে সম্মুখে আমার,
আর সেই অসুরের রাজা তুই
এখন' অটুট—

ঐন্দ্রিলা। ক্ষমা কর, নিজ হাতে গড়া পুত্তলিকা
নিজ পদে দলিও না দেব।

বৃত্র। সাবধান! একদিনও পত্নী বলে
দিয়েছি তোমা শয়নে আশ্রয়,
যতদূর যাও না বিপক্ষে—
তবু আমি পতি,
আমার সম্মুখে হেন ভাবে
তুচ্ছ এক ভিখারী ব্রাহ্মণ পদে
ক্ষমা ভিক্ষা মাগি, হিমাদ্রি সমান
উচ্চ মানে মোর করিও না পদাঘাত;

ঐন্দ্রিলা। এই তো উপযুক্ত কথা
দেব দ্বিজ দেষী অসুরের।
অসুরত্ব পরিপূর্ণ জাগাও অসুরেশ্বর।

ত্বষ্টা। ব্রাহ্মণ ভিখারী? ভিখারীর
ঐশ্চর্য্য প্রতাপ দেখিতে কি সাধ
ওরে অসুর অধম?

বৃত্র। সাবধান!
শুনিলাম স্বর্গজয়ে
অসুরের ন্যায্য প্রাপ্যে তুমি
করেছ বঞ্চিত, এনে দাও
সম্রাটের ভোগ্য আর
সাম্রাজ্ঞীর পদ সেবা তরে—
স্বরস্বতী, বিষ্ণুর কমলা আর
ত্রিদিবের রাজলক্ষ্মী শচীরে ত্বরায়।
অসুর কবল হ'তে করিতে নিস্তার

পূর্ব্ব হ'তে দেছ ঠাঁই যাহাদের
আপন আশ্রমে।

ত্বষ্টা। পরিপূর্ণ—পরিপূর্ণ পাপ এবে তোর,
অনিবার্য্য পতন এবার।
রে অসুর, বানর হইয়া চাস গজমতি
হার পরিতে গলায়?
দেব ভোগ্য পারিজাত,
দেবতার রাজভোগ্য স্বর্গলক্ষ্মী শচী,
দেবতার আরাধ্যের ভোগ্য সে কমলা,
আর স্বরস্বতী চিরদিন ভোগ্য ব্রাহ্মণের
তাহাদের চাস তুই কদর্য্য—
এ অসুর জীবনে?

বৃত্র। আরে বিশ্বাসঘাতক এতদূর।
বিশ্বাসের ভাণে এতদিন রেখেছিলি
বৃত্রের ভুলায়ে অসুরত্ব অপূর্ণ করিয়া।

ঐন্দ্রিলা। পূর্ণ কর—
পূর্ণ কর শাস্তিয়া ব্রাহ্মণে।

ত্বষ্টা। মম অনুগ্রহ দত্ত
বাসব নিধন অস্ত্রলভি
ভেবেছিস্ মারিবি ইন্দ্রেরে?

বৃত্র। তুমিও কি ভাবিয়াছ দীনহীন
ভিখারী ব্রাহ্মণ,
তব ভিক্ষাদত্ত
অস্ত্রে বৃত্র কভু মারিবে বাসবে?
এই নাও তব দত্ত দান

পদাঘাতে করিলাম দূর।
শিরে ধরি লয়ে যাও আপন আশ্রমে,
স্বার্থপর! পুত্রহত্যা প্রতিশোধে
স্বার্থ সিদ্ধি হেতু বৃত্রেরে সৃজেছ।
কিন্তু বৃত্র পারিপার্শ্বিক অবস্থায়
হয়েছে বর্দ্ধিত,
লভিয়াছে ধরনীর মনুষত্ব স্বাদ,
সে কি কভু ক্রীড়া পুত্তলিকা মত চলি—
তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির তরে
হবে আজ্ঞাবাহী দাস?
ঘৃণ্য স্বার্থপর—

**ত্বষ্টা।** স্বার্থপরতা ব্যতীত অসুর নিধন কোথা?
শোন্ ঘৃণ্য অসুর অধম!
সৃষ্টির সূচনা হতে অসুরের অত্যাচারে
দেব, নর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, রক্ষ, সদা বিচঞ্চল।
তাই প্রাণ মোর হইল কাতর,
অসুর কুলেতে বিবাহ আমার—
পুত্রের নিধন প্রতিশোধে।
তোরে করেছি সৃজন—সেও
পরোক্ষে অসুর বিধ্বংস হেতু।
পদার্থের পরিপূর্ণতা না হ'লে সাধন
ধ্বংস কি হয়রে তার।
পরিপূর্ণ অসুরের পাপ তোরে সৃষ্টি
পরোক্ষে করেছি আমি, এইবার
অনিবার্য্য ধ্বংস অসুরের।

বৃত্র। আরে চাটুকার দেব পদলেহী,
যাও—দেবতার রাজাকে এই মারণাস্ত্র
দাও গে তোমার,
আমিও বুঝিব এইবার
সৃষ্টিতে কেমনে রয় দেবতা ব্রাহ্মণ।

ঐন্দ্রিলা। অসুরত্ব, দেবত্ব ও ব্রাহ্মণত্ব
পাশাপাশি থাকাও উচিত নয়।

বৃত্র। যাও, মারণাস্ত্র দাও গে ইন্দ্রেরে—

ত্বষ্টা। অপবিত্র হয়েছে এ অস্ত্র পরশে
রে তোর পাপী।
গঠিয়াছি অতি যত্নে
বিষ্ণু চক্র সুদর্শন, শিবের ত্রিশূল,
ব্রহ্ম অস্ত্র কমণ্ডলু, পরেতে ক্রীড়াচ্ছলে
করেছি গঠন বায়ু, বরুণ, কার্ত্তিকেয় সনে
চন্দ্র সূর্য্যের কার্ম্মুক,
ইন্দ্র তরে রামধনু,
পাশ দণ্ড কৃতান্ত যমের এইবার
সৃজনের সর্ব্বশক্তি সমন্বয়ে গঠিবে
অভিনব ভয়ঙ্কর অস্ত্র বিশ্বশিল্পী—
জেনে রাখ, তার কাছে অন্যের কি কথা
কোন’ দেবতার কোন’ অস্ত্র
হবে না সমর্থ।
বিষ্ণু মন্ত্র আমিই দিয়েছি তোরে
দেব হস্তে পেতে পরিত্রাণ,
আরে ভণ্ড বৈষ্ণব অসুর—

যদি বুঝি প্রয়োজন চিরে নেব
বিষ্ণুর পঞ্জর তোর মারণাস্ত্র হেতু
রক্ষিতে বাসবে।

[ প্রস্থান

বৃত্র। হাঃ—হাঃ—হাঃ—
অসুরত্ব—অসুরত্ব—
কে শিখায় পরিপূর্ণ অসুরত্ব মোরে—

ঐন্দ্রিলা। আমি—সহধর্ম্মিনী—কঠোরা ঐন্দ্রিলা—

বৃত্র। শিক্ষা দাও শিক্ষয়িত্রী ?
অসুরের কঠোরতা নির্দ্দয়তা ;
গড়ে তোল আসুরিক বীভৎস জীবন।
প্রতিদানে আমিও দানিব তোমা—
অমরার সকল সৌন্দর্য্য নাশি
চির তরে আসুরিক কদর্য্যতা।
এইবার বীভৎস এ বৃত্রাসুর,
ত্বষ্টার আশ্রম হতে
চলিল আনিতে তিনটী লক্ষ্মীরে।
কেশে ধরি বিদ্যা লক্ষ্মী
বাণীরে আনিব হেথা ;
পদাঘাতে পদাঘাতে
ধূলি ধূসরিত করি আনিতে চলিনু
শচী স্বর্গের লক্ষ্মীরে—
তোমার কিঙ্করী তরে ;
আর ইষ্ট গুরু বিষ্ণুর লক্ষ্মীরে
দিব কিছু মান।

পিত্রালয়ে পাঠাইব অম্বুজ সুতায়,
আবার ডুবিবে লক্ষ্মী সাগরের বুকে।

ঐন্দ্রিলা। ওঃ—কি আনন্দ—কি আনন্দ—
আজি ঐন্দ্রিলা জীবনে।
ওরে—কে কোথায় তোরা!
বাজানা বিজয় বাদ্য
সম্রাটের নব অভিযানে।
বাজা—বাজা—যম ডঙ্কা হ'তে
ভয়ঙ্কর বাজারে দামামা।
দেবতা—মানব—রক্ষ—
কিন্নর—গন্ধর্ব্ব—যক্ষ—
সবাকার রক্তস্নাত অসুর সম্রাট
নব রাজ্য স্থাপিবে সৃষ্টিতে।

বৃত্র। না—না, দেবতার সৃষ্টি,
তাতে না করিব বাস।
অসুরের সৃষ্ট—পূতি গন্ধময়—
বিষাক্ত বাষ্পেতে ভরা—
শৃগাল কুক্কুর সনে
শকুনি গৃধিনী দলে কাড়াকাড়ি
করিবে মৃতেরে লয়ে,
নদ নদীর শুষ্ক বুকে
কীট পতঙ্গ ভ্রমিবে—
না রহিবে—
কামের বিচারে
লঘু গুরু জ্ঞান।

**ঐন্দ্রিলা।** হাঃ—হাঃ—হাঃ—

**বৃত্র।** হেন সৃষ্টি চাহে বৃত্রাসুর।
হেন বীভৎস্যের সৃষ্টি মাঝে,
বীভৎস্য এ বৃত্রাসুর সনে—
চল—চল অসুরাণী,
কদর্য্য যা কিছু লব
বুকে তুলে।

[ উভয়ের প্রস্থান।

# পঞ্চম অঙ্ক

## —প্রথম গর্ভাঙ্ক—

[ পুরনারীগণ ]

### গীত

পুরনারীগণ। কি হ'বে গো কোথা গিয়ে গো, পাব পরিত্রাণ।
ঘর দোর সব পুড়িয়ে দেছে, বাকী শুধু মান ॥
দেবাসুরে বাদ সেধেছে,
আকালে দেশ ভরে গেছে,
সব হারা প্রাণ প'ড়ে আছে, এমনি ভাগ্যখান।
মায়ের কোলে মারছে ছেলে
সতীর রক্ত পায়ে দলে
খিল খিল খিল কৌতুহলে. হেসে অসুর যান ॥

[ প্রস্থান

[ দধীচির প্রবেশ ]

দধীচি। ফের ফের জননী সকল!
পতি পুত্র ল'য়ে লক্ষ্যহারা
কোথা যাও গৃহবাস ত্যজি?
বিতাড়িত দেবদল—
অসুর বসেছে স্বর্গে,
নাহি পাবে দৈব বল,

আত্ম বলে না দাঁড়ালে
ধরণীর অস্তিত্ব না র'বে ।
কোথা গিয়ে পাবে পরিত্রাণ—
দুর্দ্দান্ত অসুরের অত্যাচারে।
ফিরে এস—
নির্ভয়েতে কর অবস্থান
দধীচির আশ্রম সীমায়।
কা'র স্পর্দ্ধা নাহি ত্রিলোকেতে
করে অত্যাচার আশ্রমে আমার।

[ সারস্বতের প্রবেশ ]

সারস্বত। পিতা—পিতা—
অসুরের অত্যাচারে
দিশেহারা অভাগারা
এসেছে আশ্রয় তরে ;
দিব কি আশ্রয় আশ্রমে মোদের ?

দধীচি। মতিমান !
দীনের দয়াল শ্রীহরি চরণে
মন প্রাণ করি সমর্পণ,
একি কার্পণ্যতা দয়া বিতরণে!
আদেশ লইয়া তবে
দিবে আশ্রয় আতুরে ?
এ পরমুখাপেক্ষীতা

তোমার না সাজে।

সারস্বত।　মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আমারে
মুক্তি দিয়ে নবীন জীবন
দিয়েছেন দৈত্যেশ্বর দেব,
প্রাণদাতার বিরুদ্ধতা
সাধিব না এ জীবনে কভু,
তাই আসিয়াছি লইতে
আদেশ তব।

দধীচি।　হেন ভিক্ষালব্ধ প্রাণে বিচরণ,
এ তো পশুর জীবন।
সে জীবন অবিলম্বে পরিত্যজ্য বৎস।
যে জীবনে নাহি পাবে সাধিতে পরের হিত।

[ দেবহুতি ও আহুতির প্রবেশ ]

দেবহুতি। কে আছগো—আমাদের বাঁচাও—আমাদের মান, ধর্ম্ম, প্রাণ বাঁচাও—

দধীচি। কে—কে তোমরা! এমন করছ কেন—কাঁপছ কেন—

দেবহুতি। আমার সব নিয়েছে—একটা জিনিষ বাঁচাবার জন্যে ছুটে এসেছি আশ্রয়ে—কেউ দিলে না—অসুরের অত্যাচারে কোথাও আশ্রয় পেলুম না।

দধীচি।　নাহি ভয়। আমি তোমা—
দিব মা আশ্রয়।
অবগুণ্ঠনা কে এ রমণী?

দেবহুতি। আহা—ওর মনের ভাব অবধি কেড়ে নিয়েছে—বাক্য নিয়েছে—এখন নিতে এসেছে ওর ধর্ম্ম—ওকেও আশ্রয় দাও বাবারা।

দধীচি। আশ্রয় কেন মা, অধিকারে
কন্যা তব ঠাঁই লবে আপনার হেথা।
অত্যাচারে সন্ত্রস্তা রমণী!
দৃষ্টিভ্রমে না পার চিনিতে।
আমি চিনিয়াছি—কন্যা তব,
পুত্র বধূ মোর।

দেবহুতি। এসেছি—এসেছি—সত্যই লক্ষ্য স্থানে এসেছি—

দধীচি। আমার আশ্রম লক্ষ্মী
যথার্থ এসেছে আপন বৈকুণ্ঠে পুন।
যাও মাগো আশ্রম ভিতর
নিজ জননীর সনে।

[ ধূম্রাক্ষ ও ভস্মাক্ষের প্রবেশ ]

ধূম্রাক্ষ। এই মাগী—কোথায় চেলেছিস্—মেয়ে নিয়ে দাঁড়া—ছুটোছুটি করিয়ে বড় হয়রাণ করেছিস্। তোর বুকে বাঁশ ডলবো—আর এই তোর মেয়েটাকে নিয়ে।

দধীচি। আরে, নিরক্ষর নির্দ্দয় সৈনিক,
প্রকৃতিস্থ হ'য়ে বুঝে দেখ,
কাহাদের সম্মান নাশিস।
রাজার বয়স্য—তাঁর পত্নী,
কন্যা, তাঁহাদের প্রতি—

ধূম্রাক্ষ। আরে রেখে দাও ঠাকুর,—বয়স্ত। রাজা—রাজা এতদিন ডাইনীর মোহে প'ড়েই ত' তোমাদের আস্পর্দ্ধা বাড়িয়ে ছিলেন। এখন ডাইনী ছেড়েছে—রাজা বৃত্রাসুরও যাচ্ছে ত'াই হ'য়ে পাকা অসুর হয়েছেন।

ভস্মাক্ষ। ঠাকুর! আমাদের তবু কচি ছেলেটাকে মায়ের বুকে মারতে প্রাণটায় একটু আমতা আমতা হয়; রাজা—বে-পরোয়া, মায়ের বুক থেকে হিঁচড়ে—কচি ছেলেটাকে ছুড়ে বর্ষার খোঁচায় বিঁধে আনন্দে নাচতে থাকেন।

ধূম্রাক্ষ। সে হাঁসির ঘটা কি—যখন যুবতী মেয়েমানুষ গুলোকে আমাদের উপভোগের জন্য দেন। সব হারিয়ে যুবতীরা যখন কাঁদে—রাজার তখন হাঁসির মাত্রা চড়ে।

দধীচি।　　　ব'ল না—ব'ল আর
　　　　　শ্রবনেও মহাপাপ
　　　　　এই ঘৃণ্য ব্যবহার।

ভস্মাক্ষ। তাই বলছি—কেন ছেলেপুলের সঙ্গে নিজে নাস্তা নাবুদ হবে—আশ্রয় দিয়ো না।

ধূম্রাক্ষ। হঁা—বাধা দিয়ে ঝাড়ের বাঁশ সাধ ক'রে টেনে এনো না—মাগী দুটোকে ধরতে দাও।

ভস্মাক্ষ। আয় নারে মাগীরা—.

দধীচি। বুঝে দেখ—এখনও। আমি রাজার পূর্ব্ব গুরু—আমার আশ্রম থেকে—

ভস্মাক্ষ। আরে বামুন ঠাকুর, তুমি দেখছি নেহাৎ ঠ্যাটা—যাও সরে যাও—আয়না রে মাগীরা—

সারস্বত। সাবধান! পিতা—পিতা—

দধীচি। আমার মুখাপেক্ষী হয়োনা। কি ব'লবো—কি আদেশ দেবো—কর্ত্তব্য বুঝে কাজ কর।

ভষ্মাক্ষ। তবে আয়—কাজ করবি আয়।

সারস্বত। সাবধান পাষণ্ডেরা।

ধূম্রাক্ষ। এই—ছেলেটার সঙ্গে ঋষিটাকে বাঁধ।

দধীচি। নারায়ণ রক্ষা কর—বল এ সময়েও কি নিরপেক্ষতা—অহিংসা—আমার নীতি ?

দেবহুতি। ওগো কে কোথায় গো—ওগো কে রক্ষা করে গো—ও মধুসূদন—আমাদের জন্য নির্ব্বিরোধি দুজন বাঁধা পড়লো—অসুর অত্যাচারে মান প্রাণ হারাবে—ওগো এদের কে রাখে গো—

( আহুতি ছুটিয়া ভষ্মাক্ষের কোষ হইতে তরবারি লইয়া দাঁড়াইল )

ভষ্মাক্ষ। এত আস্পর্দ্ধা তোর ছুড়ী ! জিভ্ গেছে—এইবার নাক কান কাটবো—ভায়া অস্ত্র দাও।

দধীচি। মা—মা—অসুর নাশিনী শক্তি—যদি আবার জেগেছিস্—তবে জাগার মত জেগে,—অসুর বিনাশ কর।

দেবহুতি। আহুতি আমার দিকে—নিজের দিকে চাস্নি—তোর শ্বশুর ও দেবরের মান রক্ষা কর।

ভষ্মাক্ষ। এই যে রক্ষা করাচ্ছি—দেখি নারী তোর শক্তি কত।

( যুদ্ধ )

ধূম্রাক্ষ। এইবার—তোর সতীত্ব রাখবে কে—

[ ইন্দ্রের প্রবেশ ]

ইন্দ্র। আমি।

ভষ্মাক্ষ। কে তুই ?

ইন্দ্র। চুপ ! অবিলম্বে কর স্থান ত্যাগ।

ধূম্রাক্ষ। আরে ছন্নমতি—জানিস, কাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছিস্ ?

ইন্দ্র। কি কহিব ঘৃণ্য সৈনিক যে তোরা।
নতুবা অবিলম্বে শিরচ্ছেদে,
ভাল রূপে আদান প্রদানে
হ'ত পরিচয়ে পাপী! তোরা নস্
প্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট তোদের।
যা' দূর হ'—সংবাদ জানাস্
বৃত্রাসুরে—অন্নদাতা প্রভুরে তোদের,
আমি ইন্দ্র—আহ্বানি সমরে তারে।
সত্য যদি হয় বীর—দ্বৈরথ সমরে
অচিরে ভেটিবে মোরে।

ভস্মাক্ষ। তবে চললুম দেবরাজ—জেনে রেখ, তোমার এই কাজে—দধীচির বংশ দূর কথা—

ধূম্রাক্ষ। চালের একটা খড়ও রাখবো না।

[ উভয়ের প্রস্থান

সারস্বত। দেবরাজ—দেবরাজ! আপনি আমাদের এ আসন্ন বিপদের মুখ থেকে রক্ষা করলেন ?

দধীচি। তাইত নাম দেবতা। মানব আমরা—দেবতার পোষাকতায় অহরহ মনপ্রাণ আত্ম নিবেদন করি। দেবতা ওঁরা—ওঁরা তা স্বার্থপতায় গ্রহণ ক'রে নিশ্চিত থাকেন না—ওঁরাও আমাদের সুখ দুঃখের চিন্তায় মন প্রাণ আত্মা নিয়োজিত করেন।

ইন্দ্র। বিজয়ী অসুর অত্যাচারে
লভিতে নিস্তার, আত্মগোপনেতে
দেবদল সহ ছিনু আমি
পাতালের আঁধার অঙ্কেতে।

স্বর্গে মর্ত্ত্যে অসুরের
পাশবিক অত্যাচারে নির্য্যাতীত
জীবগণ তার স্বরে অহর্নিশি
করিছে ক্রন্দন ; সে করুণ রোল
আঁধার পাতালে পশি বিঁধিল হৃদয়ে,
ছুটে এনু ধরণী উপরে।

দধীচি। কহ দেবরাজ! কতদিন আর
হেন ভাবে চলিবে অসুর অত্যাচার ?
দেবতার স্বর্গ—দেবতারা পাবে না কি ফিরে ?

ইন্দ্র। ব্রহ্মবরে অজেয় অসুররাজ।
ব্রাহ্মণত্ব দূর করি—পূর্ণ অসুরত্ব
করেছে আশ্রয়,
কেবা হয় সম্মুখীন তার।
এই একদিক ; অন্য দিকে—
তপো বলে বলীয়ান,
ত্বষ্টৃ বিশ্বকর্ম্মার সৃজিত
অবিরত ব্রাহ্মণের আশীষে রক্ষিত।
ততোধিক—পরম বৈষ্ণব বৃত্র
অসুর দলন শ্রীবিষ্ণুরে—
বেঁধেছে ভক্তির ডোরে।

[ ত্বষ্টার প্রবেশ ]

ত্বষ্টা। আমি ছিঁড়িব সে ডোর।

দধীচি। কেও ত্বষ্টৃ বিশ্বকর্ম্মা—
অরাতি সম্মুখে তুমি।

ইন্দ্র। পুত্রঘাতী আমি তব ;
যে শাস্তি বিধান হয়
এই দণ্ডে দাও লব অবনত শিরে।
আমার কারণ কেন সর্ব্ব জীবে
এমন লাঞ্ছনা পীড়ন।

ত্বষ্টা। নাহি আর ডর দেবরাজ !
ভেঙ্গেছে মঙ্গল ঘট
আপনার পদে আপনি অসুর—
ত্বষ্টারে করিয়া অপমান।
ত্বষ্টা কাম্য সুরপুরে করি অত্যাচার
ত্বষ্টার স্বজাতি—
জগতের ব্রাহ্মণে চরণে দলি ;
সর্ব্বোপরি ত্বষ্টারও নিয়ত পূজ্যা
সতী রমণীর প্রতি করি অত্যাচার।

ইন্দ্র। সত্য ? সত্য হারায়েছে !
আপনার দোষে শুভাকাঙ্ক্ষী
জনক ত্বষ্টায়, বৃত্র ?

ত্বষ্টা। হারায়েছে চিরতরে।

ইন্দ্র। কিন্তু ব্রহ্মবর বিনষ্ট ব্যতীত
হবে না ত' বৃত্রের নিপাত ?

দধীচি। কি উপায় তার তপোধন ?

ত্বষ্টা। শুন ইন্দ্র—শুন হে দধীচি !
বৃত্রাসুর কাছে অপমান,
বিলাঞ্ছিত হ'য়ে আমি
গিয়েছিনু বৈকুণ্ঠধামেতে—

বিষ্ণু পাশে বৈষ্ণবের
নিধন উপায়ে—

দধীচি। হয়েছে উপায় ?
বল—বল ত্বরা !

ইন্দ্র। মহা অপরাধী ইন্দ্র
বিশ্বরূপ পুত্রে তব করিয়া নিধন।
সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত
এত দুর্গতিতে যদি পূর্ণ নাহি হয়,
ইন্দ্রেরে দাও দণ্ড ধরি যুগ যুগ।
কিন্তু, দেবতার সনে মানবেও
স্বর্গে মর্ত্তে রক্ষা কর দেব !

দধীচি। কহ—কহ ত্বরা, হয়েছে উপায় ?

ত্বষ্টা। দিয়েছেন বিধি নারায়ণ—
"নিষ্ঠাবান শৈব তপস্বী দ্বিজের কোন"
বক্ষ চিরি বিষ্ণু পঞ্জর করি আহরণ—
তার সনে ষট্‌শক্তি সম্মিলনে
করিতে গঠন বজ্রতুল্য
ভয়ঙ্কর বজ্রনামী
ইন্দ্রের আয়ুধ।

ইন্দ্র। ধন্য ধন্য দ্বিজ,—দেবহিতে
অসাধারণ প্রচেষ্টা তোমার।

ত্বষ্টা। কিন্তু দুর্লভ ত্রিলোকে ইন্দ্র
নিষ্ঠাবান শৈব তপস্বীর।

ইন্দ্র। সত্য দেব—থাকিলেও কে এমন—
স্বেচ্ছায় জীবন দিবে ডালি দেব হিতে ?

দধীচি।　　আমি ?
বিস্মিত হয়োনা কেহ !
মনে জ্ঞানে নিষ্ঠা রাখিয়াছি আজনম,
কৃচ্ছ্র তপস্থায় সাধিয়াছি কত,
শৈব ধর্ম্মে উৎসর্গীকৃত
দেহ আত্মা মোর—

ইন্দ্র।　　তুমি! ঋষি, ইন্দ্র তরে
বিসর্জ্জিবে তনু আপনার।
যেই ইন্দ্র কৃচ্ছ্র তপে তব
নিজ আধিপত্য খর্ব্ব হেতু
হইয়া শঙ্কিত,
একদা সাধিয়া বাদ অলম্বুষা
অপ্সরারে প্রেরি সংযম করেছে ভঙ্গ ?

দধীচি।　　দেবতার রাজা তুমি,
অমঙ্গল করিতে পার না।
ইন্দ্র ত্রাস করি নাশ—
তপো ভঙ্গে মোর, অলম্বুষা
দানিল এ মহান বৈষ্ণব
পুত্রে—নাম সারস্বত।
আমি—আমি দিব দান।

ত্বষ্টা।　　তুমি দিবে দান! তব যোগ্য এই দান।
তোমার সমান কে আছে মহান্
অবনীমণ্ডলে ? তাই জনগণ
অশান্তি বিনাশে আসিয়াছি তব সন্নিধানে।
বিমুখ করিলে তুমি,

অনন্যোপায়ে ত্বষ্টা, বৈকুণ্ঠেতে
হ'য়ে উপস্থিত, অনন্তশরণ
শ্রীবিষ্ণুর পঞ্জর চিরি করিত বাহির।
যে মহত্ত্ব ব্রহ্মাতে বিরল,
বিষ্ণু, শিব, পুরন্দর,
অরুণ, বরুণ, যম, কার্ত্তিকে
আছে সন্দিহান, সে মহত্ত্ব
পরিপূর্ণ তোমাতে ধীমান্।
দাও—দাও—ব্রহ্ম-রক্ত স্নাত
কণ্ঠ নিম্নস্থিত পর পর
সুসজ্জিত ক্ষুদ্র অস্থিত্রয়,
শ্রীবিষ্ণু পঞ্জর নামে খ্যাত
যা ত্রিভুবনে। হইয়া ব্রাহ্মণ—
জীবন্ত দ্বিজের বক্ষ চিরি
শ্রীবিষ্ণু পঞ্জর করি আহরণ।
স্তব্ধ বন, স্তব্ধ সমীরণ,
নাহি চন্দ্র তারকামণ্ডল,
বুঝি—সূর্য্য উঠিবে না আর।
প্রলয় পয়োধি জলে,
অগণিত পুরুষ প্রকৃতি এই উঠে—
এই ডুবে পুনঃ,
নির্ম্মম ত্বষ্টার এই ক্রুর আচরণে।
বল—ওঁ গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম।

দধীচি। ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম।

( একখানি অস্থি প্রদান )

ত্বষ্টা।　　ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম—

দধীচি।　　ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম—

( দ্বিতীয় অস্থি প্রদান )

ত্বষ্টা।　　ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম—

দধীচি।　　ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম—

( তৃতীয় অস্থি প্রদান )

ত্বষ্টা।　　ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম—
পরম পুরুষ নাম,
ত্বষ্টৃ মুখে শুনি অবিরাম,
শরণ্যধামেতে গিয়ে বরেণ্য দধীচি—
পুণ্য তব করি বিকীরণ,
অনন্ত আকাশে পুন
চন্দ্র সনে তারকা মণ্ডলে।
আগামী প্রভাতে সূর্য্যে,
চন্দন-মলয় সেবিত প্রকৃতিরে
বসন্তের নব আবরণে,
ক্ষীরোদ সাগরে লহরে লহরে
অগণিত প্রকৃতি পুরুষে—
পুনরায় পূর্ব্বমত কর সঞ্জীবিত।
ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম নাম—
যতদূর বহিবে পবন,
ততদূর পুণ্যপূত হউক সকলে।

## গীত

সারস্বত। গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম পরম পুরুষ।
শ্রবণে চরমে জীব তরে ভবক্লেশ ॥
পরহিতে জীব জন্মে
আসে সবে দেব কর্ম্মে
বোল হরি হরি বোল, সে সাধনা অবশেষ ॥
দধীচির মহাদান
পুণ্য ব্রত পুণ্য নাম
প্রাতঃস্মরণীয় হোক—ওহে বিভু পরমেশ ॥

[ সকলের প্রস্থান

## —দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক—

রণস্থল

[ ঐন্দ্রিলা ও বৃত্রাসুরের প্রবেশ ]

ঐন্দ্রিলা। না পারি বুঝিতে, কাহার সাহসে,
পলাতক দেবদল, কোন শক্তি বলে —
সহসা, আত্মপ্রকাশি আক্রমিল সুরধাম।

বৃত্র। বোঝনি সাম্রাজ্ঞী!
বৃত্র ত্যক্ত ত্বষ্টা গিয়ে
দিয়াছে উৎসাহ বল।

ঐন্দ্রিলা। কতদূর ভ্রম দেবতার!
একা ত্বষ্টা কি করিতে পারে?

বৃত্র। নহে দেবতার ভ্রম, এ বৃত্রের।
বৃত্রাসুর জীবনেতে
জ্ঞানে ও অজ্ঞানে, বরাবর
হইতেছে মহাভুল কত।
শিরশ্ছেদ নাহি করি,
ত্বষ্টারে দিয়েছি ছাড়ি,
এর মত মহাভ্রম হয় নাই—
হবে না কখনও।

ঐন্দ্রিলা। ওই—ওই—গর্জ্জে দেবসেনাগণ!
ক্রমে বুঝি হয় সন্নিকট।
অনুমানি, দেবাসুরে পুনরায়
ভয়ঙ্কর বেধেছে সমর।

বৃত্র। হের—হের—একে একে
পলাতক দৈত্যশক্তি বৃত্রাসুরে ত্যজি।
হের—অগ্নিবাণে অর্দ্ধ দগ্ধীভূত—
প্রাণ লয়ে দ্বিমূর্দ্ধা পালায়।
পন্থা ধরি তার ঐ যায়
সাথে সাথে পরাজিত হয়গ্রীব,
পশ্চাতে তাহার ছোটে যম,
পাশদণ্ড প্রহারেতে করি
জর্জ্জরিত।

ঐন্দ্রিলা। নেহার অদূরে নাথ,
শঙ্কুশিরা পরাজিত সূর্য্যের প্রতাপে;
ও কি! বিপ্রচিত্তি হ'ল বন্দী
দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় করে।

বৃত্র। আরও চমৎকার—বিক্রমে
যাহার চতুর্দ্দশ ভুবন কম্পিত
সেই পুলোম অসুর, নারিল
তিষ্ঠিতে চন্দ্রের জ্যোৎস্নায়।
হায়—হায়, অথর্ব্বন হস্তপদ
কাটি বরুণ ফেলিল হোথা।

ঐন্দ্রিলা। ঐ—ঐ—ইন্দ্র শ্রেষ্ঠরিপু
ওই রামধনু বর্ণের রথেতে।

বৃত্র। এতক্ষণে—বৃত্রাসুর গুণগ্রাম,
বীরত্ব ও মহিমা প্রকাশের
সমুদিত শুভ অবসর।

ঐন্দ্রিলা। তুমি যাও—
দৈত্যশক্তি বিনাশিগণে
শাস্তিতে সম্রাট ;
আমি যাই ইন্দ্রেরে শাসিতে।

বৃত্র। নাহি জান, বীর্য্য বাসবের।
বামা তুমি—নারিবে তিষ্ঠীতে
ইন্দ্র বান মুখে।

ঐন্দ্রিলা বন্ধু তুমি—বন্ধুত্বের
শিষ্টতায় নারিবে দণ্ডিতে ইন্দ্রে।

বৃত্র। সে বন্ধুত্ব দলিয়াছি
আসুরিক ধর্ম্মে কর্ম্মে প্রিয়ে।

ঐন্দ্রিলা। তবে চল দুই জনে
এক সাথে করি আক্রমণ।
স্বর্গের সৌন্দর্য্য শেষ অসুর দাপটে।

এইবার—দেবাসুর সংগ্রাম মর্ত্তেতে।
চল দুইজনে মর্ত্তের বুকে,
এক মহাশ্মশানের করিগে প্রতিষ্ঠা,
দেবতার অস্থি ও কঙ্কালে।

[ উভয়ের প্রস্থানোদ্যত ও অগ্নিহোত্রের প্রবেশ ]

অগ্নি। কোথা যাও দুর্দ্দান্ত অসুর ?
বৃত্র। কে ও ? অসুর বয়স্য ?
একি বিপ্র ! ক্ষত্র বৃত্তি
কি হেতু সহসা ?
অগ্নি। চুপ্। আমি ব্রাহ্মণ,
জন্মে কর্ম্মে বৃত্তিতে চিরদিন।
যতদিন তুমি ত্বষ্টৃ মন্ত্রে
চালিত ব্রাহ্মণ ছিলে—ব্রাহ্মণত্বে
পরিপূর্ণ অসুরত্ব পায়ে দলে,
ততদিন সেবা করেছি তোমার।
বিসর্জ্জন দিয়েছ যখনি—
আরাধ্য ব্রহ্মণ্য ধর্ম্ম,
তখনি তোমার সেবা বৃত্তি করি ত্যাগ,
আপনার জাতি দেশ ধর্ম্মের রক্ষায়—
দাঁড়ায়েছি বিপক্ষে তোমার।
বৃত্র। আমিও তাহাই চাই।
বৃত্রের—ব্রাহ্মণত্বে ঘেরা

বিগত কালের কোন স্মৃতি
না রাখিব সৃষ্টির মাঝারে।

ঐন্দ্রিলা। ব্রহ্মরক্ত জয়টীকা করি
এস প্রভু হই অগ্রসর।

অগ্নি। সাবধান! জানিস রাক্ষসী,
কত সর্ব্বনাশ করেছিস্ তনয়ার মোর,
আর কত ধৈর্য্যে আমি এ যাবৎকাল।
অত্যাচারে তোর, বায়ুর অগম্য—
রুদ্ধদার গবাক্ষ হীন প্রকোষ্ঠের মাঝে,
অন্ন জল নাহি লভি,
তার স্বরে কেঁদে কন্যা মোর
কাঁদায়েছে চরাচরে বনের পশুরে।
আর, মানব আমি—জনক আমি—
শুধু প্রভুভক্তি বশে,
প্রতিকারে আছিনু বিরত।
বুক ফেটে গেছে—
তবু ফোটে নাই নিবারণ ভাষা পোড়া মুখে।
আজি পরিপূর্ণ ভাবে
প্রতিহিংসা করিব গ্রহণ।

বৃত্র। হাঃ—হাঃ—হাঃ—
ক্ষেদ এই—তোর রক্তে
কলুসিত হবে শেষ বৃত্রের বীরত্ব।
নে—স্মরে নে—ইষ্টেরে তোর।

অগ্নি। ভগবান—নারায়ণ—স্রষ্টা—
শস্ত্র শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণের ভুজে

দাও নিপুণতা—ঐশীশক্তি ভয়ঙ্করা।
অত্যাচার লাঞ্ছনায় জর্জ্জরিত
জীবগণ যত দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে সমীরে—
সব একত্রেতে মিশে,
এই ব্রাহ্মণের ভুজে ব'সে
প্রতিহিংসা করুক সাধন।

( যুদ্ধ )

ঐন্দ্রিলা। ডাক্—ডাক্—আরও যদি কিছু থাকে
বৃত্রশক্তি করিতে নিরোধ।

বৃত্র। এইবার রে দুর্ম্মদ ব্রাহ্মণ—এইবার—

( সহসা পশ্চাৎ হইতে আসিয়া—বৃত্রকে ফেলিয়া দিয়া
বয়স্থকে পশ্চাতে লইয়া খড়্গাধারিণী
আহুতির দণ্ডায়মান )

ঐন্দ্রিলা। একি! একি! একি ভয়ঙ্করী!

বৃত্র। কে—কে—শিবশক্তি তুমি;
অসুর ত্যেজেছে অসুরের
একমাত্র ইষ্ট মহেশ্বরে।
শৈব ধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলী
বৈষ্ণব ধর্ম্মের মন্ত্র করেছি গ্রহণ,
বিশ্বাসঘাতক ত্বষ্টা উপদেশে—
নিজ প্রাণ করিতে রক্ষণ।
তাই কি উলঙ্গ খড়্গাধারিণী
দুর্গতিনাশিনী দুর্গে—
এলে সন্ধিক্ষণে নিতে বলিদান?

ঐন্দ্রিলা। বলি দাও—বলি দাও—
ভয়ঙ্করী শক্তি তৃপ্তি হেতু !
উঃ—কি ভীষণা—ওকি !
ওর প্রতি লোমকূপে অগ্নির স্ফুলিঙ্গে
দগ্ধ করে মোরে।
চক্ষে একি জ্যোতিঃ বিকীরণ—
সর্ব্বাঙ্গে দহন আনা।
পরিণাম—ঐন্দ্রিলার পরিণাম—
ওঃ কি ভয়ঙ্কর—
বাহুচ্ছিন্না উন্মাদিনী ঐন্দ্রিলা ভ্রমিছে পথে,
পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট আহারে
কোনরূপে বাঁচাইয়া প্রাণ।
ক্ষত অঙ্গে ঝরে রক্ত পুঁজ,
কুরে কুরে খায় কীটদল,
শিরে উড়ে শকুনি গৃধিনী—
শিবা কুক্কুরের
দল পদদ্বয়ে করিছে দংশন।

( মূর্চ্ছা )

বৃত্র। না—না, চিনেছি—চিনেছি বামা !
একদিন শরতের পূর্ণিমার
জ্যোৎস্না বিকীরণে,
অশান্ত জীবনে মোর ঢেলেছিলে—
স্নিগ্ধ শান্তি ধারা।
অত্যাচারে জর্জ্জরিতা
চির বিলাঞ্ছিতা—সতী,

যত কষ্ট সহেছ অতীতে।
সবাকার প্রতিশোধ বৃত্রাসুরে নিতে,
বাক্‌হারা, সাধিবে ইঙ্গিতে ?
কিন্তু তাহা ত হবে না।
বৃত্রাসুর পরিপূর্ণ অসুর এখন।
সৌন্দর্য্য, বিনয়, জ্ঞান,
নারী প্রতি শিষ্ট আচরণ ব্রাহ্মণের—
নহে আসুরিক।
আয় নারী—সম্রাজ্ঞী নিয়েছে বাক্
আমি লই দৃষ্টি তোর হেথা।

[ ইন্দ্রের প্রবেশ ]

ইন্দ্র। কোথা—কার দৃষ্টি—কেবা
লয় বীর ?

বৃত্র। কে—ও ? বান্ধব বাসব ?

ইন্দ্র। স্তব্ধ হও রে দুর্ম্মদ !
অসুরের সনে দেবের সৌহৃদ্য—
অলীক কল্পনা,—না সম্ভবে কভু।
দিয়েছিস্ স্বর্গ ছারেখারে,
মর্ত্ত ততোধিক হাহাকারে—
পাশবিক অত্যাচারে রে অসুর তোর।
উঃ—কত কষ্ট—কি যাতনা
দিয়েছিস্ নিরীহ মানবে।
যত পল যায়—তত হেরি তোরে
পুড়ে যায় দেহ মোর।

কোথায় ইন্দ্রের নিধন অস্ত্র
রে ভিখারী,—করযোড়ে
ব্রাহ্মণের পদ লেহনেতে
লভেছিলি যাহা ?

বৃত্র। সম্রাজ্ঞী—এখনও চেতনা হারা ?
জেগে ওঠ—জেগে ওঠ ;
উঠে দেখ—কিরূপে বাসবের
বীর্য্য নাশি'—কল্পনায় শিহরণ
আনা শাস্তি দেয় বৃত্রাসুর।

[ যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান

ঐন্দ্রিলা। সম্রাট—অসুরেশ্বর !
আঃ—এতক্ষণে সম্মুখ সমরে
লভিয়াছ দুষ্ট দেবরাজে ?
নাহি ভয়—তুমি অস্ত্র ল'য়ে
যোঝ সম্মুখেতে ; পশ্চাতেতে
রহি আমি, ভীমা বামা পদাঘাতে
জর্জ্জরিত করিয়া ইন্দ্রেরে
ধীরে ধীরে প্রতাপ করিব হ্রাস।

[ মদনের প্রবেশ ]

মদন। এইবার—বামা তুমি
শক্তি অংশোদ্ভূতা ;
শৈব আমি—না করিব শক্তি হত্যা হেথা।
হস্তপদ কাটা
চক্ষুজ্যোতিঃ বিনষ্ট করিয়া তোর,

অকর্ম্মণ্য পঙ্গু করি'
প্রতি কার্য্যে পর-মুখাপেক্ষী
ভাবে রাখিব স্বজনে।

ঐন্দ্রিলা। কি ভয় দেখাও কাম ?
অদম্য উৎসাহে এলে যবে যৌবনার প্রাণে,
সেই হতে বরাবর
দিবানিশি শত অত্যাচার
অম্লানে সয়েছে ঐন্দ্রিলা তোমার।
রাজার ঝিয়ারী, রাজার ঘরণী,
বিলাসের চৌষট্টি কলায়
দুগ্ধ ফেননিভ শয্যা' পরে,
বাতায়ন পতচ্যুত চন্দ্রালোকে
উথলিত বিনগ্ন সৌন্দর্য্য পেলব তনুর।
দূরে ফল ফুলে ভরা বিটপীর শিরে
উন্মাদনা স্বরে গাহিত দোয়েল পিক্,
মৃদু মৃদু মলয় মারুতে
হানিতে কুসুম শর অপাঙ্গে আমার।
শান্তি আসে আবেষ্টনে
দুই ভুজ হলে অগ্রসর
সম্মুখে রাখিতে কা'রে নির্দ্দয় পুরুষ,
ভুলে কি গিয়েছ তাহা ?
স্বামী—বৃত্র—যজ্ঞদ্ভূত, অপূর্ব্ব স্বজন,
রূপবান. গুণবান
ব্রাহ্মণত্বে হৃদি মহীয়ান্
সব ছিল বৃত্রের অন্তরে

শুধু ছিল নাক কাম পূজা—
রমণীর সৌন্দর্য্য বোধ—
বিলাসের প্রতিদান জ্ঞান।
ঐন্দ্রিলার মত নারী,
দ্বিতীয় কি আছে সৃজনে?
সংসারের সর্ব্বভোগে হইয়া ভোগিনী
সংযমনী এমন ইন্দ্রিয়ে
মুনি, ঋষি, দেবতার মাঝে
পেরেছে কি এ যাবৎ কেহ!
এই নাও বাহু, এই পদদ্বয়।
অনুরোধ—
নাহিক মিনতি—
বাঞ্ছা তব করহে পূরণ।
শুধু অনুরোধ
যেথা পুরুষে না পূজে তোমা—
সেথা ঐন্দ্রিলার মত নারী প্রাণে
ভবিষ্যতে, অরি কভু
হানিও না পঞ্চ শর তব।

[ ঐন্দ্রিলাকে লইয়া মদনের প্রস্থান

অগ্নি। ক্ষমা—ক্ষমা কর মতিমান!
ভেবে দেখ, এ যে বামা—
শাস্তির বহির্ভূত সে।

[ প্রস্থান

## —তৃতীয় গর্ভাঙ্ক—

রণস্থলের অপর পার্শ্ব

[ ইন্দ্রের প্রবেশ ]

ইন্দ্র। কে বুঝে বৃত্রের লীলা!
বার বার পরাজয়
মুহুর্ত্তে পলায় কোথা
না পাই সন্ধান। পুন—
অকস্মাৎ হয় আভির্ভাব।
ধন্য শক্তি! সমুদ্র মন্থন
শেষে, অমৃতের তরে
দেবাসুর রণে পাইয়াছি
বহু দুর্দ্দমনীয় আসুরিক
শক্তি পরিচয়—কিন্তু
বৃত্রশক্তি প্রবলতর
সর্ব্বাপেক্ষা নিশ্চয়।
না হইবে বা কেন?
যজ্ঞ শক্তি—শক্তি দক্ষিণার,
ব্রহ্ম শক্তি—ত্বষ্টার প্রদত্ত,
ব্রহ্ম অভিশাপ শক্তি—
বিনাদোষে বিশ্বরূপ
হত্যায় উদ্ভুত! বরে প্রাপ্ত—
ব্রহ্মার প্রদত্ত শক্তি।

আর শক্তি বৈষ্ণবীয়,
এই ষটশক্তি আয়ত্ত্ব বৃত্রের।
কোথা ত্বষ্টা, কোথা তুমি—
বিশ্ব শিল্পী—বৃত্রের নিধন
অস্ত্র বিনির্ম্মিতে, কি হেতু
বিলম্ব এত! ত্বরা কর—
ত্বরা করি নির্ম্মান কার্য্য
কর সম্পাদন! বিলম্বেতে
বাসবের না রবে চেতন।

[ বৃত্রের প্রবেশ ]

বৃত্র। এই যে হেথায় আর্য্য!
দেখেছ কি—শুনেছ কি—
সভ্য দেব জাতি, অনার্য্য
অসুরে লাঞ্ছিতে,—কি শাস্তি
দিয়েছে এক অসুর বামার প্রতি?

ইন্দ্র। সে কি?—

বৃত্র। সমগ্র মানব পূজ্য দেবতা মদন,
সম্রাজ্ঞীর দুই বাহু করি ছিন্ন
চক্ষুজ্যোঃতি চিরতরে করেছে বিনষ্ট

ইন্দ্র। ধিক্! বৃত্র, সত্য অনুতপ্ত
আমি এ সংবাদে।

বৃত্র। শুধু অনুতপ্ত! এক ইন্দ্রের
দুষ্কৃতি হেতু বৃত্রের সৃজন।

ইন্দ্র বৃত্রে হ'ত যদি রণ
আক্ষেপের না থাকিত কিছু।
দেখ চেয়ে চারিদিকে
সহস্র নয়ন ক্ষনিকের তরে
করি উন্মীলন, বিশাল
ধরণী পূর্ণ মৃত অসুরের দেহে
মধু ও কৈটভ—দুই অসুরের মেদে
হয় যদি মেদিনী সৃজন,
এত অসংখ্য অসুর মেদে,
কত শত মেদিনী হইতে পারে—
কর নির্দ্ধারণ!
কোন শূন্যে স্থান পাবে তারা?

ইন্দ্র। আরও অনুতপ্ত আমি!

বৃত্র। অনুতপ্ত—অনুতপ্ত।
শুধু অনুতপ্ত তুমি ত্রিদিবের স্বামী!
অনুতাপে প্রতিহিংসা হইলে সাধন,
ত্বষ্টৃ পদে মাথা নত ক'রে—
অনুতাপে সাঙ্গ হ'ত বৃত্রের জীবন।

ইন্দ্র। এও মর্ম্মন্তুদ—
ততোধিক অনুতাপ ভরা।

বৃত্র। অনুতাপ শেষ কর
প্রাণ দিয়ে বৃত্রের চরণে।
যত জ্বালা যত কষ্ট
যত মর্ম্মন্তুদ দৃশ্যে—
বৃত্র ভুঞ্জিছে যাতনা,

সব শেষ এইবার
ধ্বংস করি ইন্দ্রের জীবন।
প্রস্তুত বাসব!
পৃথিবীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে,
শত প্রলয় চলিয়া যাবে,
তথাপিও—বৃত্র,
রণে নাহি দিবে ক্ষান্ত,
যতক্ষণ নাহি হয় ইন্দ্রের নিপাত। ( যুদ্ধ )

ইন্দ্র। ওঃ—একি শক্তি!
বিশ্বশিল্পী! কি হেতু বিলম্ব?
এস ত্বরা কর্ম্ম করি শেষ।

বৃত্র। জীবনের শেষে—প্রেতাত্মার
লভ বীর, ত্বষ্টা দত্ত
বৃত্রের মারণাস্ত্র। এই বার—
ভয়ঙ্কর বৃত্রের কৃপাণ
আলোকে চমকি।

[ ত্বষ্টার প্রবেশ ]

ত্বষ্টা। অম্ভোদ বিদারি রবে
এই দেখরে অসুর—
কি তড়িণ্ময় শক্তি ধরি
বিদ্যুৎ আলোক—
উজলে ত্বষ্টার করে।

বৃত্র। এঁ্যা—একি ! একি ভয়ঙ্কর অস্ত্র !

ত্বষ্টা। তবু ছোটেনি এখনও।
ব্রহ্ম বাহু শক্তি মাঝে
আবদ্ধ অদম্য শক্তি
কঠোর এ বজ্র অপূর্ব্ব আয়ুধ,
ছুটিবে যখন কম্পমান হবে চরাচর,
গর্জ্জনেতে ভুজঙ্গও পলাবে বিবরে।
দধীচির মরা হাড়ে গড়া,
ষট্‌শক্তি বিভূতি মিশ্রিত,
অনন্ত শয়নে শায়িত
বিষ্ণুর শ্রীনাভি পঙ্কজের রহস্যে জড়িত,
বিমল অমল মলয় সেবিত,
শ্যামল বিশ্বের—
মাধ্যাকর্ষণাকর্ষিত এই বজ্র—
নিধনাস্ত্র তোর, ব্রহ্মাদত্ত বর প্রথা মত।

বৃত্র। এ কি ভয়ঙ্কর বজ্র
বিশ্বকর্ম্মা বিনির্ম্মিত।
কিন্তু,—ছিল নাক' প্রয়োজন,
বৃত্রাসুর উদ্ভবের আদিম
কারণ —ত্বষ্টা, তোমার !
ষট শক্তিতে রেখেছিলে
বৃত্রেরে স্পদ্ধিত ;—একে একে—
বহুদিন অন্তর্হিত তারা।
যজ্ঞ শক্তি গেছে চ'লে—
গুরু দধীচি বর্জ্জনে ;

দক্ষিণার মাতৃশক্তি—সতী অপমানে,
ব্রহ্মশক্তি—দ্বিজ নির্য্যাতনে,
ব্রহ্মার প্রদত্ত শক্তি—ত্বষ্টৃ অপমানে,
আর পরম বৈষ্ণব শিবপূজা ত্যাগে
গেছে চলি'—শক্তি বৈষ্ণবীয়।
শক্তিহারা বৃত্রেরে বধিতে
অকারণ কেন এ নির্ম্মাণ?
অথবা, বুঝেছ বুঝি বৃত্রের স্থজক!
বৃত্র দম্ভ পুত্র হন্তারকে
হত্যা করিবার শক্তি,
কোন্ পাপে—কোন্ দুষ্কৃতিতে
বৃত্র দেহ হ'তে অন্তর্হিত হইবার নয়।
বৃত্র কলঙ্ক কিনেছে!
বৃত্রের স্থজক তুমি কেন কিনিছ কলঙ্ক,
হ'য়ে বিপ্র—ক্ষত্র আচরণে?
দিয়ে দাও বজ্র ইন্দ্র করে;
এনে দাও তব মন্ত্রপূত—
তীক্ষ্ণিকৃত তোমার আশীষে
সেই ভীষণ কৃপাণ পুন—
অভিমানে স্বেচ্ছায় যা
তব পদে করেছি বর্জ্জন।

ইন্দ্র। এখনও এত নীতি—
রে দুর্ম্মদ অসুর!

বৃত্র। স্তব্ধ হওরে লম্পট!
দুর্ভাগ্য তোমার নয়—

দুর্ভাগ্য বৃত্রের।
বৃত্র স্পষ্ট নিহন্তা হইয়া যার—
তার কদর্য্য চরিত্রে, চিরদিন
ত্রিলোকের আনে শিহরণ।
গুরু—ত্বষ্টা—জন্মদাতা!
পুত্রশোকে এতদূর জ্ঞানহারা
তুমি,—যে গুরুপত্নীদ্রোহী,
পশুত্বে স্বর্গলক্ষ্মীর আয়ত্তকারী
লম্পটের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে
জন্ম দিলে আর এক নন্দনে।
হয়ে ক্ষেত্রজ পিতা,
যজ্ঞের ঔরসে, দক্ষিণার সুপুণ্য গর্ভেতে?
ছিল না কি শিষ্য কি সেবক—
অনুগত কোন জন
তৎকালে তোমার?
না—না অধিক না কব আর
ব্যভিচারি লম্পট সম্মুখে।
আয় ইন্দ্র, ষট্ শক্তি করে তোর—
অপূর্ব্ব আয়ূধরূপে;
কিন্তু, ত্রিলোক কম্পিত যে
শক্তি আসুরিক—এখনও
বর্ত্তমান এই দেহে,
পূর্ণ তেজ ও বিক্রমে।

ইন্দ্র। বজ্র উত্তোলন মাত্রে
যে নিনাদে ঘন ঘন

কাঁপিবে ত্রিলোক—
আগমনোদ্যোতক বিদ্যুতে
ঝল্‌সিবে নয়ন সবার।
তাহ'তে রক্ষা ক'রে জ্ঞান ও বিবেক—
অগ্রসর হও পাপী শক্তি পরীক্ষায়।

[ যজ্ঞ ও দক্ষিণার প্রবেশ ]

## গীত

যজ্ঞ। দয়া কর ও দয়াদান।
অনেক যুগের পরে পাওয়া, ব'ধোনা সন্তান॥
দক্ষিণা। মা বলে কে প্রাণ জুড়াবে,
মুখ চেয়ে কা'র দুঃখ যাবে,
উভয়ে। যত কঠোর দাও গো সাজা, শুধু রেখো প্রাণ।
যজ্ঞ। আগুনের তাপ সহ্য ক'রে,
দক্ষিণা। তোমার মন্ত্রে পেলেম যারে,
উভয়ে। মোদের চোখের সামনে তারে দিও'না বলিদান॥

বৃত্র। ইন্দ্র—ইন্দ্র—
ক্ষণেক অপেক্ষা কর।
বৃত্রের অদম্য দম্ভ
এইবার হয় ধ্বংসোন্মুখ।
বৃত্র তরেও কাঁদিবার
আছে কেহ এই তিনলোকে ?
কাঁদ—কাঁদ—কঠোর তাপস !

পুত্রহত্যা প্রতিশোধ পরায়ণ নির্দ্দয় তাপস !
শুষ্ক নেত্রে অশ্রুবাণ বহাইয়ে,
ভাসাইয়ে ল'য়ে যাও এই দম্পতীরে।

ত্বষ্টা। নয়ন প্লাবিয়া করুণার কত তীব্র
বাণ বহে অন্তরে আমার,
কি বুঝিবে তুমি তাহা
আসুরিক মর্ম্মে কর্ম্মে বর্দ্ধিত বীরেন্দ্র।
সামঞ্জস্য রাখিতে বিধানে
উদ্ভূত ব্রাহ্মণ কূল। অসামঞ্জস্য
হেরিয়া বাসবে সৃজেছিনু তোমা ;
পুনরায় নীতি বহির্ভূত হেরিয়া তোমায়,
আমি দ্বিজ—ন্যায় প্রবর্ত্তক,
গঠিয়াছি কঠোর কুলিশ।
এই বজ্রাঘাতে তুমি মরি'
অসুর জনম হ'তে লভিবে নিস্তার।
কিন্তু আমার কি যাবে তাহা জান ?
বিশ্বরূপ গেছে, তুমি গেলে—
নিঃসন্তান হবে বিশ্বকর্ম্মা।
হে ইন্দ্র—ত্রিদিবপতি !
পিতা আমি—কেমনে স্বচক্ষে
হেরিব পুত্রের নিধন ?
তাই সরে যাই কর্ম্মভূমি হ'তে ;
ইচ্ছামত কর হেথা কার্য্য
সমাধান ন্যায় লক্ষ্য করি।
কাঁদ—কাঁদ ত্বষ্টা, বৃত্র সম

পুত্রের এই শোচনীয় পরিণামে।
কাঁদ রে জগৎ, হেন অসাধারণ
যজ্ঞোদ্ভব বীরের নিধনে ; আর—
কাঁদ তুমি ইন্দ্র—দেবরাজ ! হেন
যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীরে হারাতে।

[ প্রস্থান

ইন্দ্র। আর কেহ আছে ত্রিজগতে
সহানুভূতি জানাতে রে তোরে ?

[ সারস্বতের প্রবেশ ]

সারস্বত। আমি—আমি, ওগো আমি।
সব শক্তি হরি' সম্রাজ্ঞী
ঐন্দ্রিলা মত পঙ্গু করি'
রাখ বৃত্রাসুরে।
শুধু অনুরোধ ওগো দেবতার রাজা—
জীবন ল'য়োনা মোর জীবন দাতার।

বৃত্র। এখনও বিলম্ব ইন্দ্র !
হ'য়ে বীর—বীর শ্রেষ্ঠ বৃত্রাসুরে
হেন রূপে তিলে তিলে
হত্যা কর কোন্ বিধানেতে ?
এই দেখ, নিরস্ত্র এবার,—
হান—হান ত্বরা বজ্র ভয়ঙ্কর—
বৃত্র সৃষ্টি কর্ত্তার নির্ম্মিত।
ওই—ওই চেয়ে দেখ্ শিশু
ঘন ঘন বিজলী চমকে

রঙ্ মশালের আলো জ্বলিল চৌদিকে ;
জীবনের পরপারে, সবাকার
তরে চির অন্ধকার পথ
ওই দেখ—মোর তরে হলো আলোকিত।
কৃতজ্ঞতা হেতু এসেছিস্
রে বালক, বৃত্রের নিধন ক্ষেত্রে ?
আয়—আয় বুকে আয় মোর !
তোর জনকের হাড়ে গড়া
মরণ আয়ুধ মোর—বজ্র ভয়ঙ্কর
ওই দেখ,—বাসবের হাতে
হ'ল বিচঞ্চল। এল—এল—
ওই ছুটে এল,—ওরে শিশু,
জোর ক'রে বুকে চেপে থাক ;
কোথা ত্বষ্টা, কোথায় দধীচি,
দেখে যাও—বাৎসল্যের
স্নেহ রসে আপ্লুত হৃদয়ে
বৃত্র মরে শেষ ইন্দ্র বজ্রে হেথা।

ইন্দ্র। তবে যাও—যাও বজ্র—
নাশ' বৃত্রাসুরে।

( বজ্র ত্যাগ ও বৃত্রের পতন )

—"শেষ"—